উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৬৯৫.৫৪ (-৩৪৫.৯১)

নিফটি : ২৫,৯৪২.১০ (-১০০.২০)

কুলদীপের জামিনে স্থগিতাদেশ

উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গরের জামিনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। » ৭

বাঘের বধ্যভূমি মধ্যপ্রদেশ

চলতি বছরে মধ্যপ্রদেশে বাঘের মৃত্যুর সংখ্যা ৫৫ ছুঁয়েছে। ১৯৭৩ সালে 'প্রোজেক্ট টাইগার' চালু হওয়ার পর থেকে গত বাহান্ন বছরে বাঘের অপমৃত্যুর এমন ভয়াবহ পরিসংখ্যান আর দেখা যায়নি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৪°	৯°	২৩°	১০°	২৪°	১১°	২৩°	১২°

'আমি সেকুলার', দুর্গাঙ্গন উদ্বোধনে বললেন মমতা » ৫

১৪ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 30 December 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 221

কাঁপছে উত্তর

কুয়াশার চাদরে মুড়েছে গোটা উত্তরবঙ্গ। আবহাওয়া দপ্তরের আভাস, এই কুয়াশা থাকবে আরও তিনদিন। সবমিলিয়ে ঠান্ডায় জবুথবু হয়ে পড়েছেন উত্তরবঙ্গবাসী।

দিনেরবেলাতেই আগুন পোহাতে হচ্ছে বালুরঘাটে। কার্সিয়াং পাহাড় অবশ্য তখন রোদ ঝলমলে। যদিও বিকেলের পর হাড়কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া ছিল সেখানে। সোমবার মাজিদুর সরদার ও সূত্রধরের তোলা ছবি।

সোমবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

দার্জিলিং	৩.৮
জলপাইগুড়ি	১২.২
কালিম্পং	৯.৫
শিলিগুড়ি	১২.২
কোচবিহার	১৪.১
মালদা	১২.১
বালুরঘাট	১২.৬
রায়গঞ্জ	১১.৫
আলিপুরদুয়ার	১০.০

পিরোজপুরের ডুমরিতলা গ্রামে পুড়ছে হিন্দুদের ঘর।

দরজা আটকে হিন্দু বাড়িতে আগুন

পদ্মাপারে অশান্তি

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর : সংখ্যালঘুদের রক্ষায় মুহাম্মদ ইউনূসের বারবার আশ্বাসই সার। বাংলাদেশে আবার আক্রান্ত হিন্দুরা। রাজধানী ঢাকা থেকে ২৪০ কিমি দূরে পিরোজপুরের ডুমরিতলা গ্রামে কয়েকটি হিন্দু পরিবারের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার ভোরে পরিবারগুলি যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন দুষ্কৃতীরা বাইরে থেকে সব ঘরের দরজা আটকে আগুন লাগিয়ে দেয়।

পরিবারের সবাই শেষপর্যন্ত টিনের চাল কেটে ও বেড়া ভেঙে কোনওমতে বেরোতে পারায় কারও প্রাণহানি হয়নি বটে। তবে তাঁদের বাড়ি, আসবাবপত্র এবং গবাদিপশু পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর রবিবার দুপুরে সেখানে যান পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মহম্মদ শরিফুল ইসলাম। ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ওই ঘটনায় পিরোজপুরের হিন্দুপাড়ায় তো বটেই, গোটা বাংলাদেশে নতুন করে হিন্দুদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এই ধরনের হামলা ঠেকাতে প্রশাসন যে সুনির্দিষ্ট কোনও পদক্ষেপ করছে না, তা স্পষ্ট। এর আগে ময়মনসিংহে গণপিটুনিতে খুন করে দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ২৯ বছর বয়সি পোশাক শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাসের, তাঁর বাড়িতে গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের এক উপদেষ্টা পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন।

সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর একের পর এক নিগ্রহের ঘটনায় ভারত সরকার কড়া বার্তা দেওয়ার পর ঢাকা জানিয়েছিল,

এরপর দশের পাতায়

আরাবল্লি নিয়ে আগের রায়ে স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : আপাতত নিরাপদ আরাবল্লি। স্বস্তি দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানার। উত্তর ভারতের ফুসফুসের মতো ওই পর্বতমালার নতুন সংজ্ঞা আপাতত স্থগিত হয়ে গেল। নিজের দেওয়া রায়ের কার্যকারিতা আটকে দিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই। ফলে আরাবল্লি পর্বতমালার কোথাও আপাতত খনন হবে না।

পরিবেশের ওপর মারাত্মক কুপ্রভাবের আশঙ্কা ও দেশজোড়া প্রতিবাদের ধাক্কার জেরে এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। মাত্র এক মাস আগে গত ২০ নভেম্বর আরাবল্লিতে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটার উঁচু ভূখণ্ডকে আর পাহাড় বলে গণ্য করা হবে না বলে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এব্যাপারে কেন্দ্রের প্রস্তাবে শীর্ষ আদালত সিলমোহর দেয়। এতে পাহাড়ের সংজ্ঞা হারানোয় ওই এলাকায় মজুত প্রচুর খনিজ সম্পদ সংগ্রহে খননে আর নিষেধাজ্ঞা থাকার কথা নয়।

স্বতঃপ্রণোদিত সুপ্রিম পদক্ষেপে স্বস্তি

সোমবার সেই রায়ের কার্যকারিতা আপাতত স্থগিত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ঠিক কোন কোন এলাকা আরাবল্লি পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত হবে, পাহাড়ের সংজ্ঞার আওতায় পড়বে এবং ওই অঞ্চলে খনন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ইত্যাদি সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে নতুন করে খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের অবকাশকালীন বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি ছাড়াও ওই বেঞ্চে আছেন বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসীহ। আরাবল্লি পাহাড়ের সঠিক 'সংজ্ঞা' নির্ধারণ এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাব খতিয়ে দেখার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (হাই পাওয়ার্ড) একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে ওই বেঞ্চ। আদালত জানায়, জনস্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট এবিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে।

সোমবার শুনানির সময় আদালত স্পষ্ট করে দেয়, এই প্রাচীন পর্বতমালা ও সেখানকার বনাঞ্চলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই রায়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। আগামী ২১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

গ্যাংটকের থেকে শীতল মালদা

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৯ ডিসেম্বর : গ্যাংটক ও মালদা। এক জায়গার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আরেকটা জায়গার ১৫.১। যদি জানতে চাওয়া হয়, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কম কোথায়, নির্ঘাত ভাববেন পাহাড়ি এলাকা গ্যাংটকের কথা। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, ওই ১৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসটাই মালদার হিসেব। বছরের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিন ঠান্ডায় গ্যাংটককে টেক্কা দিল মালদা।

বেলা তখন নয়টা। আকাশ থেকে ঝুপঝুপ করে নামতে শুরু করল কুয়াশা, যেন বৃষ্টি। সারাটা দিন এমনভাবেই কেটে গেল মালদা শহরের। সারাদিন কয়েক মিনিটের জন্যও দেখা মেলেনি সূর্যর। আর পাঁচটা দিনের মতো সোমবার সকালেও প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সমীরণ কুণ্ডু। ট্র্যাক সুটের ওপর মোটা জ্যাকেট, হাতে গ্লাভস আর মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। হনহন করে হেঁটে চলছিলেন শুভঙ্কর বাঁধ রোডের ওপর দিয়ে। চলতে চলতে বলে উঠলেন, 'ঠান্ডায় আর পারা যাচ্ছে না।'

মালদা শহরের বালুচর এলাকা। এক পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে মহানন্দা নদী। ফলে এই এলাকায় ঠান্ডার প্রকোপ কিছুটা বেশি। সোমবার গুজরঘাটে গিয়ে দেখা গেল দিনের বেলাতেই কয়েকজন দিনমজুর আগুন জ্বেলে গা গরম করছেন। প্রত্যেকের হাতেই গরম চায়ের কাপ। প্রশ্ন করতে বলে উঠলেন, আমরা তো আর সরকারি কর্মচারী নই, আমাদের খেটে খেতে হয়। তাই কাজে যাওয়ার আগে গা গরম করে নিতে হচ্ছে।' তবে মালতী এসবের ধার ধারেন না। শহরের এক অভিজাত পরিবারে গৃহপরিচারিকার কাজ করেন মালতী সরদার। তাঁর মন্তব্য, 'আজ কাজে যাইনি। ঠান্ডায় হাত-পা জমে গিয়েছে। বাসন ধুলে কিংবা কাপড় কাঁচলে শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। কালকে গেলে হয়তো বৌদি রাগারাগি করবেন। কিন্তু কী করব বলুন? আমরাও তো মানুষ।'

এদিকে, কনকনে ঠান্ডা ও মেঘলা আকাশের জেরে সোমবার কার্যত জনশূন্য হয়ে পড়ে বালুরঘাট শহর। সকাল থেকে হালকা শিশিরে শীতের পোশাক ভিজে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কেউ কেউ উপভোগ করেছেন। কেউ কেউ কষ্ট পেয়েছেন। দোসর ছিল কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। বেলা গড়াতেই প্রতিদিন আড্ডায় মুখর হয়ে ওঠে থানা মোড়ের চায়ের ঠেক। সেখানে এদিন ছিল অন্য ছবি। হাতেগোনা কয়েকজন দ্রুত চা খেয়ে সরে পড়েন। একই অবস্থা বাসস্ট্যান্ড, নারায়ণপুর, হিলি মোড় সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বেরোতে চাইছেন না সাধারণ মানুষ।

এরপর দশের পাতায়

জবুথবু

- প্রবল ঠান্ডায় রাস্তাঘাটে লোকজনের দেখা নেই
- দৈনিক উপার্জনের ওপর ভরসা করেন যাঁরা, তাঁদের অবস্থা শোচনীয়
- টোটোচালকরা যাত্রী পাচ্ছেন না, কারণ রাস্তায় লোক কম
- চা বিক্রেতারা খদ্দের পাচ্ছেন না, কারণ প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হচ্ছেন না
- অনেকেরই জরুরি কেনাকাটায় ভরসা এখন অনলাইন শপিং

কথায় কথায়

নতুন বছরে সংবিধান বাঁচবে- এই আশায় থাকি

আশিস ঘোষ

ফুরিয়ে এল বছরটা। মাঝে একটা দিন। তারপর নতুন বছর। পিছন ফিরে দেখতে গেলে শুধুই অন্ধকার। হতাশা আর আক্ষেপের ৩৬৫ দিন। বেলা শেষে ভেসে উঠছে কত মুখ। পীড়িতের আর শাসকের। তাঁদের সবার কথা আমরা জানি না। কতজনের কথা জেনেও বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছি। এই নিদারুণ বিস্মৃতির ভিড়ে কখন যেন হারিয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের এক মহামান্যের 'কীর্তি কাহিনী।' নেহাত দেশজুড়ে হইহট্টগোল হয়েছিল বলে গারদে আটকে ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে আটকে রাখে সাধ্য কার! বিপুল বাজনা-বাদ্যির মধ্যে সমর্থকদের কাঁধে চেপে মালা গলায় বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

তাতে আরও একবার ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল উন্নাওয়ের সেই দুর্ভাগা কিশোরী, যাকে ধর্ষণের দায়ে জেলে ঢুকতে হয়েছিল বীরপুঙ্গব কুলদীপ সিং সেঙ্গরকে। জেল থেকে সেঙ্গর বেরোনোয় দিল্লির প্রবল ঠান্ডায় মাকে সঙ্গে নিয়ে সে বসে পড়েছিল ইন্ডিয়া গেটের সামনে। তার কথায়, কানুনের হাত লম্বা। সেঙ্গরের হাত আরও ফুটকয়েক বেশি। ভয়, প্রবল ভয়ে কাঁপছে কিশোরীর পরিবার।

তার মধ্যে দিল্লির পুলিশ আর সিআরপি তাদের লাঠি পিটিয়ে বের করে দিয়েছে। তারা মোদিজির সঙ্গে দেখা করে তাদের ভয়ের কথা বলতে চেয়েছিল, নিরাপত্তা চাইতে গিয়েছিল। উলটে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন শাসক জোটের নেতা উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওপি রাজভড়। 'ওদের বাড়ি তো উন্নাওয়ে'- তাঁর এই রসিকতায় চামচা আর সাংবাদিকরা হেসে কুটোপাটি হয়েছেন। যেন এমন মজার কথা তাঁরা আর শোনেননি।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

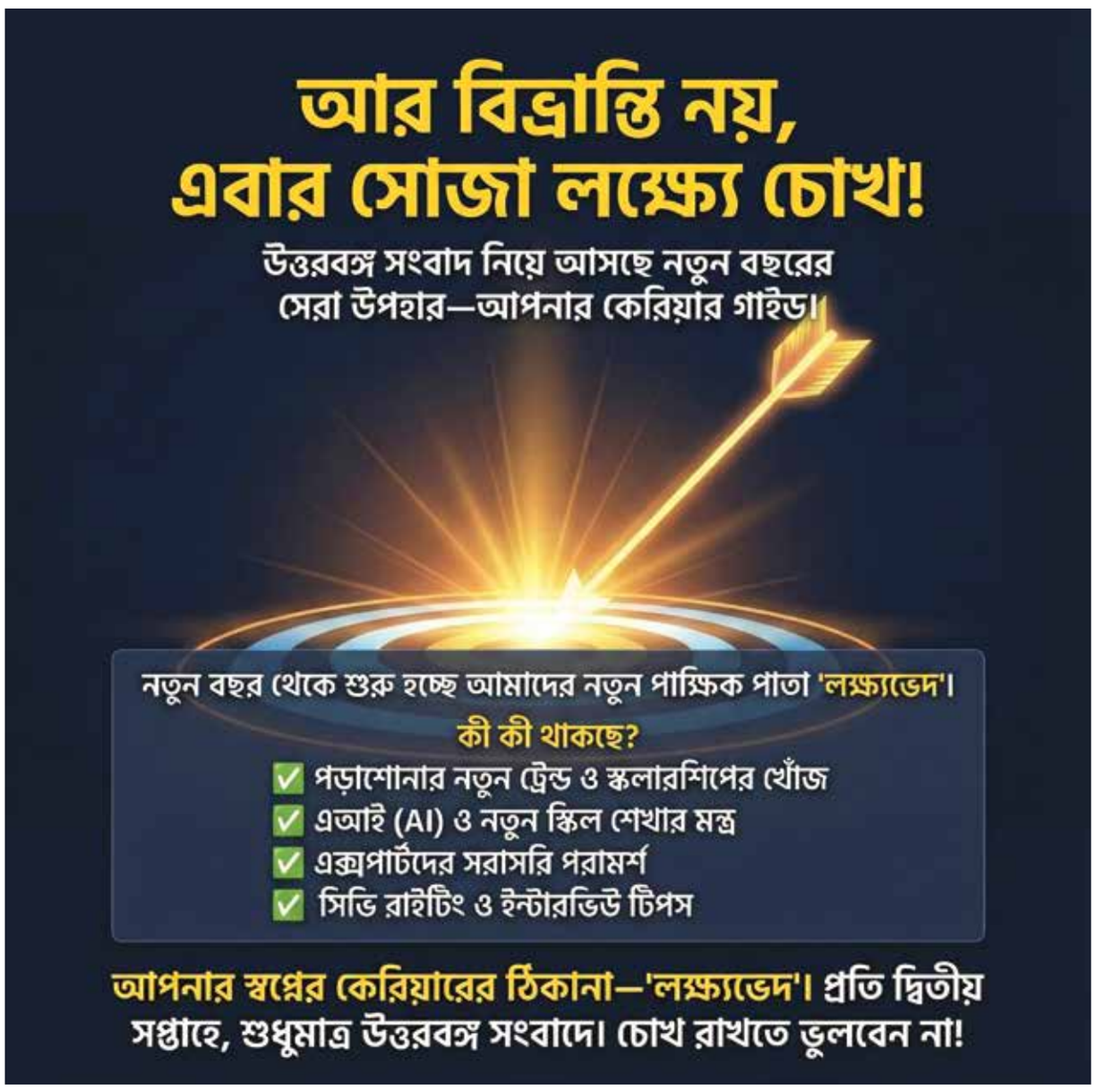

এসআইআর শুনানিতে দুর্ভোগ

ক্যাম্পে নেই ছাউনি, ফিডিং জোন

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৯ ডিসেম্বর : মালদা জেলা স্কুলের মাঠে সোমবার থেকে শুরু হল এসআইআর-এর শুনানি। বেলা ১২টা নাগাদ স্কুলের একটা ঘরের সামনে বেশ লম্বা লাইন। মাথার উপর কোনও ছাউনি নেই। আকাশ মেঘলা, সঙ্গে হিমশীতল হাওয়া। কখনো-কখনো ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো নেমে আসছে কুয়াশা। এই হাড়হিম করা পরিবেশের মধ্যে মাস চারেকের সন্তান কোলে এসআইআর-এর শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সোমা রুদ্র। হঠাৎই কোলের সন্তান কেঁদে ওঠে খিদেয়। অগত্যা মায়ের দ্বারস্থ হলেন সোমা। মায়ের উদ্দেশে বললেন, 'মা একটু লাইনে দাঁড়াও তো। আমি ছেলেটাকে খাইয়ে নিই।' বৃদ্ধা মা সোমার হয়ে লাইনে এসে দাঁড়ালেন। আর সোমা সন্তান কোলে বসে পড়লেন লাইনের ঠিক পাশেই একটা সিঁড়িতে, স্তন্যপান করাতে। কোথাও নেই আড়াল-আবডাল। অগত্যা লজ্জা নিবারণে পরনের চাদরে সন্তানকে মুড়ে স্তন্যপান করাতে শুরু করলেন। সোমার ক্ষুব্ধ উক্তি, 'একটা সরকারি ক্যাম্পে ফিডিং জোন নেই ভাবতেই লজ্জিত হচ্ছি।'

শুধু সোমা নন, একইভাবে সন্তানকে স্তন্যপান করাতে গিয়ে বিব্রত হয়েছেন মালদা শহরের সুকান্তপল্লির বাসিন্দা শুক্লা দাস, রমা চৌধুরীর মতো মায়েরাও। কোলের সন্তানকে বাড়িতে যে কারও কাছে রেখে আসবেন, সে উপায় নেই। আর সকলেরই আশঙ্কা এই তীব্র শীতে এবং কুয়াশার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে নিজেদের তো বটেই সন্তানদেরও জ্বর এসে যেতে পারে।

সরকারি ক্যাম্পের এই অব্যবস্থা নিয়ে আবার শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপির চাপানউতোর। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার ক্যাম্পগুলো করার জন্য রাজ্যকে বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়েছে। অথচ সেই টাকা খরচ করছে না জেলা প্রশাসন। অভিযোগ করবই বা কাকে, কারণ জেলা শাসক তো ফোন ধরেন না। আসলে শাসকদল তৃণমূলের হয়ে প্রশাসন চেষ্টা করছে এসআইআর নিয়ে একটা অচল অবস্থা তৈরি করার, মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করে দেওয়ার।' আর তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু আবার পালটা বিজেপির দিকেই তোপ দেগেছেন। বলছেন, 'এই ঘটনা থেকেই সাফ প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, কেন্দ্র সরকারের এই এসআইআর আসলে সাধারণ মানুষকে কতখানি ভোগান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

এরপর দশের পাতায়

নাতনি কোলে এসআইআর শুনানিতে ঠাকুমা। ছবি : অরিন্দম বাগ

জোরকদমে চলছে রোহিণীর রাস্তা সারাইয়ের কাজ। শনিবার। ছবি : সূত্রধর

অবশেষে খুলছে রোহিণীর রাস্তা

রণজিৎ ঘোষ

রোহিণী, ২৯ ডিসেম্বর : প্রায় তিন মাস পর রোহিণীর রাস্তা ফের খুলছে। ১ জানুয়ারি থেকে ওই পথে ছোট গাড়ি চলাচল শুরু করানোর কথা জানিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। এই খবরে রোহিণীর রাস্তায় থাকা হোটেল, রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া দেখা গিয়েছে। পরিবহণ চালক সংগঠনও জানিয়েছে, ফের রোহিণীর রাস্তা দিয়ে কার্সিয়াং যাওয়া সম্ভব হলে খরচ অনেকটা কমবে। জিটিএ'র পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সোনম লেপচার কথায়, 'ইংরেজি বছরের প্রথম দিন থেকেই রোহিণীর রাস্তা ছোট গাড়ির জন্য খুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেই জন্য দিনরাত কাজ চলছে। তবে, সমস্ত গাড়ির জন্য রাস্তা পুরোপুরি খুলে দিতে আরও ৭-১০ দিন সময় প্রয়োজন হবে।'

গত ৪ অক্টোবর রাতে পাহাড়ে ভারী বর্ষণের জেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ওই রাতের বৃষ্টিতেই শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের সংযোগকারী রোহিণীর অত্যন্ত ব্যস্ত পিচের রাস্তার প্রায় ৫০ মিটার ধসে যায়। ফলে ওইদিন থেকে রোহিণীর রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। জিটিএ রাস্তা মেরামতির কাজ হাতে নিলেও অন্তত দু'তিন মাস সময় প্রয়োজন হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল।

সেই সময় থেকেই শিলিগুড়ির সঙ্গে কার্সিয়াং, দার্জিলিংয়ের সড়ক যোগাযোগ ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোড হয়ে করতে হচ্ছে। ফলে যান চলাচলে সময় যেমন বেশি লাগছে, পাশাপাশি খরচও অনেকটা বেড়েছে। তরাই চালক সংগঠনের সম্পাদক মেহেবুব খানের কথায়, 'রোহিণীর রাস্তা বন্ধ থাকায় শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিং যাতায়াতে অন্তত ৮-৯ কিলোমিটার বেশি ঘুরতে হচ্ছে। ফলে আমাদের খরচ বেড়েছে।'

জিটিএ জানিয়েছে, অনেক নীচ থেকে বোল্ডার এবং লোহার জালি দিয়ে বাঁধ তৈরি করে ধাপে ধাপে রাস্তা তৈরি করতে হচ্ছে। যার জন্য প্রচুর সময় লাগছে। সোমবার এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, নতুন রাস্তা তৈরির জন্য লোহার জালি এবং বোল্ডার দিয়ে বাঁধ তৈরির কাজ প্রায় শেষের পথে। ১ জানুয়ারি থেকে যাতে মোটরবাইক, স্কুটার সহ চারচাকার ছোট গাড়ি চলাচল করানো যায়, সেই প্রস্তুতিতে বহু সংখ্যক কর্মীকে কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এদিকে, রাস্তা খোলার খবরে রোহিণীর হোটেল ব্যবসায়ী রাজু গুপ্তা বললেন, 'তিন মাস ধরে হোটেলের ঝাঁপ পুরো বন্ধ। হোটেলের ছ'জন কর্মীই বাড়ি চলে গিয়েছেন। আমাদেরও সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা যত দ্রুত খুলবে, ততই মঙ্গল।' রোহিণীর বাসিন্দা সুবোধ ছেত্রী বাড়ির পিছনে রাই শাক, ভুট্টা, বিভিন্ন প্রজাতির ডালশস্য উৎপাদন করে বাড়ির সামনে টেবিল পেতে বিক্রি করেন। তাঁর ব্যবসাও বন্ধ। তিনি বললেন, 'শুনেছি কয়েকদিনের মধ্যে রাস্তা খুলবে। আবার হয়তো শাক, সবজি বিক্রি করে দুটো রোজগার করতে পারব।'

যেভাবে সূত্রপাত

- ৪ অক্টোবর রাতে পাহাড়ে ভারী বর্ষণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল
- ওই বৃষ্টিতে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের সংযোগকারী রোহিণীর প্রায় ৫০ মিটার রাস্তা ধসে যায়
- তারপর থেকে রোহিণীর রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ
- বোল্ডার এবং লোহার জালি দিয়ে বাঁধ তৈরি করে রাস্তা নির্মাণ হচ্ছে

২০২৬ সালের প্রথম দিন থেকে রোহিণীর রাস্তা ছোট গাড়ির জন্য খুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দিনরাত কাজ চলছে। তবে সমস্ত গাড়ির জন্য রাস্তা পুরোপুরি খুলে দিতে আরও ৭-১০ দিন সময় প্রয়োজন।

সোনম লেপচা ভারপ্রাপ্ত এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, পূর্ত দপ্তর, জিটিএ

২ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন জেলায় হলুদ সতর্কতা

কুয়াশাতেও 'নাউ কাস্ট'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : সকাল ৬টার আবহাওয়া দপ্তরের মেসেজ জানিয়ে দিল, আগামী তিন ঘণ্টায় ঘন কুয়াশায় মোড়া থাকবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা। পরবর্তীতে কুয়াশাও কাটেনি, এমন 'নাউ কাস্ট' মেসেজও মিলেছে বেশ কয়েকবার। সাধারণত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত বা ভারী বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা থাকলে এমন নাউ কাস্ট দিয়ে থাকে মৌসম ভবন। কুয়াশার ক্ষেত্রেও নাউ কাস্ট? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে এবছরই প্রথম কুয়াশাতেও নাউ কাস্ট পদ্ধতি আবহাওয়া দপ্তরের। অতি সহজে কুয়াশার চাদর সরে যাওয়ার কোনও লক্ষণ না থাকাতেই এমন ব্যবস্থা। যাতে স্পষ্ট, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কুয়াশার চাদর সরছে না উত্তরবঙ্গের ওপর থেকে। বরং সূর্যের তেজের অনুপস্থিতিতে দিন-দিন দিনের তাপমাত্রা আরও হ্রাস পাবে। জাঁকিয়ে ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা থেকে এখনই মুক্তি ঘটবে না গঙ্গাপাড়ের মালদা থেকে সংকোশ তীরের কোচবিহার পর্যন্ত।

শীতের উত্তরে কুয়াশার আস্তরণ নতুন নয়। কিন্তু দিনের পর দিন এমনভাবে কুয়াশায় মোড়া উত্তরবঙ্গ, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে দেখা যায়নি। দিন যত যাচ্ছে, ততই আবহাওয়া দপ্তরের 'ফোরকাস্ট'-এ কুয়াশা থাকার দিনের সংখ্যা বাড়ছে। কুয়াশার প্রভাবে ২৫ ডিসেম্বরের পর বড়দিন আর পাওয়া যাচ্ছে না। বরং দিনেই দিন শেষের আবহ তৈরি হচ্ছে। নাহলে বিকেল ৪টায় কেন হেডলাইট জ্বালিয়ে উত্তরের জেলা সদরগুলিতে চলতে হবে গাড়িগুলিকে! পরিচলন পদ্ধতিতে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা কুয়াশার একটা বড় আস্তরণ (উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত) থেকে গিয়েছে গত কয়েকদিন ধরেই। আপাতত যে সরছে না, সেই পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত দার্জিলিং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী কুয়াশা থাকার সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরের বাকি জেলাগুলিতেও কুয়াশা যে থাকবে, তা জানিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি চালকদের সতর্ক থাকার বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সর্বত্রই। অর্থাৎ, আগামীদিনেও

কুয়াশা থেকে এখনই স্বস্তি মিলবে না। অন্তত আরও তিনদিন কুয়াশার প্রভাব থাকবে। ফলে দিনের তাপমাত্রাও হ্রাস পেয়ে ঠান্ডার প্রকোপ বাড়বে।

গোপীনাথ রাহা কেন্দ্রীয় অধিকর্তা, সিকিম আবহাওয়া দপ্তর

মিলবে আবহাওয়া দপ্তরের নাউ কাস্ট। উল্লেখ্য, পরিচলন পদ্ধতির বাইরে এই অঞ্চলে ঝঞ্ঝার প্রভাবে এবং পাহাড়ে বৃষ্টি হলে সংলগ্ন এলাকায় কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

কুয়াশার আস্তরণ এবং সূর্যের অনুপস্থিতির জেরে হুহু করে তাপমাত্রার পতন ঘটছে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র। তুষারপাতের পূর্বাভাস দিয়ে সোমবার দার্জিলিং পাহাড়ের রাতের তাপমাত্রা নেমেছে তিন ডিগ্রির ঘরে। ডিসেম্বরের নিরিখে এদিন দিনের তাপমাত্রায় রেকর্ড গড়েছে জলপাইগুড়ি। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সেখানে এদিন তা হ্রাস পেয়ে ১৬.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দাঁড়িয়ে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় এদিন মালদা (১৪.৭) পিছনে ফেলে দিয়েছে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটককে (১৫.১)। কোচবিহার (১৬.৭), আলিপুরদুয়ার (১৮.০), শিলিগুড়ি (১৮.৮) সহ অন্যত্রও পারদ পতন ঘটেছে। আরও ঘটবে, পূর্বাভাস দিচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। তিনি বলছেন, 'কুয়াশার থেকে এখনই স্বস্তি মিলবে না। অন্তত আরও তিনদিন কুয়াশার প্রভাব থাকবে। ফলে দিনের তাপমাত্রাও হ্রাস পেয়ে ঠান্ডার প্রকোপ বাড়বে।'

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই অধ্যাপকের দ্বন্দ্ব

জাত তুলে অপমান, সহকর্মীর বিরুদ্ধে থানায়

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৯ ডিসেম্বর : দুই গোষ্ঠীর অধ্যাপকদের লড়াইয়ে প্রায় প্রতিদিনই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শিরোনামে উঠে আসছে। সোমবার পুরোনো একটি ঘটনা থেকে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল। এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে জাত তুলে অপমান করার অভিযোগ তুলে পুলিশে নালিশ জানালেন অপর এক অধ্যাপক তথা পরীক্ষা নিয়ামক। অভিযুক্ত অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তবে শুধু তাঁর বিরুদ্ধেই নয়, এফআইআর করা হয়েছে তাঁর ছেলে অম্লান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও। পরীক্ষা নিয়ামক বিশ্বরূপ সরকার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বরূপ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনেই আমি ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' এদিকে যাঁর নামে অভিযোগ সেই অচিন্ত্যকুমারের কথায়, 'বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে এখনও কোনও কাগজ হাতে পাইনি।' চলতি বছরের জুলাই মাসে ঘটনার সূত্রপাত। সেই সময় অচিন্ত্যকুমারের ছেলে অম্লান ২০২৩-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তরে বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ২০২৫-এ তিনি চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা দেন। কিন্তু কোনও কারণে তাঁর মার্কশিট আটকে রাখা হয়। গত ৮ জুলাই অচিন্ত্যকুমার বিশ্বরূপের দপ্তরে গিয়ে ছেলের রেজাল্ট সম্পর্কে জানতে চান। তা নিয়ে দুই অধ্যাপকের মধ্যে বচসা হয়। অভিযোগ, সেই সময় অচিন্ত্য বিশ্বরূপকে নানাভাবে অপমান করার পাশাপাশি তাঁর জাত তুলেও মন্তব্য করেন। সেই সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদেও খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

কী অভিযোগ

- অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে অম্লান স্নাতকোত্তরে বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন
- ২০২৫ সালে অম্লান চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা দিলেও তাঁর মার্কশিট আটকে রাখা হয়
- অচিন্ত্যকুমার বিশ্বরূপ সরকারের দপ্তরে গিয়ে ছেলের রেজাল্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে দুই অধ্যাপকের মধ্যে বচসা হয়
- অভিযোগ, সেই সময় অচিন্ত্য বিশ্বরূপকে তাঁর জাত তুলে মন্তব্য করেন

যদিও পরে অম্লান মার্কশিট হাতে পান। তখন তিনি ইংরেজবাজার থানায় বিশ্বরূপ এবং বাংলা বিভাগের আরেক অধ্যাপক সাধনকুমার সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেও পরে প্রত্যাহার করে নেন। এরপর বিশ্বরূপ উপাচার্যের কাছে ও জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন মালদার পুলিশ সুপার ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এবিষয়ে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। পুলিশ সুপার সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি চান। অনুমতি মিলতেই গত ২৭ ডিসেম্বর ইংরেজবাজার থানায় অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার এবং তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিশ্বরূপ।

এনিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে ওয়েবকুপার সদস্য তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনাতন দাসের মন্তব্য, 'আমি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করছি, পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে আসা হোক।' অন্যদিকে, অধ্যাপকদের রেষারেষি প্রসঙ্গে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্রের মতে, একটি পুরোনো বিষয়কে তুলে এনে নতুন করে এফআইআর করার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করা। এতে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হবে না।

জোড়া ট্রেন বাতিল, যাত্রী ভোগান্তি

হলদিবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : আচমকা বাতিল একজোড়া ট্রেন। ফলে বৎসরান্তে ভোগান্তির শিকার রেলযাত্রীরা। আমবাড়ি-এনজেপি রেললাইন সংস্কারের জন্য দুপুর ২টা ৩০ মিনিটের ৫৫৭৫১ নম্বর এনজেপি-হলদিবাড়ি এবং বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের ৫৫৭৫২ নম্বর হলদিবাড়ি-এনজেপি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে বলে সোমবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়। হঠাৎ করে ট্রেন দুটি বাতিল হওয়ায় স্টেশনে এসে ফিরে যান অনেকে। হলদিবাড়ির স্টেশনমাস্টার সত্যজিৎ তিওয়ারি জানিয়েছেন, আমবাড়ি-এনজেপি রেললাইনের মাঝে সংস্কারকাজের জন্য ওই রুটটি ব্লক ছিল। তবে মঙ্গলবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে।

নিত্যযাত্রীদের দাবি, বিকেলের ট্রেনটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হলদিবাড়ি সহ সংলগ্ন মেখলিগঞ্জ শহরের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা কাজ শেষে ওই ট্রেনে বাড়ি ফেরেন। এদিন স্টেশনে এসে ট্রেন বাতিলের কথা জানতে পেরে তাঁদের বাধ্য হয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে ছুটতে হয়। আবার অনেকের এনজেপি স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেন ধরার কথা ছিল। তাঁদেরও বিকল্প যানবাহনের ব্যবস্থা করে এনজেপি পৌঁছাতে হয়েছে।

ট্রেন বাতিল শুনে হতাশ অফিস ফেরত আনোয়ার হোসেন হলদিবাড়ি স্টেশনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'রোজ অফিস শেষে ৫:১৫-এর ট্রেনে শিলিগুড়ি ফিরি। মান্থলি কার্ড করা রয়েছে। আজ সড়কপথে বাড়ি ফিরতে অনেক সময় লাগবে।' পেশায় শিক্ষক কমল রায়ের অভিযোগ, 'ট্রেন বাতিলের কথা আগে থেকে জানলে সহকর্মীর বাইকে বাড়ি ফিরতে পারতাম। এখন বাস ধরতে হবে। খরচও বেশি হবে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি Ankhi Bidhan Haldar w/o Bidhan Binoy Haldar, স্থায়ী বাসস্থান Pimpri Pada, Durga Chwal, Malad East, Mumbai Suburban, Maharashtra, Pin : 400097 বর্তমান বাসস্থান Vill. Manuli, P.O. & P.S. Bamangola, Dist. Malda, Pin : 732138 (W.B) আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No. B/2025/2071266 Old Reg No - 7328, Dt-11/11/2002 আমার নাম, আমার স্বামীর নাম ও আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 26/12/2025-এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Ankhi Haldar থেকে Ankhi Bidhan Haldar স্বামীর নাম Bidhan Haldar থেকে Bidhan Binoy Haldar ও মেয়ের নাম Priya Haldar থেকে Priya Bidhan Haldar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119877)

•

আমি Masida Bibi (আমার কন্যা Shima Khatun-এর পাসপোর্ট নং- U413255-তে উল্লেখিত), ঠিকানা- গ্রাম : খয়রাতিপাড়া, পোঃ- মঙ্গলবাড়ি, থানা ও জেলা- মালদা-732142, (পঃবঃ), নোটারি পাবলিক, মালদার সম্মুখে অ্যাফিডেভিট (নং 17, এন্ট্রি নং 04/25) বলে Maseda Khatun নামে পরিচিত হলাম। Masida Bibi (ভুল নাম) ও Maseda Khatun (সঠিক নাম) উভয়ই একই ব্যক্তি। (C/119875)

সংশোধন

আমি Pan Mohammad পিতা Late Sarifaddin Ahammed গ্রাম পোস্ট শিবকৃষ্ণপুর, থানা, কুশমণ্ডি। ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে আমার নাম আসেনি। ১৯৯৫-এর ভোটার লিস্টে (Part No 116, SL No 465) ভুল করে আমার নাম মোহাম্মদ পানাউল্লা ও বাবার নাম শরিফদ্দীন ছাপা হয়েছে। ২৬/১২/২৫ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) গঙ্গারামপুর দ্বারা Pan Mohammad পিতা Sarifaddin Ahammed ও মোহাম্মদ পানাউল্লা পিতা শরিফদ্দীন একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/119878)

অ্যাফিডেভিট

Vide an affidavit E.M. Court, Siliguri date 17.07.2025 change my daughter's name from Shreenika Saha to Saanvi Saha in birth certificate No. B/2024/1304293.

•

আমার পোস্ট অফিসের পাসবুকে নাম ভুল থাকায় গত 24.12.25 তারিখে J.M- 1st CLASS COURT-এ AFFIDAVIT No. 7158 বলে বিমল চন্দ্র পাল এবং বিমল পাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। বিমল পাল পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি। (C/119264)

•

আমার পুত্র Arman Miya জন্ম শংসাপত্র Regd. No WB-Br 2015/20111/1/11397 আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 08.12. 25, J.M. 3rd Court (s) Cooch Behar অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার স্বামী Majbul Miya এবং Majibul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Amina Bibi, নামা কলোনি, খড়িমালা খাগড়াবাড়ি বাবুরহাট, লঙ্কাবার, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118972)

•

আমি Ankhi Bidhan Haldar w/o Bidhan Binoy Haldar স্থায়ী বাসস্থান Pimpri Pada, Durga, Chwal, Malad East, Mumbai Suburban. Maharashtra, Pin : 400097 বর্তমান বাসস্থান Vill Manuli, P.O. & P.S. Bamangola, Dist. Malda, Pin : 732138 (W.B) আমার মেয়ের জন্ম, শংসাপত্রে যার Reg No.- B/2025/2055358, Old Reg No.- 7327, Dt.-11/11/2002। আমার নাম, আমার স্বামীর নাম ও আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 26/12/2025 এ E.M. মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Ankhi Haldar থেকে Ankhi Bidhan Haldar, স্বামীর নাম Bidhan Haldar থেকে Bidhan Binoy Haldar ও মেয়ের নাম Riya Haldar থেকে Riya Bidhan Haldar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119877)

Abridge Copy of e-Tender for Notice & Corrigendum-III being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division **vide e-NIT No- 14/APD/WBSRDA/RR/2025-26, Dated- 29-12-2025 & 12/APD/WBSRDA/RR/2025-26, Dated- 25-10-2025 respectively** Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV.

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএন/২০২৫/ডিইসি/০৯, তারিখ : ১৯-১২-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী-১

টেন্ডার নং.: সিই/সিওএন/কে কে/এমআইএস/২০২৫/০৮ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/২০২৫/ডিইসি/০৯ -এর জন্য সংশোধনী - ১ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/কেআইআর ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩১৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা ডিভিসনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

মালদা ডিভিসনে নিউ ফরাক্কা-আজিমগঞ্জ শাখায় **০৩.০১.২০২৬ তারিখে (শনিবার)**, সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ করে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ১/সি অপসারণ করতে পোড়াডাঙ্গা হল্ট ও আজিমগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে আপ ও ডাউন লাইনে ৭ ঘণ্টার (সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে এবং সাঁকোপাড়া-তে ইন্টারমিডিয়েট ব্লক হাট কাজ সহ বল্লালপুর ও ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনে ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো ৩০ মিনিট পর্যন্ত) নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। এর ফলে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে: • **বাতিল:** **(১) ৫৩০২৯** আজিমগঞ্জ-ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার ও **৫৩০২৭** আজিমগঞ্জ-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (উভয় ট্রেনের যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০১.২০২৬) **(২) ৫৩০৩০** ভাগলপুর-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ও **৫৩০২৮** মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (উভয় ট্রেনের যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০১.২০২৬) **(৩) ৫৩৪৩৩/৫৩৪৩৪** আজিমগঞ্জ-বারহারওয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০১.২০২৬) • **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু:** **১৩১৭৭/১৩১৭৮** শিয়ালদহ-জঙ্গীপুর রোড-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে/আজিমগঞ্জ থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। • **পুনর্নির্ধারণ: (১) ১৩১২৬** সাইরাং-কলকাতা এক্সপ্রেস সাইরাং থেকে ৪ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **(২) ৫৩০৫৩** কাটোয়া-নিমতিতা প্যাসেঞ্জার কাটোয়া থেকে ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কুমারী মা, দুপুর ১.০০ জোর, বিকেল ৪.০০ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.১৫ গুরু, রাত ১০.৪৫ মন যে করে উড়ু উড়ু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ রিফিউজি, দুপুর ১২.১৫ বিধিলিপি, বিকেল ৩.১৫ শত্রুর মোকাবিলা, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.০০ শিবা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ খারিজ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন হলো পর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.১০ দ্য ফ্যামিলি স্টার, দুপুর ১.০৯ দে দনা দন, বিকেল ৪.৫৭ দ্য ওয়ারিয়র, সন্ধে ৭.৫০ মার্গন, রাত ১০.২৫ সূরয়াস স্যাটারডে

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.০৫ পেয়ার তো হোনা হি থা, বিকেল ৪.০২ রাম সেতু, সন্ধে ৭.০৬ গজানা, রাত ৯.০০ দিলওয়ালে

জি সিনেমা : বেলা ১১.১৫ সিটি মার, দুপুর ১.৪৮ ধমাল, বিকেল ৪.২৪ কৃশ, সন্ধে ৭.৫৯ জাট, রাত ১১.০২ কমান্ডো-থ্রি

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৯ মায়োঁ, দুপুর ১.৩২ দ্য ডন, বিকেল ৪.৩২ দবং-থ্রি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ মেহেন্দি, বিকেল ৩.৫০ সৈনিক, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.০০ ঢোল

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০২ অপরিচিত-দ্য স্ট্রেঞ্জার, ২.৪৪ বাদল, বিকেল ৪.৫৭ হিরো নাম্বার ওয়ান

গজানা সন্ধে ৭.০৬ স্টার গোল্ড টু

খারিজ দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

আইল্যান্ডস : নেচার'স ওয়াইল্ড ল্যাবরেটরিজ রাত ৯.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন বাড়ি গাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বৃষ : আলস্যের কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হবে। বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ। কর্কট : স্ত্রীর বুদ্ধিতে বড়সড়ো কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সিংহ : বন্ধুমহলে কথাবার্তা খুব মেপে বলুন। উচ্চশিক্ষায় বড় ধরনের সাফল্য মিলবে। ধর্মচর্চায় মানসিক চাপ কমবে। কন্যা : বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখবেন না। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে জটিলতা বাড়বে। তুলা : কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহায়তায় বড় উন্নতি। ব্যবসায় জটিল সমস্যা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে কথা বলুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বদলির খবর পেতে পারেন। ধনু : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ বাড়বে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা এখন না করাই ভালো। মকর : প্রিয়জনের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। সংগীতশিল্পীরা ভালো সুযোগ পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : রাগ সংবরণ করতে না পারলে পারিবারিক অশান্তি আরও বাড়বে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন করে সমস্যা তৈরি হবে। মীন : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ভুল বোঝাবুঝিতে প্রিয়জনদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ৯ পৌষ, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫, ১৪ পুহ, সংবৎ ১১ পৌষ সুদি, ৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৮। মঙ্গলবার, একাদশী রাত্রি ১।২০। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১।৭ সিদ্ধযোগ রাত্রি ১০।৪৬। বণিজকরণ দিবা ২।২৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১।২০ গতে ববকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।৭ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।৭ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১।২০ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে রাত্রি ১।২০ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।৪২ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ২।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৮ গতে ৮।১৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১।৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ১।২০ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ১।৭ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গাজোল বিডিও অফিসের সামনে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ। সোমবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

রাস্তা বেহাল, বিক্ষোভ দুই ব্লকে

গৌতম দাস ও রাজু হালদার

গাজোল ও গঙ্গারামপুর, ২৯ ডিসেম্বর : শুধু একটা রাস্তা নয়, গাজোল ব্লকের বৈরগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক রাস্তার অবস্থা বেহাল। অনেকবার স্থানীয় প্রশাসনকে এ বিষয়ে জানানো হয়েছিল, কিন্তু লাভ হয়নি। অনেকটা একই অবস্থা গঙ্গারামপুর ব্লকের আরাজি লালচন্দ্রপুর গ্রামেরও। সোমবার তাই দুই ব্লকের বাসিন্দারা দুই বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন। দুই বিডিও-ই অবশ্য ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

সোমবার গাজোলের বিডিও অফিসে ছিল এসআইআর-এর শুনানি। সেইসময় হঠাৎ দেখা যায় কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছেন। শুধু রাস্তা নয়, এলাকার অন্যান্য সমস্যা নিয়েও বিক্ষোভ দেখান বৈরগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিনগর, কয়লাবাদ, রাইখাদিঘি ইত্যাদি এলাকার বাসিন্দারা। স্লোগান শুনে বাইরে এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন গাজোলের বিডিও বিপ্লবকুমার বিশ্বাস। আশ্বাস দেন, রবিবার এলাকার হালহকিকত দেখতে গ্রামে যাবেন তিনি। এরপরই বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে নেন গ্রামবাসী।

স্থানীয় মহম্মদ আজমল আলি জানান, আলিনগর হাইস্কুল থেকে দ্বিজেন রবিদাসের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১০০ মিটার রাস্তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। ২০২৩ সালে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা তৈরি হবে বলে শোনা যায়। কাজের জন্য বরাদ্দও নাকি হয়েছিল প্রায় সাড়ে চব্বিশ লক্ষ টাকা। কিন্তু শুধুমাত্র বোর্ড লাগানো হয়েছিল, কাজ শুরু হয়নি এতবছরেও। আজমল আরও বললেন, 'আমাদের এলাকায় যে সমস্ত স্কুল রয়েছে, তার কোনওটিতে ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না। প্রাইমারি স্কুল কিংবা হাইস্কুল, কোথাও শিক্ষকরা নিয়মিত আসেন না।' একই কথা বললেন এলাকার সামনুর খাতুন, পারুল খাতুনরাও। তাঁরা জানান, রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে অ্যাম্বুল্যান্সও ঢোকে না। এলাকার শিশুদের ওই রাস্তা দিয়ে স্কুলে পাঠাতে ভয় পান অভিভাবকরা।

গঙ্গারামপুর বিডিও অফিসের সামনে ক্ষুব্ধ মানুষ। সোমবার।

ক্ষোভের কারণ

- গাজোলের বৈরগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক রাস্তার অবস্থা শোচনীয়
- গঙ্গারামপুরের বৈকুণ্ঠপুর থেকে আরাজি লালচন্দ্রপুর পর্যন্ত রাস্তাটির দশাও এক
- দুই এলাকার স্থানীয় প্রশাসনকে একাধিকবার সমস্যার কথা জানিয়েও লাভ হয়নি

অনেকটা একই ছবি চোখে পড়বে গঙ্গারামপুর ব্লকের আরাজি লালচন্দ্রপুর গ্রামেও। গঙ্গারামপুর ব্লকের ৮ নম্বর বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈকুণ্ঠপুর থেকে আরাজি লালচন্দ্রপুর পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা প্রায় দেড় দশক ধরে বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে। বর্ষায় কাদা, আর শুখা মরশুমে ধুলোয় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে রাস্তাটি। বছরের পর বছর ধরে একই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। গ্রামবাসীর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে যদি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হয়, তবে তাঁরা ভোট বয়কটের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন রায় জানান, বৈকুণ্ঠপুর থেকে আরাজি লালচন্দ্রপুর পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা বেহাল দশায় রয়েছে। বর্ষার সময় এই রাস্তায় একহাঁটু কাদা জমে থাকে। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি বারবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বিধায়ককে জানানোর পরেও গালভরা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনও সুরাহা হয়নি। আমাদের এই রাস্তার সংস্কার কেন করা হচ্ছে না, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এদিন বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছি।' গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।

বাংলা বলায় ফের হেনস্তা

ঘরে ফিরলেন দুই পরিযায়ী

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও জয়ন্ত সরকার

পতিরাম ও গঙ্গারামপুর, ২৯ ডিসেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে পরিবারের মুখ দেখলেন পতিরামের অসিত সরকার ও গঙ্গারামপুরের গৌতম বর্মন। বাংলা বলার 'অপরাধে' বাংলাদেশি সন্দেহে মহারাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের। সাত মাস জেলবন্দি ছিলেন। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে বিনা অপরাধে যে জেল পর্যন্ত খাটতে হবে, দুজনের কেউই তা কোনওদিন কল্পনাও করেননি। সোমবার সকালে যখন তৃণমূল নেতা অম্বরীশ সরকার তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দেন, তখন আবেগে ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার।

অসিতের স্ত্রী লিপি সরকার সারারাত ঘুমোতে পারেননি। পরিবারের অন্য সদস্যদেরও চোখে ঘুম ছিল না। সকালে দরজায় স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন লিপি। একে অপরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারপর ছুটে আসে সন্তানরা, বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তাদের চোখের জল যেন গত সাত মাসের অসহায়তার সাক্ষ্য। গোটা পরিবারই কীভাবে অম্বরীশকে ধন্যবাদ জানাবে বুঝতে পারছিল না। লিপি কাঁপা গলায় বললেন, 'আমরা ভেবে নিয়েছিলাম ওকে আর দেখতে পাব না। জেলেই হয়তো শেষ করে দেবে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল। কী করে যে ধন্যবাদ জানাব, বুঝতে পারছি না।'

বাড়ি ফেরার পর পরিবারের সঙ্গে গৌতম বর্মন।

একই ছবি গঙ্গারামপুরের পুলিন্দা এলাকায়। গৌতমের স্ত্রী কাঞ্চন বর্মনের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে দীর্ঘ লড়াইয়ের ক্লান্তি। গৌতম বিজেপির বুথ সভাপতি হলেও পাশে দাঁড়াননি দলের কেউ। বিজেপি নেতাদের দরজায় দরজায় গিয়ে স্বামীর মুক্তির জন্য কাকুতিমিনুতি করলেও শুধু আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। কাঞ্চন বলেন, 'ভেবেছিলাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বা বিজেপির কেউ পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। যা করার তৃণমূলই করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সামিরুল ইসলাম ও অম্বরীশ সরকারকে ধন্যবাদ।'

জানা গিয়েছে, এক মাস আগেই জেল থেকে মুক্তি পেলেও আইনি জটিলতায় মহারাষ্ট্রেই আটকে ছিলেন তাঁরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলামের বিশেষ উদ্যোগে সেই জট খুলে ঘরে ফেরা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

রবিবার রাতে কলকাতায় অভিষেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন দুই শ্রমিক। তিনি কর্মশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাজ্যেই কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। ঘরে ফিরে দুজনেরই একই মন্তব্য- এই ভয়ংকর সময়ে তৃণমূল ছাড়া তাঁদের পাশে আর কেউ ছিল না। তাঁরা আর বাইরে কাজে যেতে চান না।

তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অম্বরীশ বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সাংসদ সামিরুল ইসলাম ওঁদের মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করেন। আমি প্রথম থেকেই ওঁদের পরিবারের পাশে ছিলাম। এদিন দুজনকে কলকাতা থেকে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম।'

> ভেবেছিলাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বা বিজেপির কেউ পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। যা করার তৃণমূলই করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সামিরুল ইসলাম ও অম্বরীশ সরকারকে ধন্যবাদ।
>
> **কাঞ্চন বর্মন**
> *পরিযায়ী গৌতম বর্মনের স্ত্রী*

আক্রান্তের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন তৃণমূল নেতা কুরবান শেখ।

বাংলাদেশি সন্দেহে মার শ্রমিককে

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৯ ডিসেম্বর : ওডিশায় ফের আক্রান্ত হলেন এক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক। নির্যাতিত শুকুরুদ্দিন মোমিন (৫১) কালিয়াচক-১ ব্লকের আলিপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারুপুর গ্রামের বাসিন্দা। গত ১৯ নভেম্বর ওডিশায় কাজে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে নানা ধরনের জিনিস বাড়ি বাড়ি ফেরি করতেন। ২৩ ডিসেম্বর কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে মারধর করে বলে অভিযোগ। সোমবার আহত অবস্থায় বাড়ি ফেরেন তিনি।

শুকুরুদ্দিন জানিয়েছেন, ভুবনেশ্বরের একটি এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে। এরপর বাংলা ভাষায় কথা বলায় তাঁকে বাঁশ ও রড দিয়ে ব্যাপক মারধর করা হয়। তিনি নিজেকে ভারতীয় প্রমাণ করতে আধার কার্ড ও বাংলার শ্রমিক কার্ড দেখালেও, দুষ্কৃতীরা তাঁকে রেহাই দেয়নি। কাকুতিমিনতি করেও নিস্তার পাননি তিনি। যদিও পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে শুকুরুদ্দিনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু এরপর তাঁকে সেই থানায় আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এরপর ওই এলাকার অন্য পরিযায়ী শ্রমিকরা ফোন মারফত বিষয়টি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানান। খবর পেয়ে তাঁরা কালিয়াচক থানার দ্বারস্থ হন। এরপর কালিয়াচক থানার পুলিশ ভুবনেশ্বর থানায় যোগাযোগ করে। পুলিশের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা শুকুরুদ্দিনকে বাড়িতে ফেরাতে ভুবনেশ্বরের উদ্দেশে রওনা দেন। এদিন সকালে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পর বাড়িতে আনা হয়। তিনি বাড়ি আসতেই ভিড় জমান বাসিন্দারা।

বর্তমানে শুকুরুদ্দিন বাড়িতে শয্যাশায়ী রয়েছেন। শুকুরুদ্দিনের চার মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। শুকুরুদ্দিনের স্ত্রী নুর নেহার বিবি বলেন, 'আমরা দোষীদের শাস্তি চাই।'

সোমবার দুপুরে আক্রান্ত শুকুরুদ্দিন মোমিনের সঙ্গে দেখা করতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের খেতমজদুর ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য কুরবান শেখ।

বুনিয়াদপুর-রায়গঞ্জ রাজ্য সড়কে কৃষকদের অবরোধ। সোমবার। -সংবাদচিত্র

দুর্ঘটনায় মৃত ২

ইটাহার, ২৯ ডিসেম্বর : পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। আহত হয়েছেন একজন। প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে ইটাহারের বাগবাড়ি এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম সন্তোষ পাল (২৩)। সোমবার ভোরে জাতীয় সড়কের উপর সন্তোষকে ক্ষতবিক্ষত ও অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ট্রাফিক পুলিশ। তাঁকে উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের অনুমান, জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় মালদাগামী কোনও গাড়ি সন্তোষকে ধাক্কা মেরে পালিয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন বিকেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইক চালিয়ে ইটাহার আসছিলেন কাপাসিয়া অঞ্চলের কামারডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা কোবাদ আলি। সেই সময় চাকলা এলাকায় ইটাহার-চূড়ামণ সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে রাস্তায় ছিটকে পড়েন কোবাদ আলি ও তাঁর স্ত্রী জাহানারা বিবি (৪৫)। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জাহানারাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত কোবাদকে রেফার করা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। দুটি ক্ষেত্রেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধলতা বন্ধের দাবিতে অবরোধ বুনিয়াদপুরে

সরকারের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২৯ ডিসেম্বর : সরকারি সহায়কমূল্যে ধান কেনার ক্ষেত্রে ধলতা বন্ধের দাবিতে কিষান মান্ডিতে সারা ভারত কৃষকসভার অভিযান ঘিরে সরগরম বুনিয়াদপুর। খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের পারচেজ অফিসার ও মিল মালিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন আন্দোলনকারীরা। তাতে সুরাহা না হওয়ায় বিকেলে রায়গঞ্জগামী রাজ্য সড়ক অবরোধে শামিল হন তাঁরা। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা বন্ধ থাকায় দু'দিকে যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বংশীহারী থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁদের বুঝিয়ে ফের ধান ক্রয়কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে আলোচনায় বসা হয়।

এদিকে, অনড় থাকে মিল কর্তৃপক্ষ। পরে বংশীহারী থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি সমীর তামাং গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ সরকারি নির্দেশিকা মেনে ফের ধান কেনা শুরু হয়।

সরকারের তরফে ধলতা নেওয়া বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবু বুনিয়াদপুর কিষান মান্ডিতে কৃষকদের থেকে প্রতি কুইন্টাল ধানে পাঁচ কিলোগ্রাম ধলতা নেওয়া চলছিল বলে অভিযোগ। এই নিয়ে সারা ভারত কৃষকসভার সদস্যরা বংশীহারী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। অভিযোগ, ধলতা নিয়ে তিনি আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও বুনিয়াদপুরে ধলতা নেওয়া চলছিল। সোমবার সারা ভারত কৃষকসভার দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল ধান ক্রয়কেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি, ধান কেনায় কোনও অতিরিক্ত ধলতা নেওয়া চলবে না। কৃষকদের থেকে ন্যূনতম তিরিশ কুইন্টাল ধান ক্রয় করতে হবে। এছাড়া ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষকদের স্লট বুকিংয়ের সরলতা ও ধান ওজনে অতিরিক্ত লেবার চার্জ নেওয়া বন্ধ করতে হবে। তাদের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কৃষকসভার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সকিরুদ্দিন আহমেদ, ব্লক সভাপতি মন্টুচন্দ্র রায়, সম্পাদক আবদুল গফফর প্রমুখ।

সোমবার দুপুরে খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের পারচেজ অফিসার অনুপকুমার মহন্ত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি স্পষ্ট জানান, কৃষকদের কোনও ধলতা দিতে হবে না। ধানের নির্ধারিত গুণমান বা ফেয়ার এভারেজ কোয়ালিটি দেখে ধান কিনবে সরকার। জৈব মিশ্রণ, অজৈব মিশ্রণ, আর্দ্রতা, অপরিপক্বতা, নিম্নজাতের মিশ্রণ, নষ্ট, বিবর্ণ ও পোকাখাওয়া ধানের শতকরা সর্বোচ্চ নির্ধারিত সীমা দেখে ধান ক্রয় করা হবে। তার জন্য যন্ত্র রয়েছে অফিসে। এই নিয়ে বন্ধ থাকে এদিনের ধান ক্রয়। একসময় মিল কর্তৃপক্ষ এলাকা ছাড়ে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আন্দোলনকারীরা বাধ্য হয়ে সড়কে নেমে পথ অবরোধে শামিল হন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মিল কর্তৃপক্ষ গুণমান নির্ধারণ করে কৃষকদের থেকে ধান নেওয়া শুরু করে।

খগেনের সামনে বাঙালি নিপীড়নে তজমুলের নিন্দা

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৯ ডিসেম্বর : চাঁচলের অরাজনৈতিক মঞ্চ যেন মিলিয়ে দিল মালদার রাজনৈতিক নেতাদের। তবে তাঁদের বাঁধা গেল না একসুরে। একে অপরের দিকে কটাক্ষের বাণই ছুড়তে দেখা গেল বেশি। মঞ্চে উপস্থিত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর সামনেই ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে সরব হলেন রাজের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন। এর জেরে লোকসমকক্ষে কার্যত ঢোক গিলতে হল সাংসদকে। একই মঞ্চে কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধাপতি এটিএম রফিকুল হোসেনের উপস্থিতি অরাজনৈতিক মঞ্চকে যেন আরও বেশি 'রাজনৈতিক' করে তুলল।

এদিন চাঁচলের একটি লজে ওই সভায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর সামনে ভিনরাজ্যে বাংলাদেশি সন্দেহে বাঙালি হেনস্তার অভিযোগে সরব হন প্রতিমন্ত্রী তজমুল। তিনি বলেন, ভিনরাজ্যে যেসব পরিযায়ী শ্রমিক যাচ্ছেন, তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্তা করা হচ্ছে। পিটিয়ে মারা হচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে হেনস্তা ও অত্যাচার হচ্ছে বেশি।

প্রতিমন্ত্রীর মন্তব্যকে সমর্থন করে তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি তথা মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, কয়েকদিন আগে ওডিশায় মুর্শিদাবাদের সুতির পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারা হয়েছে। পুলিশের কাছে গিয়েও তাঁরা নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় দেশ চলে। বিজেপি সেটাও মানছে না। আমরা এসব হতে দেব না।

যদিও, গোটাটাই খণ্ডন করা ছাড়া আর গতি নেই বিজেপি সাংসদের কাছে। খগেন বলেন, বাঙালি বলে কাউকে হেনস্তা করা হয় না। এসব বলে তজমুল সাহেব জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। সাংসদ বলেন, অনুপ্রবেশ আটকাতে দেশজুড়ে অভিযান হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে এসআইআর-ও চলছে। এখানে অরাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসেছি। কাউকে টার্গেট করতে আসিনি।

রেইজিং ডে উদযাপন

বৈষ্ণবনগর, ২৯ ডিসেম্বর : প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে এনটিপিসি ফরাক্কার ৪৫তম রেইজিং ডে পালিত হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প প্রধান দেবব্রত কর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধির মূর্তিতে মাল্যদান ও এনটিপিসি পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এনটিপিসি গীত, সিআইএসএফ কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন, বেলুন ওড়ানো ও কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হয়। সভায় দেবব্রত কর জানান, ১৯৮১ সালে যাত্রা শুরু করা এনটিপিসি ফরাক্কা বর্তমানে ২১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে পরিণত হয়েছে। তিনি কর্মীদের অবদান, নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সিএসআর কার্যক্রমের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, সিআইএসএফ, কর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্ত্রীকে মারধরে গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : স্ত্রীকে মারধর করে বাড়িছাড়া করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ। ধৃত জাহিরুল শেখের বাড়ি ওল্ড মালদা থানার খাসপাড়ায়। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার বিকেলে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামন গ্রামের বাসিন্দা শরিফা খাতুনের সঙ্গে জাহিরুলের বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে শরিফার ওপর নির্যাতন করতেন স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। গত ২৭ ডিসেম্বর ওই বধূকে বেধড়ক মেরে বাড়িছাড়া করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি বাবার বাড়িতে এসে রবিবার রায়গঞ্জ মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ওইদিন রাতেই মালদা থেকে জাহিরুলকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় আনা হয়।

ভিন্ন রংয়ের চেয়ার, কাপড়ের আবদার

বিপাকে ডেকোরেটাররা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ২৯ ডিসেম্বর : বিধানসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে, ততই রাজনীতির রং ছড়িয়ে পড়ছে সভাসমিতির মঞ্চে। আর সেই রঙের রাজনীতিতেই কার্যত চরম সমস্যায় পড়েছেন ডেকোরেটাররা। এক সময় সভাসমিতির জন্য প্যান্ডেলের কাপড়, চেয়ার সবই ডেকোরেটারদের পছন্দ ও সুবিধা অনুযায়ী দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন বিভিন্ন রাজনৈতিকই দলই সভাসমিতির জন্য নিজেদের নির্দিষ্ট রঙের প্যান্ডেলের কাপড় ও চেয়ারের দাবি জানাচ্ছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন প্যান্ডেল তৈরি এবং সামগ্রী ভাড়া দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত ডেকোরেটাররা।

নীল-সাদা অনেকদিন ধরেই ট্রেডমার্ক রাজ্যের শাসকদলের। অন্তত মঞ্চ হতে হবে নীল-সাদা রংয়ের। বিজেপির সভাসমিতিতে আগে থেকেই মঞ্চে গেরুয়া রঙের কাপড়ের চাহিদা ছিল। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গেরুয়া রঙের চেয়ারের। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস চাইছে সবুজ রঙের চেয়ার। লাল রঙের মঞ্চে সন্তুষ্ট থাকা সিপিএম, আরএসপি সহ বাম দলগুলিও লাল চেয়ারের দাবি জানাচ্ছে। এই 'রং-মিলান্তি' ধাঁধায় আটকে ডেকোরেটাররা। রাজনৈতিক দলগুলির চাহিদা মোতাবেক কাপড় ও চেয়ারের জোগান দেওয়াই এখন তাঁদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছবি : এআই

ডেকোরেটারশিল্পী নিতাই মণ্ডল বলেন, 'আগে আমাদের কাছে বিভিন্ন রঙের কাপড় থাকলেও, যেমন চেয়ার থাকত, তা দিয়েই নিজেদের মতো করেই মঞ্চ সাজিয়ে দিতাম। এখন রাজনৈতিক দলগুলি নির্দিষ্ট রং ছাড়া কিছু মানতে চাইছে না। দলগুলির চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে হচ্ছে।' একই বক্তব্য ডেকোরেটারশিল্পী সুশীল বৈরাগীর। তিনি বলছেন, 'বাম দলগুলি লাল, তৃণমূল ও কংগ্রেস সবুজ এবং বিজেপি গেরুয়া রঙের চেয়ার চাইছে। অথচ আমাদের গুদামে প্রচুর সাধারণ রঙের চেয়ার পড়ে আছে, সেগুলো এখন কার্যত অচল।' অর্থাৎ টাকা খরচ করে কেনা চেয়ার কাজে আসছে না। এক ডেকোরেটার সংস্থার কর্ণধার সনাতন দাসের কথায়, 'দীর্ঘ কর্মজীবনে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। ঘরে থাকা বিভিন্ন রঙের কাপড় ও চেয়ার বাদ দিয়ে এখন নতুন করে রাজনৈতিক দলগুলির পছন্দ অনুযায়ী সামগ্রী কিনতে হবে। কিন্তু তা করতে গেলে বড় অঙ্কের পুঁজি দরকার। ভাড়া না পেলে সংসার চালানো কঠিন, আবার নতুন বিনিয়োগ করাও সহজ নয়।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক **www.ireps.gov.in**-এ মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে সাঁলো কিয়স্ক, আরামদায়ক চেয়ার, মেডিকেল স্টোর, পূজা সামগ্রী কিয়স্ক এবং মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক-এর পরিচালনা ও স্থাপনের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. এমআইএসসি-২০২৬-০২। নিলাম শুরু :** ০৮.০১.২০২৬, **সময় :** সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। **এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ :** এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি -এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১, ভাগলপুর, এএ/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি- এমএসিএইচআর-৫৬-২৫-১, মালদা টাউন, এবি/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এমজিআর- এমইডিএসটিএন-৩৭-২৫-২, মুঙ্গের, এবি/২, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি- এমইডিএসটিএন-২০-২৫-২, সুলতানগঞ্জ, এবি/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি- এমইডিএসটিএন-২২-২৫-২, বারিয়ারপুর, এসি/১, এমএসএস-এমএলডিটি- এমএলডিটি-এসএস-৫৫-২৫-১, মালদা টাউন, এসি/২, এমএসএস-এমএলডিটি- পিপিটি-এসএস-৪৯-২৫-১, পীরপৈন্তি, এসি/৩, এমএসএস-এমএলডিটি- এসজিজি- এসএস-৩৬-২৫-১, সুলতানগঞ্জ, এসি/৪, এমএসএস-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু- এসএস-৫৩-২৫-১, বারহারওয়া, এডি/১, এমএসএস-এমএলডিটি- বিজিপি- এমওবিস্টোর-৪৫-২৫-১, ভাগলপুর, এডি/২, এমএসএস-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু- এমওবিস্টোর-৫২-২৫-১, বারহারওয়া, এই/১, এমএসএস-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু-পিএসকেএসকে-৩২-২৫-৩, বারহারওয়া, সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-277/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা তন্ময় পাইন - কে

30.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 77E 83016 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে এক উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে, সংগ্রাম থেকে সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। এই সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে তুলেছে এবং আমার জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন এনেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শীতের সঙ্গী উৎকণ্ঠা

হাওয়ার দাপট এড়িয়ে লাইনে ভিড়

গৌতম দাস ও এম আনওয়ারউল হক

গাজোল ও বৈষ্ণবনগর, ২৯ ডিসেম্বর : সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। আছে কুয়াশার আড়ালে সূর্যের মুখ ঢেকে থাকা এবং উত্তুরে হাওয়ার দাপট। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন চার দেওয়ালের বাইরে পা রাখার অর্থই শরীরের কাঁপুনি। এমন কাঁপুনি সত্ত্বেও সোমবার গাজোলের বিডিও অফিস চত্বরের শুনানিকেন্দ্রে ভিড় জমালেন প্রচুর মানুষ, ভোটার তালিকায় নিজের নাম তোলার তাগিদে। কেন বাড়ির কাছে শুনানিকেন্দ্র নয়, এমন প্রশ্ন তুললেন দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা ভোটাররা। অন্যদিকে, শুনানিকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য এদিন বিডিও অফিস চত্বরে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। যার তদারকি করতে দেখা গিয়েছে গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডুকে।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে একেই বিভ্রান্তি বা হয়রানির শেষ নেই, তার মধ্যে বছর শেষের কনকনে ঠান্ডা। কিন্তু গাজোল বিডিও অফিসের ১১টি শুনানিকেন্দ্র ফাঁকা নেই। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই সকাল থেকে ভিড় জমিয়েছেন ভোটাররা। দুপুর ১২টা থেকে শুনানি শুরু হওয়ার আগেই লম্বা লাইন পড়ে যায়। এমনই একটি লাইনে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা ছেদিলাল মাহাতো। শীত প্রসঙ্গ তুলতেই বললেন, ‘বাবার নামের বানানে একটু ভুল থাকার জন্য শুনানিতে ডাকা হয়েছে। সকাল ৮টায় বাড়ি থেকে বের হয়েছি। কনকনে শীতের মধ্যে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে গাজোলে আসতে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। গ্রামে বা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যদি শুনানির ব্যবস্থা হত, তাহলে অনেকটা সুবিধা হত।’

এসআইআরে সমস্যায় পড়েছেন আদিবাসী বৃদ্ধা তালা টুডু। বাড়ি ছিল মাঝরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আলমাসপুর গ্রামে। স্বামী মারা যাওয়ায় মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে থাকেন সাহাজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলাকুড়ি গ্রামে। আগে মাঝরা গ্রামে ভোট দিলেও, ২০১৫ সালে পাগলাকুড়ি গ্রামে জামাইয়ের বাড়ির ঠিকানায় ভোটার তালিকায় নাম তোলেন। ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় এই ঠিকানায় তাঁর নাম নেই। এ কারণে শুনানির নোটিশ পেয়েছেন তিনি। জামাইয়ের কাঁধে ভর দিয়ে কোনওরকমে এসেছেন শুনানিতে। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত তালা ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না।

এমন সমস্যায় পড়া মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রবীণ, অসুস্থ, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এমন কেউ ইআরওকে লিখিতভাবে আবেদন করলে তাঁকে শুনানিতে

অব্যবস্থায় ক্ষোভ

আসতে হবে না। কমিশনের প্রতিনিধিরা আবেদনকারীর বাড়িতে গিয়েই শুনানির কাজ করবেন। ঠান্ডার প্রকোপে কেঁপেছেন কালিয়াচকে শুনানির লাইনে দাঁড়ানো প্রবীণরা। কালিয়াচক-৩ ব্লকেও সোমবার শুরু হয়েছে এসআইআরের শুনানি। আর প্রশাসনিক অব্যবস্থা নিয়ে প্রথমদিনই প্রশ্ন উঠল। পর্যাপ্ত বসার জায়গা না থাকায় এবং খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয় প্রবীণদের। বয়সের ভারে ন্যুয়ে পড়া শরীর, তার ওপর শীতের তীব্রতা—সব মিলিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অভিযোগ, শুনানির জন্য নির্দিষ্ট সময় ও আলাদা কাউন্টার থাকলেও তার সঠিক প্রয়োগ দেখা যায়নি। যদিও এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মালদা জেলা স্কুলে এসআইআরের শুনানির লাইন। সোমবার। -সংবাদচিত্র

শুনানিতে ডাক স্ত্রীর, তালিকায় নেই স্বামী

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৯ ডিসেম্বর : কনকনে ঠান্ডায় গায়ে জ্যাকেট, মাথায় মাফলার। ইংরেজবাজারের কোতুয়ালির বাসিন্দা বছর ৫৯-এর দিলীপ মণ্ডল মুখে একরাশ চিন্তা নিয়ে স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাতে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ও ভোটার কার্ড। স্ত্রী মিলন মণ্ডলের এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক এসেছে। তবে দিলীপের চিন্তার এখানেই শেষ নয়। স্ত্রীর শুনানিতে ডাক পড়লেও দিলীপের নিজের এসআইআর ফর্ম বাড়িতে এসেই পৌঁছায়নি। তাই কী করবেন বুঝতে না পেরে স্ত্রীর সঙ্গে শুনানিকেন্দ্রে হাজির হলেন প্রৌঢ় নিজেও। সোমবার মালদা মডেল মাদ্রাসায় গিয়েছিলেন তিনি। তবে তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

ভোটার কার্ড হাতে দিলীপ।

দিলীপ একসময় শ্রমিকের কাজ করতেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এখন আর তা পারেন না। স্ত্রী মিলন স্থানীয় একটি মিলে শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালান। নির্বাচন কমিশনের তরফে এসআইআর পর্ব চালু হওয়ার পর মিলনের এনুমারেশন ফর্ম বাড়িতে এসেছে। অথচ তাঁর স্বামী কোনও ফর্ম পাননি। এনিয়ে স্থানীয় বিএলও’র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন প্রৌঢ়। তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি। এদিকে এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করে জমা দেওয়ার পরে মিলনের শুনানিতে ডাক এসেছে। দিলীপের আশা, স্ত্রীর শুনানির সঙ্গে যদি কোনওভাবে নিজের সমস্যার সমাধান হয়। প্রৌঢ়ের এই সমস্যা নিয়ে স্থানীয় বিএলও অবশ্য জানিয়েছেন, যাঁদের ফর্ম এসেছিল আমরা তাঁদের ফর্ম বিলি করে দিয়েছি। ওই ব্যক্তির সমস্যার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁকে ৬ নম্বর ফর্ম ফিলআপ করে ভোটার তালিকায় পুনরায় নাম তুলতে হবে।

এদিকে দিলীপের কথায়, ‘আগে জোতগোপাল এলাকায় আমাদের বাড়ি ছিল। পরে আমরা কোতুয়ালিতে বাড়ি করি। সেই সময় আমরা ভোটার কার্ডও স্থানান্তর করেছিলাম। তারপর ভোটও দিয়েছি। কিন্তু গত লোকসভা ও বিধানসভায় আমি ভোট দিইনি। এসআইআর শুরু হওয়ার পর স্ত্রীর ফর্ম এলেও আমার ফর্ম আসেনি। এনিয়ে আমি বিএলও’র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। বিএলও জানিয়েছিলেন, অন্য কোনও তালিকায় নাম রয়েছে কি না দেখতে হবে। তবে এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি।’

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় দিলীপ এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেরই নাম ছিল। তাও কীভাবে দিলীপের নাম তালিকা থেকে বাদ গেল তা বুঝতেই পারছেন না স্বামী-স্ত্রী। ফলে চিন্তায় রয়েছেন দুজনেই। তবে এদিন শুনানিতে এলেও বিএলও দিলীপকে আশ্বাস দেন, তিনি ৬ নম্বর ফর্ম তাঁকে দিয়ে আসবেন।

দিলীপের স্ত্রী মিলনও দুশ্চিন্তা নিয়ে বললেন, ‘স্বামীর এসআইআর ফর্ম আসেনি। আমার ফর্ম আমি যথারীতি পূরণ করে জমা দিয়েছি। কিন্তু তারপরেও শুনানিতে ডাক এসেছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার এবং আমার স্বামীর দুজনেরই নাম ছিল। তাও কী কারণে আমার ডাক এল জানা নেই।’

লাইফ সার্টিফিকেট জমা লোকশিল্পীদের

ভাতা অমিল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে ভিড়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে ভিড় করছেন লোকশিল্পের ভাতাপ্রাপকরা। সোমবার দুপুরে দপ্তরে গিয়ে দেখা গেল, ভাতাপ্রাপকদের ভিড়ে সেখানে পা রাখা যাচ্ছে না। জানা গেল, কালিয়াগঞ্জের প্রায় হাজারখানেক শিল্পী লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে এসেছেন। প্রতি মাসে সাধারণত তাঁদের ১০০০ টাকা করে পাওয়ার কথা। তবে বেশ কিছুজন দীর্ঘ কয়েক মাস ভাতা না পেয়ে এদিন দপ্তরের বাইরে ক্ষোভ উগরে দেন।

এদিন অধিকাংশ ভাতাপ্রাপকই বলতে পারলেন না, তাঁরা কী কারণে ভাতা পাচ্ছেন না। অভিযোগ, কেউ ১৩ মাস, কেউ বা ৮ মাস ধরে ভাতা পাচ্ছেন না। কালিয়াগঞ্জের ভেলাইয়ের যশোদা বর্মন বলেন, ‘আমি ৮ মাস ধরে ভাতা পাচ্ছি না। কী কারণ কেউ বলতে পারছেন না।’

কেউ জানালেন, অন্যের জমিতে কৃষিকাজ করেন। কারও আবার ছোটখাটো ব্যবসা রয়েছে, সময় পেলে কীর্তন করেন। কেউ কেউ আবার মহাপ্রভুর ভোগের অনুষ্ঠানে গান করেন। অনেককে আবার বলতে শোনা গেল তারা কীর্তনে খোল বা করতাল বাজান। তাদের দাবি, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে শিল্পী ভাতা পাচ্ছেন। ভাতা কমপক্ষে দুই হাজার করা উচিত। মালগাঁও গ্রামের আনজুয়ারা বেগম বলছেন, ‘১৩ মাস ধরে ভাতা পাচ্ছি না। তবুও লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে এসেছি।’

লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার ভিড়। সোমবার রায়গঞ্জে।

উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত লোকশিল্পী তরণী সেন মহান্ত বলেন, ‘আমাদের জেলায় লোকশিল্পীর সংখ্যা অনেক। অনেকেই বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছেছেন। সংখ্যাটি যদি কম হত তাহলে আমাদের মতো প্রবীণ শিল্পীরা কিছুটা হলেও ভাতা বেশি পেতে পারত। তাতে সংসারটা ভালোমতো চলত। আমাদের পেশা তো একটাই, শুধুমাত্র গান গাওয়া। আজকাল সেভাবে গ্রামগঞ্জ থেকে গানের জন্যও ডাক আসে না। অন্যদিকে, অসুস্থ শরীর নিয়ে আমরাও ভালো নেই।’

জানা গিয়েছে, এই জেলার ৯টি ব্লকে প্রায় ১৪ হাজার লোক শিল্পী ভাতা পান। এদিন যদিও দপ্তরে আসেননি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী। টেলিফোনে জানান, শিল্পীরা ভাতা পাচ্ছেন না, এমন অভিযোগ তিনি পাননি। তবে কেউ যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা লাইফ সার্টিফিকেট জমা না দেওয়ার জন্য হতে পারে।

মা।। *কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ডাম্পার বাজেয়াপ্ত

রায়গঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকা থেকে সোমবার একটি মাটিবোঝাই ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাহাদুর দাস নামে ওই ডাম্পারের চালককে। তাঁর বাড়ি ঝাড়খণ্ডের চান্দোমারি গ্রামে। ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই মাটি কেটে বোঝাই করে ওই ডাম্পারটি শিলিগুড়ি মোড় এলাকার একটি জলাশয় ভরাট করতে এসেছিল।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

হিলি, ২৯ ডিসেম্বর : ট্র্যাক্টর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চালকের। রবিবার রাতে হিলি থানার ফেরুষা কালীবাড়ি এলাকায় একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর জাতীয় সড়কের পাশে একটি গাছে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ট্র্যাক্টরচালকের মৃত্যু হয়। মৃত চালক হাবুল বার্নার (১৯) হিলি থানার দক্ষিণ জামালপুর এলাকার বাসিন্দা। সোমবার ময়নাতদন্তের পরে মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

রাস্তার সূচনা

কুশমণ্ডি, ২৯ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় সোমবার কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও পঞ্চায়েতের পাঁচহাটা বটতলা থেকে নদীবাঁধ খানপুর পর্যন্ত পৌনে ৩ কিলোমিটার ও লোহাগঞ্জ কানকিপাড়া মোড় থেকে ধাপাতলা পর্যন্ত পৌনে ২ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা করলেন কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায়। দুটো রাস্তার জন্য ৪ কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানান বিধায়ক।

বিক্ষোভ

হরিরামপুর, ২৯ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সোমবার কুশমণ্ডি চৌরাস্তায় বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালন করল কুশমণ্ডি ব্লক তৃণমূল কমিটি। বিধায়ক রেখা রায় বলেন, ‘বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আমাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি।’ উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি করিমুল ইসলাম ও নেতা-কর্মীরা।

ধর্মীয় জালসা

কুমারগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জের বটুন জামে মসজিদ উন্নয়নকল্পে এক বিরাট ধর্মীয় জালসা সম্পন্ন হল। বটুন জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই ধর্মীয় সভা রবিবার রাত পর্যন্ত চলে। সভায় নমাজের গুরুত্ব ও ইসলামি জীবনবিধান নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

রক্তদান

হরিরামপুর, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার বালিহারা হাইস্কুল ও ব্লাড ডোনার্স ফোরাম ও বিষহর আদিবাসী ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৪০ জন রক্তদান করেন বলে জানান ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সভাপতি সুশান্ত কুণ্ডু।

হুইলচেয়ারে ৮৮ বছরের সুনীতা সরকার। সোমবার।

হুইলচেয়ারে ব্লক অফিসে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : নির্বাচন কমিশনের ডাকে হুইলচেয়ারে বসে রায়গঞ্জ ব্লক অফিসে এলেন রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ৮৮ বছরের সুনীতা সরকার। রায়গঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুনীতার ভোটার তালিকায় নাম সংক্রান্ত অসংগতি থাকায় সোমবার বিডিও অফিসে শুনানির ডাক পেয়েছেন। একদিকে বয়সের ভারে কাবু, অন্যদিকে শারীরিক অসুস্থতা। তারপরেও হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় তিনি আজ শুনানিকেন্দ্রে যান। আজ থেকেই রায়গঞ্জ ব্লকের শুনানি শুরু হয়েছে। বিডিও অফিসে রায়গঞ্জ পুরসভা এবং দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের শুনানি হচ্ছে। শুনানি চলাকালীন হুইলচেয়ারে করে কেন্দ্রে হাজির হন সুনীতা। সুনীতার স্বামীও ছিলেন সরকারি চাকরিজীবী। দীর্ঘ কর্মজীবনে নির্বাচনের কাজেও যুক্ত থেকেছেন। কিন্তু তার পরেও শুনানির কাঠগড়ায় হাজির হতে হয় তাঁকে। কারণ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই। অথচ পরিবারের থেকে জানানো হয়েছে, ২০০২ সালের আগে ও পরের প্রতিটি নির্বাচনে তিনি নিয়মিত ভোট দিয়েছেন। এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে ঠিক করে তাঁর উত্তর পর্যন্ত দিতে পারেননি তিনি। তাঁর মেয়ে সব্বানী ধর জানিয়েছেন, ২০০২ ভোটার তালিকায় মায়ের নাম না থাকায় কনকনে ঠান্ডার মধ্যে মাকে নিয়ে শুনানিতে আসতে হয়েছে, খুব কষ্ট হচ্ছে মায়ের।

এদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে ও কৃষক বাজারে গিয়ে এরকম অনেক দৃশ্যই সামনে এসেছে। শুনানিতে হাজির বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের কারও হাতে আধার কার্ড, তো আবার কারও হাতে ভোটের কার্ড। উৎকণ্ঠা আর চাপা আতঙ্ককে সঙ্গী করে কেউ কেউ আবার শুনানির নোটিশ হাতে নিয়ে হাজির।

সোমবারের প্রবল শৈত্যপ্রবাহে এসআইআর-এর শুনানি পর্বের লাইনে হাতে লাঠি নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে অপেক্ষা করেছেন মেহেন্দি গ্রামের অশীতিপর প্রৌঢ়া পার্বতী রায় কিংবা ছিয়াত্তরের অসুস্থ খলসির খেন্তমণি রায়ের মতো বহু মানুষ। কৃষক বাজারে গিয়ে দেখা গেল প্রমোদা বর্মনের মতো বেশ কয়েকজন বৃদ্ধা হাজির। কমলাবাড়ির প্রৌঢ়া পার্বতী রায়ের দাবি, ‘১৯৯৫ সালে ভোট দিয়েছি এবং তারপরেও ভোট দিয়েছি। কিন্তু ২০০২ সালে মেয়ের বাড়িতে থাকায় আমার নাম ওঠেনি। এই শরীরে ছেলের সঙ্গে আসতে হয়েছে।’ মেহেন্দিগ্রামের খেন্তমণি রায়ের কথায়, ‘এখানেই জন্ম আমার। প্রতিবার ভোট দিয়েছি। শুনানিতে কেন ডাক পেলাম বুঝতে পারছি না।’ মোটর কালীবাড়ির বাসিন্দা রাজু মহম্মদও এদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে শুনানিতে হাজির হন। তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশ থেকে ২০ বছর আগে এসেছেন। সবাই এখানে থাকে। তাঁকে বলা হয়েছে, তাঁর নাকি উত্তরপ্রদেশেও নাম আছে।

এই ছবি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে। রায়গঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহম্মদ কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘রায়গঞ্জ ব্লকের সাতটি স্পটে শুনানি পর্ব চলছে। ভোটার তালিকায় কারও নাম নিয়ে সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট ভোটার সমস্ত ডকুমেন্টস জমা করবে। তার ভিত্তিতে সমাধান হবে।’

৮ বছরেও সংস্কার নেই

অসীম বর্মন

বালুরঘাট, ২৯ ডিসেম্বর : চকভৃগু-৩ গ্রাম পঞ্চায়তের বেলাইন থেকে ডাকড়া ফুটবল মাঠ পর্যন্ত রাস্তাটি বহুবছর সংস্কার হয়নি। এই রাস্তার বেশিরভাগ অংশই ভাঙা। রাস্তার বেশ কিছু জায়গায় পিচের পরত উঠে খোয়া বেরিয়ে পড়েছে। চকভৃগু, বেলাইন, বাগানপাড়া, ফুলঘড়া, কালিকাপুর, দক্ষিণ কালিকাপুর, পশ্চিম কালিকাপুর, চন্দ্রদৌলা প্রভৃতি গ্রামের মানুষ এই রাস্তা দিয়েই বালুরঘাট শহরে যাতায়াত করেন। কিন্তু অবস্থা এমনই যে কোনও টোটোচালক এই রাস্তায় আসতে চান না।

চকভৃগু-৩ গ্রাম পঞ্চায়তের প্রধান পম্পা সাহা মহন্ত বলেন, ‘রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য জেলা পরিষদে আবেদন জানানো হয়েছে। সংস্কারের জন্য রাস্তাটির মাপজোখ করার প্রক্রিয়াও শেষ হয়ে গিয়েছে। ফান্ড এলেই খুব দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু হবে।’

এই রাস্তাটি বালুরঘাটের চকভৃগু পাবলিক বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়েছে। চকভৃগু বাসস্ট্যান্ড থেকে ডাকড়া ফুটবল মাঠ পর্যন্ত রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ কিলোমিটার। এই ৪ কিলোমিটারের মধ্যে চকভৃগু বাসস্ট্যান্ড থেকে বেলাইন প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তাটি বালুরঘাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। এই ২ কিমি

ভোগান্তি চরমে

রাস্তার অবস্থা ভদ্রস্থ। বেলাইন থেকে ডাকড়া ফুটবল মাঠ পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা চকভৃগু-৩ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। এই রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য স্থানীয়দের মনে জন্মেছে ক্ষোভ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন তৈরি হওয়ার পর একবারই এই রাস্তার সংস্কার হয়েছিল। তারপর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় ৮ বছর। রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য সাধারণ মানুষের ভোগান্তি দেখেও গ্রাম পঞ্চায়েতের টনক নড়েনি।

ঝোপঝাড়ে ঢাকা কমিউনিটি হলে বাদুড়ের আস্তানা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২৯ ডিসেম্বর : লতাপাতায় ঢেকে গিয়েছে কুশমণ্ডির বিবেকানন্দ কমিউনিটি হলটি। এটি কুশমণ্ডির একমাত্র কমিউনিটি হল। ২০১৩ সালে ২৭ নভেম্বর উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রশাসনিক সভা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন ওই হলে যে চেয়ারে বসে প্রশাসনিক সভাটি করেছিলেন সেই চেয়ারটি এখন সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সেকেন্দার আলির অফিস ঘরে।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভা করা ওই কমিউনিটি হলটির চারপাশে আগাছায় ঢেকে গিয়েছে, বাদুড়-চামচিকের আস্তানা তৈরি হয়েছে। হলটির এমন বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

এনিয়ে কুশমণ্ডির নাট্যকর্মী তপন মজুমদার বলেন, ‘একসময় কুশমণ্ডিতে কোনও কমিউনিটি হল ছিল না। তারপর সাংসদ প্রশান্ত মজুমদার বিবেকানন্দ কমিউনিটি হলটি তৈরি করেন। এরপর থেকে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা সেখানেই হত। ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রীর ওই হলে প্রশাসনিক সভাটিই শেষ। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওই হলটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ব্লক প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই বিবেকানন্দ কমিউনিটি হলটির এমন বেহাল অবস্থা।’

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপসচন্দ্র রায় কটাক্ষ করে বললেন, ‘কুশমণ্ডি কমিউনিটি হলের বর্তমান অবস্থা আসলে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়নের ফসল।’

আরএসপির জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য জ্যোতির্ময় রায়ের বক্তব্য, ‘প্রশান্ত মজুমদার সাংসদ থাকাকালীন ওই কমিউনিটি হলটি তৈরি হয়। বর্তমানে তৃণমূল পরিচালিত ব্লক প্রশাসন কমিউনিটি হলটিকে নষ্ট করে ফেলেছে। এটা কুশমণ্ডিবাসীর কাছে লজ্জা ছাড়া কিছু না।’

এবিষয়ে কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে জানান, কমিউনিটি হলটি সংস্কারের জন্য জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

জেলা শাসক এসে হলটি দেখে গিয়েছেন।’

কুশমণ্ডি বিবেকানন্দ কমিউনিটি হলের বেহাল দশা।

> সাংসদ প্রশান্ত মজুমদার বিবেকানন্দ কমিউনিটি হলটি তৈরি করেন। এরপর থেকে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সভা সেখানেই হত। ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রীর ওই হলে প্রশাসনিক সভাটিই শেষ। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওই হলটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ব্লক প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই এমন বেহাল অবস্থা।
>
> **তপন মজুমদার,** নাট্যকর্মী

সিট গঠন

ক্যানিংয়ের হোমগার্ডের রহস্যমৃত্যুতে ৬ সদস্যের সিট গঠন করল পুলিশ। নেতৃত্বে রয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। অভিযুক্ত এসআই এখনও পলাতক। মৃতার দেহ কোয়ার্টারে পাওয়া গিয়েছিল।

নির্দেশিকা

মিড-ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য সামগ্রী সঠিক ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। সোমবার এই মর্মে নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

বিক্ষোভ

মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে দুর্গাপুর নগরনিগমের সামনে একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন আশাকর্মীরা। দাবি না মানা হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি তাঁদের। আশ্বাসের পরেও সিদ্ধান্তে অনড় তাঁরা।

গ্রেপ্তার তরুণ

কলকাতার একটি গেস্টহাউসে প্রেমিকাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল চেন্নাইয়ের তরুণকে। দুজনের মধ্যে দীর্ঘদিন প্রেম ছিল। কী কারণে ঘরভাড়া নেওয়ার পরেই এই ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শুনানিতে বিএলএ-২'দের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সমস্যা

তৃণমূলের দাবি খারিজ কমিশনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : শুনানিতে কোনও রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া যাবে না। নির্দেশ অমান্য করা হলে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে তার জন্য দায়ী থাকতে হবে। হুগলির চুঁচুড়ার ঘটনার শুনানিতে দলীয় এজেন্ট রাখা নিয়ে তৃণমূলের দাবিকে খারিজ করে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করল কমিশন। সোমবার তথ্যে অসংগতির কারণে ভোটার তালিকা থেকে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করে শুনানির প্রস্তাব দিয়েছে কমিশন, তার প্রতিবাদ করে সিইওর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, অবিলম্বে এই চিহ্নিত ভোটারদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বয়স্কদের শুনানির নামে যে হয়রানি চলেছে, তার প্রতিকারও দাবি করেছে তৃণমূল। এদিন বিএলএ-২ বা দলীয় এজেন্টদের থাকতে দেওয়া হবে না, কমিশনের সিদ্ধান্তে হুগলির মগরা ১ নং ব্লকে অফিসে শুনানি বন্ধ করে দেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। একই দাবি করেছেন তৃণমূল বিধায়ক অসীমা পাত্রও। ওই একই দাবিতে গণ্ডগোলের জেরে মেদিনীপুরেও এসআইআরের শুনানি সাময়িক বন্ধ করে দিতে হয়, যা নিয়ে কড়া মনোভাব নিচ্ছে কমিশন।

শুনানিতে কারা থাকবেন তা নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল কমিশন। প্রথমে কমিশন জানিয়েছিল, প্রতিটি শুনানি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন ইআরও বা মহকুমা শাসকরা। তাঁদের অধীনে প্রতি বিধানসভা কেন্দ্র পিছু ১০ বা ১১টি টেবিলে শুনানি হবে। টেবিলে শুনানি করবেন এইআরও বা বিডিওরা। পরে শুনানিতে সংশ্লিষ্ট বিধানসভার যেসব পার্টের শুনানি হবে, সেই পার্টের বিএলওদেরও থাকার অনুমতি দেয় কমিশন। শুনানিতে সর্বশেষ সংযোজন হয় মাইক্রো অবজার্ভার। কিন্তু কোনওভাবেই বিএলএ-২ অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের রাখা হয়নি। শুনানিতে কমিশন নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া যাতে অন্য কেউ না থাকেন, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে। কিন্তু রবিবার দলীয় বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এজেন্টদের উদ্দেশে বলেন, আরও মাস দেড়েক আপনাদের বিএলওদের সঙ্গে আঠার মতো লেগে থাকতে হবে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। এরপরেই এদিন হুগলিতে দলীয় এজেন্টদের শুনানিতে থাকতে দেওয়ার দাবিতে জোর খাটায় তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'বিএলএ-২ থাকতে পারবেন না, এ বিষয়ে আমরা লিখিত নির্দেশ চেয়েছিলাম। ওরা দিতে পারেননি। তাই শুনানি বন্ধ করে দিয়েছি।' গণ্ডগোলের জেরে প্রায় ২ ঘণ্টা শুনানি বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে মেদিনীপুরেও। সেখানেও দলীয় এজেন্টদের শুনানিতে থাকতে না দেওয়ায় শুনানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে শুনানিকে ঘিরে অশান্ত রাজ্য রাজনীতি।

দোটানায় দল

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : রাজ্যে এসআইআরের শুনানি পর্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনানিপর্বের প্রভাব সরেজমিনে দেখতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলাসফরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেই তাঁকে রিপোর্ট পাঠাবেন অভিষেক। তারপর সবটা খতিয়ে দেখে শুনানিপর্ব নিয়ে শাসকদলের পদক্ষেপ চূড়ান্ত করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আসলে শুনানিপর্ব নিয়ে তৃণমূল আইনি পথে যাবে কিনা, সেব্যাপারে দোটানায় দল ও দলনেত্রী উভয়েই। তবে আইনি পথে কীভাবে এগোনো যেতে পারে, তা নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে তৃণমূলের কথাবার্তাও চলছে বলে খবর। এসবের ওপরই নির্ভর করছে তাঁর আগামী জেলা সফর।

ক্ষোভের মুখে অবজারভার

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কমিশনের পর্যবেক্ষক সি মুরগন। শুনানি নিয়ে ইতিমধ্যেই হয়রানির অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাই সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে পৌঁছোন তিনি। তারপরেই তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। গাড়ির কাচ ভেঙে, বেয়নেট চাপড়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ফলতায় এসআইআরের কাজ দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। তবে পর্যবেক্ষকের ওপর আক্রমণের ঘটনায় জেলাশাসক, পুলিশের ডিজি এবং রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।

অন্যদিকে এদিনই ৮৫ বছরের বেশি ভোটারদের শুনানি কেন্দ্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দিল কমিশন। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, এবার থেকে বয়স্কদের বাড়িতে শুনানির ব্যবস্থা করা হবে। অন্তঃসত্ত্বা, প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ এবং গুরুতর অসুস্থ বা চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা করা হবে।

এসআইআর-এর শুনানিপর্বের তৃতীয় দিনেও ভোগান্তি অব্যাহত রইল। কেউ অসুস্থ অবস্থায়, কেউ লাঠিতে ভর দিয়ে, কারও আবার চলাফেরায় অসুবিধা, কেউ শয্যাশায়ী। অথচ নথি নিয়ে শুনানিপর্বে হাজির থাকতে হল তাঁদের। বারাসতের হৃদয়পুরের বাসিন্দা ৮৫ বছর বয়সি শোভারানি ভৌমিকের শুনানিপর্ব চলল গাড়িতে বসেই। পরিবারের সদস্যরাই তাঁকে কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। রানাঘাটের ৮১ বছর বয়সি দিনবন্ধু বিশ্বাসেরও ২০০৫ সালের তালিকায় নাম ছিল। দুর্গাপুরেও জামাইয়ের সাহায্য নিয়ে লাঠিতে ভর করে শুনানি কেন্দ্রে এসেছেন ৮০ বছরের বৃদ্ধা সমিতা ঘোষ। ২০০২ সালের তালিকায় বাবার নাম না থাকায় হুইলচেয়ারে ভর দিয়ে চেতলায় শুনানি কেন্দ্রে হাজিরা দিলেন এক প্রৌঢ়া। কাটোয়ায় এসআইআর শুনানিতে নাতির কোলে নিয়ে হাজিরা ৯৬ বছরের বৃদ্ধা। বাকুঁড়ার কোতুলপুরের ৭৮ বছরের তারাপদ পাঁজা অসুস্থ হয়েও হাজিরা দেন।

এরই মধ্যে এসআইআরের শুনানির আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে। হাওড়ার আমতায় এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের দাবি, শুনানি থেকে ফেরার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এদিন ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। কল্যাণীর কাজরাপাড়া পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ৭২ বছরের জওহরলাল মিত্রও রবিবার শুনানিতে হাজির ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, আতঙ্কেই সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুরুলিয়ার চৌতলায় এসআইআর আতঙ্কে এক বৃদ্ধের আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে।

নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গনে শিলান্যাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। কলকাতায়। - রাজীব মণ্ডল

নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস

মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : শুধু উন্নয়ন নয়, ধর্মীয় আবেগকে উসকে দিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে লড়াই করতে চলেছে, তার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নিউটাউন বাসস্ট্যান্ডের উলটোদিকে ১৭ একর জমিতে প্রায় ২ লক্ষ বর্গফুট এলাকা জুড়ে দুর্গাঙ্গন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, 'মুসলিম তোষণ' নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এদিন মমতা বলেন, 'আমি সেকুলার। আমি গির্জাতে যাই, মন্দিরে যাই, আবার নমাজও পড়ি। তাই আমাকে ধর্মীয়ভাবে বিচার করবেন না।' জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস করার কথাও এদিন তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। মমতা বলেন, 'শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দিরের জমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। আমি জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে শিলান্যাস করব। টাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করে। ধর্ম সকলের নিজের। কিন্তু উৎসব সবার।'

নিউটাউনে দুর্গাঙ্গন নিয়ে বিতর্ক রবিবারই উসকে দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুসলিমদের জমিতে মন্দিরের দুর্গাঙ্গনের প্রতিবাদ হওয়ায় স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন শুভেন্দু।

> আমি সেকুলার। আমি গির্জাতে যাই, মন্দিরে যাই, আবার নমাজও পড়ি। তাই আমাকে ধর্মীয়ভাবে বিচার করবেন না।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

সোমবার হিডকোর তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ইকো পার্কের উলটোদিকে যাত্রাগাছি মৌজায় জমি চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত জমি পাওয়া যায়নি বলে স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-১-এ এই জমি চূড়ান্ত হয়েছে। সেখানেই শিলান্যাস হচ্ছে। অন্য কোনও কারণ নেই। পর্যাপ্ত জমির অভাবেই দুর্গাঙ্গনের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি সব ধর্মকে বিশ্বাস করি। এখানে ২ লক্ষ বর্গফুটের মন্দির হচ্ছে। সারা বছর মানুষ ঠাকুর দেখতে পারবেন। এটা শুধু ধর্মীয় স্থান নয়, পর্যটন ক্ষেত্রও হয়ে উঠবে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার মানুষ রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারবে। তাই আমরা চাই বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে। কারোর প্ররোচনায় পা দেবেন না।'

অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির পরই এরাজ্যে একের পর এক জগন্নাথ মন্দির, মহাকাল মন্দির ও দুর্গাঙ্গন তৈরি করে হিন্দু ভাবাবেগকে মুখ্যমন্ত্রী যে উসকে দিতে চান, তা এদিন তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট। মুসলিম তোষণ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে এদিন সম্পূর্ণ খণ্ডন করে মমতা বলেন, 'আমি সব ধর্মকে বিশ্বাস করি। অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। দুর্গাঙ্গন নিয়েও মিথ্যা প্রচার হচ্ছে। মানুষ এর জবাব দেবে।'

গতমাসেই উন্নয়নের পাঁচালি তৈরি করে গত ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান দিয়েছেন মমতা। ২ জানুয়ারি থেকে দলের নেতা-কর্মীরা ওই পাঁচালি নিয়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন। কিন্তু শুধু উন্নয়ন নয়, ধর্মীয় ভাবাবেগকে উসকে দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আরও লড়াইয়ে যে তিনি নামতে চাইছেন, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এদিনের ভাষণে।

একই সঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে যাতে দলীয় ভোটারদের নাম বাদ না যায়, সেদিকেও কড়া বার্তা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে জোড়া আক্রমণের মুখে পড়ে বিরোধী শিবির কতটা মোকাবিলা করতে পারে, তার ওপরই নির্ভর করছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল।

সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সোমবার।

কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক শা'র

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : এসআইআরের শুনানির আবহে সোমবার রাজ্যে তিনদিনের সফরে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রাতে কলকাতায় পৌঁছেই রাজ্য দপ্তরে দলের কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে তৈরি দলের নির্বাচন কমিটির সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলন করার পর রাজ্য ও জেলার পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা তাঁর। বিকালে আরএসএস-এর রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন শা।

এসআইআরের শুরুতেই অনুপ্রবেশ নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অমিত শা বলেছিলেন, দেশে একজনও যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই ভোটার তালিকার এই বিশেষ সংশোধন করছে নির্বাচন কমিশন। অনুপ্রবেশকারীরাই যেহেতু তৃণমূলের ভোটব্যাংক, সেই কারণেই এসআইআর হতে দেব না বলে পথে নেমেছে তৃণমূল। কিন্তু এসআইআর এবং শুনানি নিয়ে কমিশনের কাজে সন্তুষ্ট নয় সাধারণ, সন্তুষ্ট নয় বিজেপিও। এই আবহে রাজ্যের দলীয় কর্মকর্তাদের কাছে এসআইআর ও রাজ্যের নির্বাচনে সাংগঠনিক রণকৌশল কী হবে তা নিয়ে বার্তা দিতে পারেন শা। তবে মঙ্গলবার শা-র কর্মসূচির মধ্যে সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ হল সংঘ নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক। কারণ, সম্প্রতি রাজ্যে এসে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত রাজ্যের পরিবর্তন নিয়ে সরসরি মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ২০২৬-এ রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্য বিজেপির। সেই প্রেক্ষিতে ভাগবতকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা যা মনে করছেন সেটাই আমিও মনে করি।'

নতুন বছরে আদালতে নব্য-আদি চাকরিহারারা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : 'আমরা যে তিমিরে ছিলুম, সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।' বছর শেষের আগে আক্ষেপের সুর চাকরিহারাদের গলায়। নতুন উদ্যমে নিজেদের লড়াই জারি রাখতে তবুও পিছপা হচ্ছেন না তাঁরা। একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন নতুন চাকরিপ্রার্থীরাও। বর্ষবরণের ছুটি মিটলেই আদালতের দ্বারস্থ হবেন নতুন-পুরোনো চাকরিপ্রার্থীরা। আদালতের নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষকদের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত বেতন নিশ্চিত হলেও চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা স্কুলে তো ফিরতে এখনও পারলেনই না, মাসের পর মাস বেতনহীন হয়েই থেকে গেলেন। ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল চাকরিহারাদের আন্দোলন। তাঁদের গত বছরের বর্ষবরণ কেটেছিল চাকরি থাকবে কি না সেই আশঙ্কায়, আর এবছরের বর্ষবরণ কাটবে চাকরি আবার ফেরত পাবেন কি না সেই আশঙ্কায়।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে শিক্ষাদপ্তর নির্দেশ দিয়েছে, 'যোগ্য' চাকরিহারারা ২০১৬ সালের প্যানেলে নিযুক্ত হওয়ার আগে রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তর বা স্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত হয়ে থাকলে, তাঁরা নিজেদের পুরোনো চাকরিতে ফেরার আবেদন করতে পারবেন। প্রয়োজনে ওই প্রার্থীদের জন্য সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করাও হতে পারে। যেসব 'যোগ্য' চাকরিহারারা পুরোনো চাকরিতে যোগদানের সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছেন, তাঁদের আবেদন গ্রহণ করা হবে। একইসঙ্গে 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা ইতিমধ্যেই তাঁদের নতুন নিয়োগ পরীক্ষা কবে হবে, সেই টাইমলাইন বেঁধে দেওয়ার দাবি তুলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনাচিন্তা করছেন। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডলের কথায়, 'শিক্ষকদের মতো আমাদের স্কুলে কেন ফেরানো হল না বা কোনওরকম বিকল্প বেতনের ব্যবস্থাও কেন করা হল না, সেই প্রশ্নও আদালত ও সরকারের কাছে তুলব।'

> গত বছর এই সময় ওয়াই চ্যানেলে আন্দোলন করছিলাম। এবছর ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি নিলাম। বছর গড়ালেও অবস্থা বদলায়নি। এদিকে ৩২ হাজার চাকরি সহ একাধিক ক্ষেত্রে আদালত মানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে চাকরি বহাল রাখছে। দু-বছর ধরে কি আমাদের জন্য মানবিক চিন্তাভাবনা করা যাচ্ছে না?
>
> **সংগীতা সাহা**

নতুন উদ্যম নিয়ে এগোচ্ছেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষকরাও। চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহা বলেন, '৩২ হাজার চাকরি সহ একাধিক ক্ষেত্রে আদালত মানবিক সিদ্ধান্ত নিয়ে চাকরি বহাল রাখছে। দু-বছর ধরে কি আমাদের জন্য মানবিক চিন্তাভাবনা করা যাচ্ছে না?' 'যোগ্য' হয়েও যাঁরা ভেরিফিকেশনে ডাক পাননি, তাঁদের সুরাহার জন্যও আদালতের দ্বারস্থ হবেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। চাকরিহারা শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'কিউরেটিভ সহ যে সমস্ত আইনি লড়াই চলছে, সেগুলিও ধারাবাহিকভাবে চলবে। যোগ্যদের চাকরির নিশ্চয়তা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে রিট পিটিশন ফাইলও করার কথা ভাবছেন অনেকেই।'

পালটা নতুন জেনারেল ক্যাটিগোরির চাকরিপ্রার্থীরা ভেরিফিকেশনের তালিকায় বঞ্চিত থাকার প্রশ্ন তুলে আদালতে যাচ্ছেন। নতুন চাকরিপ্রার্থী চৈতালি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তপশিলি সহ অন্যান্য ক্যাটিগোরির প্রার্থীরা কিছুটা সুযোগ পেলেও জেনারেলরা অনেক বেশি নম্বর পেয়েও বঞ্চিত। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বাতিলের পাশাপাশি জেনারেলদের সুবিধার্থে হস্তক্ষেপ করুক আদালত।' বর্ষবরণে যখন মাতবেন রাজ্যবাসী, তখন নিজেদের হকের চাকরি ফেরাতে এভাবেই লড়ে যাবেন শিক্ষকরা। নতুনরাও হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন।

'পরীক্ষায় কাউকে বিশেষ সুবিধা নয়'

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আলাদা করে কোনও প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া বা সহানুভূতি দেখানো যায় না, সোমবার এসএসসি সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনটাই জানিয়ে দিল হাইকোর্টের বিচারপতি রবিকিষান কাপুর ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ। এসএসসির চলতি ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার দিন অসুস্থ থাকায় হাজির হতে পারেননি এক প্রার্থী। তাই সুযোগ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। একক বেঞ্চ ওই প্রার্থীকে পুনরায় ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় বসার সুযোগ করে দিতে কমিশনকে নির্দেশ দেয়। এদিন একক বেঞ্চের এই নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল কমিশন।

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

কমিশনের এই মামলায় বিচারপতি কাপুরের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'নিয়ম অনুযায়ী নতুন বিধিতে এমন কোনও সুযোগ নেই যাতে কোনও প্রার্থীর জন্য আলাদা করে ইন্টারভিউয়ের সময় আবার নির্ধারণ বা সংশোধন করা যায়। ৫ লক্ষেরও বেশি প্রার্থী এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। ফলে ১ জনকে ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ দেওয়ার অর্থ বহু প্রার্থীর এই আবেদন জানাবেন। ফলে মামলার পাহাড় তৈরি হবে।

ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভুল জায়গায় সহানুভূতি দেখানোর কোনও অবকাশ নেই। এই ধরনের পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য একজন প্রার্থীকে সক্রিয় ও তৎপর হতে হয়।' একক বেঞ্চের নির্দেশে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিতাদেশ রাখা হয়েছে।

এদিকে ৪৭ জন প্রার্থী চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১৬ সালের এই প্রার্থীদের চাকরি বাতিল হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা যোগ্য হওয়ায় ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রয়েছেন। এরইমধ্যে পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার সময়সীমা বাড়াতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। আবেদনকারীদের আইনজীবীদের অভিযোগ, এই প্রার্থীরা পুরোনো চাকরিতে ফিরে যেতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন। মালদা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ (ডিপিএসসি) ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যোগদান করতে বলেছে। এই প্রার্থীরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতে অংশ নিয়েছে। উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চলছে।

এই পরিস্থিতিতে উত্তর ২৪ পরগনা ডিপিএসসি যোগদানের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ অগাস্ট করলেও মালদার ক্ষেত্রে তা হয়নি। তাই নির্দেশ দিক আদালত। কমিশনের দাবি, বর্তমানে তাঁরা কর্মরত থাকায় একটি পদে রয়েছেন। আবার আরেকটি পদের জন্য আবেদন করে রেখেছেন। আবার প্রাথমিকের পদে যোগদানের জন্য সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনও করছেন। এটা যুক্তিসংগত নয়। বিচারপতি বলেন, 'একসঙ্গে এতগুলি পাবলিক পোস্ট ধরে রাখা যায় কি?' মালদা ডিপিএসসি'কে নোটিশ সার্ভ করতে বলা হয়েছে।

সভার অনুমতি আদায়ে শততমবার হাইকোর্টে

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : ফের কর্মসূচি করতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। নতুন বছরের ২ জানুয়ারি মালদার চাঁচলে জনসভা করার পরিকল্পনা রয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। সেই কর্মসূচিতে থাকবেন শুভেন্দু। কিন্তু এই জনসভার সম্মতি দিচ্ছে না পুলিশ-প্রশাসন। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি। সোমবার বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। ৩১ ডিসেম্বর মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা গিয়েছে, চাঁচলের কলমবাগান ময়দানে শুভেন্দুর এই জনসভা হওয়ার কথা। ওই স্থানের মালিকের কাছ থেকে এনওসি-ও নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। ইতিমধ্যেই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব চাঁচল থানার আইসি ও এসডিও বা মহকুম শাসকের কাছে আবেদনও জানিয়েছেন। কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এই নিয়ে বিরোধী দলনেতার শততম কর্মসূচিতেও অনুমতি নিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হল বিরোধী দলনেতাকে। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় এসডিও বিষয়টি নাকচ করে দিচ্ছেন। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, 'আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মামলাটি ৩১ ডিসেম্বর রাখা হয়েছে।'

বছর শেষে জমজমাট দিঘা-মন্দারমণি

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : বাড়ির দেওয়ালে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার ঝুলতে আর একদিনের অপেক্ষা। তার আগে বছর শেষের লম্বা ছুটি ও বর্ষবরণের উচ্ছ্বাসের টানে বাঙালির গন্তব্য তাই সমুদ্রসৈকত। প্রতি বছরই প্রচুর মানুষ নীল জলরাশির টানে ভিড় করে দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুরের মতো উপকূলীয় এলাকাগুলিতে। তাই বর্ষবরণের আমেজে মেতে উঠতে হোটেল, রিসর্ট, গেস্টহাউসগুলির বুকিং শেষ। হোটেল মালিকদের ভাঁড়ারে লক্ষ্মী উপচে পড়ায় মুখে চওড়া হাসি।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ মানে কাজের ব্যস্ততা ও ক্লান্তি ছেড়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে একান্তে মজার সময় কাটিয়ে নেওয়া। শহরের কোলাহল ছেড়ে অনেকেরই গন্তব্য সমুদ্র উপকূল। তার ওপর জগন্নাথের মন্দির দিঘার নতুন আকর্ষণ। মাত্র আটমাসেই দর্শনার্থী সংখ্যা ছাড়িয়েছে, দাবি মন্দির কর্তৃপক্ষের। দিঘা থেকে উদয়পুর সর্বত্রই হোটেল, রিসর্ট আগেভাগে বুক। নিউ দিঘার একটি বিখ্যাত হোটেলের কর্মচারী সন্দীপ জানা বলেন, '৩১ ডিসেম্বরের জন্য আগে থেকেই বুকিং রয়েছে। রুম আর খালি নেই।' দিঘার আরেক হোটেলের কর্মচারী কাজল ওঝা বলেন, 'অনলাইনে ওয়ান ও টু ডে বুকিং করে রাখা হয়েছে।' মন্দারমণির এক হোটেলের কর্মচারী কমল গিরির কথায়, 'এবছর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে নিউ ইয়ারের জন্য ফোন আসতে শুরু করেছে। ২৮ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি বুকিং ফুল রয়েছে।' তাজপুরের এক গেস্ট হাউসের ম্যানেজার স্বপনকুমার রঞ্জিত জানান, শুধু কলকাতা বা অন্যান্য জেলা নয়, বাইরের রাজ্য থেকেও পর্যটক আসছেন দিঘায়।

শংকরপুরের এক রিসর্টের ম্যানেজার সৌমেন দত্ত বললেন, 'নিউ ইয়ারের নাইটের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ ছিল। সেটারও বুকিং ফুল। ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ৯০ শতাংশ বুকিং হয়ে গিয়েছে।' উদয়পুরের এক হোটেলের কর্মচারী রণজয় ঝা'র কথায়, 'লাইভ মিউজিক, বোন ফায়ার এসবের ব্যবস্থা রয়েছে। আগে থেকেই বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে।'

বর্ষবরণ মানে দিঘা, তাজপুর, মন্দারমণি জুড়ে এক উৎসবের আমেজ। এবছর দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদ ও হোটেল মালিক সংগঠনের তরফে এবছর বিচ ফেস্টিভেলের আয়োজন করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর রাতে অলিম্পিকের কায়দায় সমুদ্রের বুকে একটি ভাসমান জেটি থেকে পরিবেশবান্ধব গ্রিন বাজির প্রদর্শন হবে। পর্যটনকেন্দ্রগুলি যানজট মুক্ত রাখতে বাস ও বড় গাড়িগুলিকে ওল্ড দিঘার বদলে বাইপাস দিয়ে নিউ দিঘার দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, 'জগন্নাথ ধাম তৈরি হওয়ার ফলে গাড়ি যেহেতু ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই কিছুটা হলেও মার খাচ্ছে ওল্ড দিঘার ব্যবসায়ীরা। তবে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রত্যেকটি হোটেলে বুকিং হয়ে গিয়েছে।' নতুন বছরকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত উপকূল। তিলধারণের জায়গা নেই সৈকত সরণিতে। নোনা হাওয়া ফের প্রমাণ করল বাঙালির প্রিয় ডেস্টিনেশন সেই সমুদ্রসৈকতই।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ পৌষ ১৪৩২

‘বিপ্লবে’র পরিণতি

গুটিয়ে যাওয়ার পথে জুলাই বিপ্লব। তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন পরবর্তী বাংলাদেশ তাই নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ২০২৪-এর ‘জুলাই অভ্যুত্থানে’র কান্ডারিরা কার্যত ছত্রভঙ্গ। তাঁদের একদল মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মেলানোয় অস্তিত্ব সংকটে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র নেতাদের তৈরি এই এনসিপি। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে এনসিপি’র জোট এখন অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়।

জামায়াতে এবং এনসিপি’র কাছে এই জোট কার্যত বাধ্যবাধকতার রাজনীতি। একথা আর গোপন নেই যে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের অনুপ্রবেশ ছিল। ছাত্রদের ওই আন্দোলনকে শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাতে নিয়ে যাওয়ার মূল উসকানি ছিল জামায়াতের। সেই উদ্দেশ্য সফল হলেও জামায়াতের ক্ষমতা দখল নিয়ে সংশয় যথেষ্ট। বরং বাংলাদেশজুড়ে অরাজকতার পরিবেশের সুবাদে জামায়াতের বিশ্বাসযোগ্যতা যথেষ্ট টাল খেয়েছে। একার পক্ষে নির্বাচনে লড়ে শাসনক্ষমতা দখলের জায়গায় এখন আর নেই জামায়াতে।

আওয়ামী লিগের পর বিএনপি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে স্বাভাবিক পছন্দের তালিকায় রয়েছে। তারেক রহমানের দেশে ফেরা বিএনপি’র পালে হাওয়াকে আরও জোরালো করেছে। ফলে নিজের পরিসর বাড়াতে এখন মরিয়া জামায়াতে। সেই লক্ষ্যে এনসিপি’র সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতায় তাদের আগ্রহ থাকা খুব স্বাভাবিক। অন্যদিকে, যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে, তত মোল্লার দৌড় যে মসজিদ পর্যন্ত, নিজেদের সম্পর্কে সেই উপলব্ধি হচ্ছে এনসিপি’র একাংশেরও।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এনসিপি’তে শামিল তরুণ প্রজন্মের সবাই মৌলবাদী ভাবনার শরিক নন। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামিকে অপছন্দ তাঁদের অনেকের। কেউ কেউ আবার কিছুটা হলেও সর্বধর্মসমন্বয়ের পক্ষে। সেই কারণে জামায়াতে-তে ভিড়ে না গিয়ে তৈরি করতে হয়েছিল আলাদা দল। পৃথক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের আরও একটা কারণ ছিল। তা হল ক্ষমতার লোভ। হাসিনাকে তাড়িয়ে দেশের শাসক হয়ে ওঠার বাসনা পেয়ে বসেছিল এই ছাত্র নেতাদের।

কিন্তু ক্রমে এই নেতারা বুঝতে পেরেছেন, মৌলবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নৈরাজ্য সৃষ্টি যত সহজ, নির্বাচনি সাফল্যলাভ তত কঠিন। শহর এলাকায় সমর্থন মোটামুটি থাকলেও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এনসিপি’র পায়ের তলায় যে জমি খুব কম, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এতে অস্তিত্ব সংকট তৈরি হওয়ার ভয় পেয়ে বসেছে এনসিপি-কে।

তারেক রহমান দেশে ফেরার পর বিএনপি’র পক্ষে দেশজুড়ে উন্মাদনার আবহ সেই আতঙ্ককে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। জামায়াতের লেজ ধরে তাই নাহিদ ইসলাম, সারজিস, হাসনাতের মতো নেতারা যে কোনও মূল্যে ক্ষমতার শরিক হতে মরিয়া। দলের উল্লেখযোগ্য অংশের আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও তাই এনসিপি-কে তাঁরা জামায়াতের জোটসঙ্গী করে ফেললেন। তাতেও নির্বাচনি অঙ্কে শেষরক্ষা হবে কি না, তা জামায়াতে ও এনসিপি’র পক্ষে অনিশ্চিত।

শেষপর্যন্ত দেশ-বিদেশের নানাবিধ চক্রান্তে নির্বাচন ভেস্তে না গেলে জামায়াতের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা প্রবল। সেই শক্তির উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে অন্তত এখন থাকতে চাইছেন এনসিপি’র ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতারা। উভয়পক্ষের তাগিদে তাই এই নির্বাচনি জোট। তবে ক্ষমতা দখল পুরোপুরি অনিশ্চিত মনে করলে এই দুই শক্তি মিলিতভাবে ভোট বানচালের মরিয়া চেষ্টা করতে পারে। সেই চেষ্টা সফল হবে কি না, তা বলার সময় এখনও আসেনি।

রাজনীতির সাপলুডোর খেলায় বিএনপি শাসকদল হয়ে উঠতে পারবে কি না, সেটাও ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বলা যাবে না। তবে ওই খেলায় জামায়াতের চেয়ে বড় ধাক্কা লাগতে পারে এনসিপি-তে। ইতিমধ্যে প্রথম সারির পাঁচজন নেতা এনসিপি’র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির ৩০ জন সদস্য জোটে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। শীর্ষ নেতৃত্ব জোটে অনড় থাকলে ক্ষমতালিপ্সু ছাত্র নেতাদের স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

মানিয়ে নেওয়ার ‘জাতীয় অসুখ’

দিনের আলোয় যে মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে আমরা তুলোধোনা করি, রাতের অন্ধকার নামলেই তাকে ‘বাস্তব’ বলে মেনে নিই।

অনমিত্র বিশ্বাস

সমাজমাধ্যম আর টক শো—দুই জায়গাতেই আমরা বড্ড প্রগতিশীল। নারী স্বাধীনতা, লিঙ্গসাম্য বা পিতৃতন্ত্রের পতন নিয়ে আমাদের তর্কের তুবড়ি ছোটে। কিন্তু সেই তুবড়ির মশলাটা ভিজে যায় ঠিক যখন সূর্য ডোবে। দিনের আলোয় যে মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে আমরা তুলোধোনা করি, রাতের অন্ধকার নামলেই তাকে ‘বাস্তব’ বলে মেনে নিই। বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যাদের প্রগতিশীলতার ফানুস আকাশে ওড়ে, তাদের অন্দরমহলে উঁকি দিলে দেখা যায় এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। লাইব্রেরি খোলা সারারাত, জিম খোলা, কিন্তু মেয়েদের হস্টেলের দরজায় ঝোলে সেই আদিম নিয়মের তালা। রাত ৯টা বাজল তো, রেজিস্টার খাতা নিয়ে যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন ওয়ার্ডেন। ফিরতে দেরি হলে বা বেরোতে চাইলেই কৈফিয়ত দিতে হবে, নাম লিখতে হবে।

সবচেয়ে মজার (বা ভয়ের) ব্যাপার হল, এই ‘শাসন’ প্রক্রিয়াটা ছেলেদের জন্য খাটে না। মেয়েদের বেলায় ওয়ার্ডেনদের প্রধান অস্ত্র—‘বাড়িতে জানিয়ে দেব’। যেন প্রাপ্তবয়স্ক একটি মেয়ের রাতে বাইরে থাকাটা তাঁর পড়াশোনা বা গবেষণার চেয়েও বড় অপরাধ। অথচ ছেলেদের হস্টেলে এই হুমকি ধোপে টেকে না। তাঁদের কাছে বরং রাতবিরেতে বেরোনোর ওপর নিষেধাজ্ঞাটাই হাস্যকর ঠেকে। আসলে, সমস্যাটা নিরাপত্তার নয়, সমস্যাটা আমাদের মজ্জাগত ভণ্ডামির।

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, মানুষ একা হলে তার বিশ্বাসের ধার কমে যায়। আমরা মনে মনে যা বিশ্বাস করি, তা বাস্তবে করে দেখানোর সাহস পাই তখনই, যখন পাশে একটা দল থাকে। ‘মাস সাইকোলজি’ বা যূথবদ্ধতা আমাদের সাহস জোগায়। ইতিহাস ঘাঁটলে এর ভূরিভূরি প্রমাণ মেলে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সেই অগ্নিযুগের কথা ভাবুন। যাঁরা একসঙ্গে লড়াই করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, তখন কি আর সেই স্ফুলিঙ্গ বজায় রাখতে পেরেছিলেন? তেভাগা আন্দোলনের সুবোধ রায় হোন, কিংবা নকশাল অনন্তলাল সিংহ বা মেয়র লোকনাথ বল—বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাঁদের কারও রাজনৈতিক বা বিপ্লবী জীবনে চট্টগ্রামের সেই ঔজ্জ্বল্য আর দেখা যায়নি।

সমাজের ছাঁচে পড়ে যাওয়া

আমার এক সন্ন্যাসী সতীর্থকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, ‘সংসারে থেকেও কি ঈশ্বরলাভ সম্ভব নয়?’ তিনি হেসে বলেছিলেন, ‘কেন নয়? কিন্তু সেখানে যে বড্ড একা! মঠের পরিবেশ আর বাইরের জগতের পার্থক্য হল—এখানে কেউ হতাশ হলে অন্যজন তাকে উৎসাহ দেয়, কেউ গাফিলতি করলে তাকে ভর্ৎসনা করার লোক আছে। সংসারে তোমরা কেবল গোলমালই পাকাতে পারো, শোধরানোর লোক নেই।’ কথাটা নির্মম সত্য। একা হয়ে পড়লে মানুষের ‘কনভিকশন’ বা প্রত্যয় নড়বড়ে হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক চাপে সে তখন নিজেকে ভেঙেচুরে সমাজের ছাঁচে ফেলে দেয়। তাই যে ছেলেটা বা মেয়েটা পাবলিক ফোরামে বিপ্লব আউড়ে আসে, বাড়ি ফিরে সে-ই আবার নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কারণ দিনের শেষে আমরা সবাই ভীষণ অলস এবং আপসকামিতায় বিশ্বাসী। স্বামী বিবেকানন্দ যাকে বলেছিলেন ‘টু ফেস দ্য ডেভিল’—সেই শয়তানের চোখে চোখ রাখার সাহস আমাদের নেই। বরং আজন্ম আমাদের শেখানো হয়েছে—মানিয়ে নেওয়াটাই ভদ্রতা, আর অসুবিধার কথা জোরগলায় বলাটা বেহায়াপনা। আমরা বেঁচে আছি ‘ঠেকা দিয়ে’। ক্রিকেট ম্যাচে যেমন ব্যাটাররা খারাপ বলের অপেক্ষায় থেকে ভালো বলগুলো শুধু ঠেকিয়ে যায়, আমাদের জীবনটাও তাই। প্রতিরোধের সাহস আমাদের কদাচিৎ হয়, আর একা হলে তো প্রশ্নই নেই। জুলুমবাজি বা অন্যায় দেখলে আমরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি।

একা হয়ে পড়লে মানুষের ‘কনভিকশন’ বা প্রত্যয় নড়বড়ে হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক চাপে সে তখন নিজেকে ভেঙেচুরে সমাজের ছাঁচে ফেলে দেয়। তাই যে ছেলেটা বা মেয়েটা পাবলিক ফোরামে বিপ্লব আউড়ে আসে, বাড়ি ফিরে সে-ই আবার নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কারণ, দিনের শেষে আমরা সবাই ভীষণ অলস এবং আপসকামিতায় বিশ্বাসী।

মহাভারতও সাক্ষী

মহাভারতের পাতা ওলটালে দেখা যায়, এই আপসের খেলা নতুন নয়। সোমাশ্রয়ণ তীর্থে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ অর্জুনকে দম্ভভরে বলেছিলেন, ‘রাত্রিবেলাটা আমাদের, অর্থাৎ গন্ধর্ব আর রাক্ষসদের। মানুষের বিচরণ কেবল দিনে।’ অর্জুন সেদিন গাণ্ডীব হাতে হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, ‘তুমি কে হে, যে তোমার কথায় আমি রাতে গঙ্গার জল স্পর্শ করব না?’ কী অদম্য তেজ! অথচ সেই অর্জুনই আবার দ্যূতসভায় পাশার চালের নিয়মের কাছে হার মানলেন, পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে সন্ধি করতে চাইলেন, এমনকি আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করার চেয়ে ভিক্ষান্ন ভোজনকে ‘শ্রেয়’ মনে করলেন।

আজকের বাঙালিও সেই ‘সিলেক্টিভ’ সাহসী। বাংলা সিরিয়ালের নববিবাহিতা বৌটির মতো আমাদের মানিয়ে নেওয়ার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। হস্টেলে র‍্যাগিং হচ্ছে? সিনিয়াররা বলছে মানিয়ে নাও, নইলে তুমি ‘মিসফিট’। পাড়ায় গভীর রাতে শব্দবাজি ফাটছে? হার্টের রোগীর কষ্ট হচ্ছে? প্রশাসন বলছে, ওটুকু মানিয়ে নিন, উৎসব বলে কথা! আজ আমাদের দেশের ‘সিভিক সেন্স’ আর সেই সন্ত্রাসবাদীদের মানসিকতার মধ্যে বিশেষ তফাত খুঁজে পাওয়া ভার। প্রাকৃত উচ্ছ্বাসের নামে অন্যের প্রাণান্ত করাটা এখন আমাদের সংস্কৃতি। সিনেমার পর্দায় সুভাষচন্দ্র বসু যখন ইংরেজ প্রফেসরকে প্রহার করেন, আমরা হাততালি দিই। কিন্তু বাস্তবে? বাস্তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটি যখন সিস্টেমের চাপে আত্মহত্যা করে, আমরা চুপ থাকি। ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ‘অভিমন্যু’র মতো একা লড়াই করে হেরে যান, আর আমাদের গবেষক-অধ্যাপকরা প্রশাসনিক দুর্নীতি দেখেও চোখ বুজে থাকেন। কেন? কারণ, ট্যাঁ-ফোঁ করলেই ফান্ডিং বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়।

গলদ সিস্টেমেই

সিস্টেমের এই পচন সর্বত্র। পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে যে প্রহসন চলে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শতরূপ ঘোষ। একজন সেক্স-অফেন্ডারের পাসপোর্ট পুলিশ অ্যাপ্রুভ করল কী করে? উত্তরটা ওই ‘দৃশ্যম’ সিনেমার গাইতোন্ডে-দের মতো অফিসারদের পকেটে। ন্যায্য অ্যাপ্লিকেশন আটকা পড়ে থাকে, আর টাকার বিনিময়ে অপরাধীর ছাড়পত্র মেলে। নিয়ম ভাঙারও কি কোনও নিয়ম আছে? নাকি সবটাই শিশুপালের অপরাধের মতো একশো হওয়ার অপেক্ষায়?

আসলে সমস্যাটা গোড়ায়। আমরা রোগ সারাতে চাই, কিন্তু রোগের কারণটা উপড়ে ফেলতে চাই না। লাতিন আমেরিকা ভ্রমণের সময় মোটর সাইকেল আরোহী এক সদ্য স্নাতক ডাক্তার তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন এক অমোঘ উপলব্ধির কথা। তিনি বুঝেছিলেন, ডাক্তার কেবল দৈবাৎ ঘটে যাওয়া অসুখের সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু যে সমাজ ব্যবস্থায় অনাহারে, অমানুষিক পরিশ্রমে মানুষ তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছে, সেখানে শুধু ওষুধ দিয়ে কী হবে? আগে দরকার তাদের বাঁচানো। দরকার সৈনিকের ভূমিকা। তবেই চিকিৎসার উপযোগিতা থাকবে।

নেহরু পেরেছিলেন, নেতাজি পারেননি

সেই ডাক্তারই পরে হয়ে উঠেছিলেন চে গেভারা। তিনি বুঝেছিলেন, তলোয়ারের কাজটা না সেরে স্ক্যালপেল ধরলে তা পণ্ডশ্রম। মহাজনি শোষণের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে তিনি কেবল ‘মানিয়ে’ নেননি, ‘ঠেকা’ দেননি। তিনি চেয়েছিলেন জরাজীর্ণ সমাজটাকে বলরামের লাঙল দিয়ে উপড়ে ফেলতে। সুভাষচন্দ্র বসুও তাই। নরমপন্থীদের তোষামোদ আর আপসের রাজনীতিতে যখন তিনি শ্বাসরুদ্ধ বোধ করছিলেন, তিনি বেছে নিয়েছিলেন অনিশ্চিত বিদেশ-বিভুঁই আর এক অসম যুদ্ধ। নেহরু তখন ভেবেছিলেন, ‘এই বয়সে জেলে যাওয়া ঝক্কির ব্যাপার।’ নেহরু মানিয়ে নিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সুভাষ পারেননি। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে কে ঠিক—আপস, নাকি বিদ্রোহ? সে তর্কের মীমাংসা আজও হয়নি।

তবে একটা কথা স্পষ্ট। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আর সুখের জন্য অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা এক জিনিস, আর সেই আপসকেই ‘রাজধর্ম’ বা ‘সামাজিক নিয়ম’ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া আরেক জিনিস। কোনও মেয়ে যদি রাতে বেরোতে ভয় পায়, সেটা তার ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সতর্কতা হতে পারে—তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যখন রাষ্ট্র বা সমাজ সেই ভয়টাকেই নিয়ম বানিয়ে দেয়, মেয়েদের গৃহবন্দি করে রাখে ‘সুরক্ষা’র দোহাই দিয়ে, তখন সেটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উত্তরের অপেক্ষা

আজ যদি আমরা তরুণ চে-র মতো সমবেত স্বরে চিৎকার করে বলতে পারতাম—না, আমরা আর ক্ষইব না, সইব না; যদি আধমরা সমাজটাকে ঘা মেরে বাঁচানোর সৎসাহসটুকু অর্জন করতে পারতাম; তবেই হয়তো কিছু বদলাত। যাঁরা টি-শার্টে চে-র ছবি আর ড্রয়িংরুমে বিবেকানন্দের মূর্তি পাশাপাশি রাখেন, তাঁরা যদি এই দুই আইকনের প্রকৃত দর্শনকে মেলাতে পারতেন—তবে বুঝতেন, ভয় পেয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা নয়, অন্ধকারকে জয় করাই মনুষ্যত্ব।

আমরা কি পারব অর্ধেক আকাশকে অন্ধকারে ভয় পাওয়ার পরামর্শ না দিয়ে, তাদের সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার ভেদ করতে? নাকি সেই ‘মানিয়ে নেওয়া’র আফিম খেয়েই কাটিয়ে দেব আরও একটা শতাব্দী? উত্তরটা আমাদেরই খুঁজতে হবে।

(লেখক আইআইটি ভিলাই-এ অঙ্কের গবেষক)

আজ

২০১৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন পরিচালক মৃণাল সেন।

১৯৭৫

আমেরিকান গলফার টাইগার উডসের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

এসআইআর-এ পঞ্চাশজন মানুষ মারা গেলেন, আত্মহত্যা করলেন। এটা মেনে নেওয়া যায় না। মায়ের কাছে প্রার্থনা করব, দানবিক শক্তির বিনাশ ঘটাও। মানবিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলো। অনেক সহ্য করেছি। এখনও সহ্য করছি। ধৈর্য ধরে আছি। কিন্তু মনে রাখবেন, সহ্যের একটা সীমা থাকে। ধৈর্যেও সীমা আছে।

– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

চিনের গুয়াংজুতে এক বাড়ির চারতলার জানলায় খেলছিল একটি শিশু। গ্রিল গলে বেরোনোর চেষ্টা করে সে। দেহ গলে গেলেও মাথা গ্রিলে আটকে যায়। তিনটি ছেলে বহুতলের দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠে শিশুটিকে উদ্ধার করে।

ভাইরাল/২

মালয়েশিয়া থেকে চেন্নাই ফেরেন দক্ষিণের তারকা-রাজনীতিক থালাপতি বিজয়। বিমানবন্দরের টার্মিনাল থেকে বেরোতেই ঘিরে ধরেন ভক্তরা। সেলফির হিড়িকে নিরাপত্তারক্ষীদের কালঘাম ছোটে। হুড়োহুড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান বিজয়। কোনওরকমে তাঁকে গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়।

জনমন
জনমত

প্রকৃতিকে বিরক্ত করে উৎসব হয় না

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি - শীতের এই পর্বটি বাঙালির কাছে নিছক সময়কাল নয়, এ এক মিলনোৎসবের মরশুম। আনন্দপ্রিয় বাঙালি এ সময়েই বেরিয়ে পড়ে ‘চড়ুইভাতি’র ডাকে। পিকনিক মানে খোলা আকাশ, গল্প-গান, হাসিমজা, খাওয়াদাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সময় কাটানো। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়, পিকনিকের আনন্দ ক্রমশ প্রকৃতির স্বস্তি কেড়ে নিচ্ছে। অরণ্য-অভয়ারণ্য সংলগ্ন অঞ্চলে উচ্চগ্রামে ডিজে বা ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম বাজানো এখন এক ‘ট্রেন্ড’ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা বন্যপ্রাণের স্বাভাবিক জীবনচক্র, প্রজনন আচরণ, খাদ্য সংগ্রহ ও পরিযায়ী পাখিদের গতিপথে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

শব্দ দূষণের অভিঘাতে হাতি, হরিণ, বন্য শুয়োর থেকে শুরু করে নিশাচর প্রাণীরাও দিশেহারা হয়ে পড়ছে, যা প্রাকৃতিক খাদ্যশৃঙ্খল ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে দীর্ঘমেয়াদে বিপন্ন করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা। একবার ব্যবহারযোগ্য থালা, গ্লাস, পলিথিন, চিপস, জলের প্যাকেট, বোতল - এসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রকৃতির কোলে ফেলে আসা মানেই নদীর জল, মাটির উর্বরতা ও পশুপাখির অস্তিত্বে বিষের সঞ্চার। অনেক প্রাণী খাবারের সঙ্গে প্লাস্টিক গিলে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, মাটি প্লাস্টিক-মাইক্রোপ্লাস্টিকে আচ্ছন্ন হয়ে তার স্বাভাবিক শ্বাস-জলধারণ ক্ষমতা হারাচ্ছে। পরিবেশ সচেতন সমাজের কাছে এ শুধু দূষণ নয়, এ এক নীরব সর্বনাশের পূর্বাভাস।

সরকারি দপ্তর, বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, অভয়ারণ্য-ইকো সেনসিটিভ জোন লাগোয়া এলাকায় ডিজে সাউন্ড সিস্টেম নিষিদ্ধকরণ, কঠোর নজরদারি, নির্দিষ্ট বর্জ্য ফেলার পয়েন্ট স্থাপন, ‘লিভ নো ট্রেস’ নীতির প্রচার এবং পর্যটক-পিকনিকপ্রেমীদের জন্য সচেতনতা প্রচার চালু করা হোক। একইসঙ্গে নাগরিক সমাজ, সংগঠন, শিক্ষক-ছাত্র-যুবসমাজকে নিয়ে ‘নো ডিজে, নো প্লাস্টিক, ওনলি নেচার’ বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রকৃতির কোলাহলই হোক আমাদের সংগীত, পাতা-জলের শব্দেই হোক আমাদের আনন্দ। প্রকৃতিকে বিরক্ত করে উৎসব হয় না, প্রকৃতিকে রক্ষা করেই উৎসব সার্থক হয়।

‘আনন্দ’ ও ‘দায়িত্ব’ - এই দুইয়ের সমন্বয়েই বাঁচবে উত্তরবঙ্গের অরণ্য, বাঁচবে তার প্রাণস্পন্দন, বাঁচবে বাঙালির চড়ুইভাতির প্রকৃত আনন্দ।

শ্রাবন্তী রায়, পূর্ব মাগুরমারি, ধূপগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মিষ্টি-ছোঁয়াচ এড়িয়েও অন্য পরিচিতি

সন্ধ্যামণি পিঠা, ডিমের পিঠা, কাটা পিঠা : চেনা রূপের বাইরে বাংলাদেশে ‘পিঠা’-কে নিয়ে রয়েছে অন্য এক দর্শন।

মলয় চক্রবর্তী

শীত নামলেই রসনাতৃপ্তির টানে বাঙালির মন প্রথমে যে স্বাদের দিকে ছুটে যায়, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পিঠার অপার আমন্ত্রণ। এপার বাংলায় ‘পিঠে’, ওপার বাংলায় ‘পিঠা’—একই রন্ধন ঐতিহ্যের দুই নাম, কিন্তু বাংলাদেশের পিঠার ঐশ্বর্য যেন একটু আলাদাই। নতুন ধানের আতপচাল, তাজা খেজুরগুড়, মোলায়েম পাটালির সুবাস আর চুলোর ধোঁয়ার উষ্ণতায় যে স্বাদময়তার জন্ম হয়, তা যেন শীতের গ্রামীণ জীবনের অতুলনীয় রূপকথা। বাংলাদেশের নানা জেলায় শীত মানেই পরিবারের পর পরিবারে পিঠা তৈরির উৎসব, যেন একটি মৌসুমি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। শিশু অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে যে ‘পিঠা উৎসব’ সেখানকার শীতকে এক অনন্য সামাজিক মিলনমেলায় পরিণত করেছে, তা আজ রন্ধনশৈলীকে অতিক্রম করে এক মানবিক উৎসবের রূপ নিয়েছে। ঘরে ঘরে মায়েরা, বধূরা, অনূঢ়ারা যেন প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন—কে কত অভিনব পিঠা তৈরি করতে পারেন, কার হাতের স্বাদে মুগ্ধতা বেশি। বাঙালির চিরন্তন অতিথি-সংস্কৃতি তাই এই শীতকালীন রসনার মাধ্যমে আবারও পুনর্জাগরিত হয়। আমরা সাধারণত পিঠেকে শুধুই মিষ্টির পরিধিতেই ভাবি; খেজুর রস, চিনির সিরা বা ক্ষীরসার আশ্রয়ে তৈরি স্বাদই যেন পিঠের আদি-মূর্ত।

কিন্তু বাংলাদেশের পিঠার ইতিহাস বলছে অন্য কথা- সেখানে নোনতা, ঝাল এবং ডিম, মাছ, মাংস ও শুঁটকি-সংবলিত পিঠারও এক বিস্ময়কর ধারা রয়েছে। এপার বাংলায় যা তেমন পরিচিত নয়, তা ওপারে বহু শতাব্দী ধরে স্বীকৃত শৈল্পিক খাদ্যসংস্কৃতি। কাঁঠাল পাতায় ভাপে ওঠা ‘সাগু দানা পিঠা’, সন্ধ্যামণি ফুলের মতো আকৃতির ‘সন্ধ্যামণি পিঠা’, দুধ-নারকেলের পরম মেলবন্ধনে গড়া ‘গোকুল পিঠা’, অভিজাত বিয়েবাড়ির ভেট- ‘ফুল অন্দরসা’, ঝাল-মশলা-ডিমের সমন্বয়ে ‘ডিমের পিঠা’, নৌকার মতো আকৃতির পুরোনো দিনের ‘কাটা পিঠা’, কিংবা বরিশালের প্রবাদপ্রতিম ‘কুয়োরা পিঠা’। বাংলাদেশের পিঠার নামলগ্নই যেন তার সৃষ্টি-কাহিনি বলে দেয়। কোথাও তিলের গন্ধ, কোথাও পোস্তর মোলায়েম সংস্পর্শ, কোথাও শুকনো লংকার দহনে লেগে থাকা গ্রামীণ ঝাঁঝ—প্রত্যেকটি পিঠা যেন একেকটি অঞ্চলের নিজস্ব কণ্ঠস্বরে রচিত স্বাদ-স্মৃতি। আতপচাল, পাকা কলা, নারকেল কোরা, দুধ, এলাচ, দারুচিনি, পেস্তা, ক্ষীরসা, মাছ, মাংস, শুঁটকি- বাংলাদেশের পিঠাশিল্প এই বহুবর্ণ উপাদানের মেলবন্ধনে এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে।

পিঠার সম্ভার। বাংলাদেশে।

ফলে পিঠা আর কেবল শীতের খাবার নয়—এটি এক অঞ্চলের ইতিহাস, স্বাদস্মৃতি, খাদ্যবোধ এবং ঘরোয়া সৃজনশীলতার ধারক। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিকতার ঝড়, শপিং মল ও পাঁচতারা হোটেলের পরিচিত জগৎ এই পিঠা-ঐতিহ্যকে মুছে দেয়নি। বরং উলটোটাই ঘটেছে—পিঠা আজ শহুরে পরিবেশে নতুনভাবে জনপ্রিয়, স্বাস্থ্যকর রন্ধনশৈলী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শীতের সন্ধ্যায় বাঙালির মন তাই অনিবার্যভাবে মনে করে সেই ওপারের স্বাদ; অনেকেই বলেন—‘বাংলাদেশের পিঠা খাইতে বড় মিঠা।’ শীতের শুরুতেই যাঁরা কখনও বাংলাদেশের পিঠার সুধাস্বাদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মনের জানলা খুলে যায় সেই স্মৃতির দিকে—খেজুর গুড়ের সুবাস, দুধ-নারকেলের উষ্ণতা, আর আতপচালের ভাপা গন্ধ। এই কারণেই প্রবচনের মতোই শোনায়—পিঠার জন্য পিঠে পড়লেও বাঙালির ক্ষতি নেই। আজ পশ্চিমবঙ্গেও গ্রামের মাটিতে পিঠা তৈরির সেই আবহ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। তবু স্বীকার করতেই হয়, পিঠার যে সুবিন্যস্ত বৈচিত্র্য বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে রক্ষিত রয়েছে, তার কোনও তুলনা নেই।

বাংলাদেশের পিঠা শুধু খাদ্য নয়—একটি জাতির স্মৃতি, উৎসব, আনন্দ, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মেলবন্ধন। শীতের হাওয়া লাগলেই তাই মন আপনিই বলে ওঠে—শীতের সবচেয়ে মধুর স্বাদ লুকিয়ে আছে ঐতিহ্যে, আর সেই ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ নাম—বাংলাদেশের পিঠা।

(লেখক শিক্ষক। ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩১

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। যে নিজেকে বড় বলে জাহির করে আসলে ধোঁকাবাজ ৩। অচিরেই যে মহিলার সন্তান প্রসব হবে ৫। যে শিশু মাতৃস্তন্যের ওপর নির্ভরশীল ৬। উৎকট, জঘন্য বা বীভৎস ৭। রামের ভাই লক্ষ্মণের বৌ ৯। একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যার তথ্যপঞ্জি ১২। গৌরব বা মাহাত্ম্য ১৩। এক রাতের মধ্যে।

উপর-নীচ : ১। অকাজের জিনিস বা অর্থহীন কথা ২। তীব্র বিষ বা হলাহল ৩। ঘি বা তেলে তৈরি বিশেষ ধরনের ভাত ৪। ব্যঞ্জন রান্নার চ্যাপ্টা হাঁড়ি ৫। পলেস্তারা হতে পারে, পরিধেয়ও হতে পারে ৭। পরিমাণ বা সংখ্যায় কম ৮। বিপদ বা সতর্কতার সংকেত ৯। ফুলের রেণু ১০। ঋগবেদে উল্লেখ আছে দেবতাদের কুকুর ১১। ঝাঁটা বা সম্মার্জনী।

সমাধান ■ ৪৩৩০

পাশাপাশি : ১। কুট্টক ৪। টুকনি ৫। ফুফা ৭। দম্ভোক্তি ৮। শতক্রতু ৯। আগড়ুম ১১। বার্ষিক ১৩। পলু ১৪। ফেরেব ১৫। লাগাম।

উপর-নীচ : ১। কুসীদ ২। কটুক্তি ৩। অনির্দেশ ৬। ফালতু ৯। আলাপ ১০। মহাফেজ ১১। বাবলা ১২। কদম।

বিন্দুবিসর্গ

বৈদ্যুতিক বেড়ায় বাঘের বধ্যভূমি

চিতার জন্য অবশ্য রেড কার্পেট মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ২৯ ডিসেম্বর : নামিবিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চিতা উড়িয়ে এনে মধ্যপ্রদেশের কুনো অরণ্যে যখন উৎসবের রোশনাই, ঠিক তখনই সেই একই রাজ্যের জঙ্গলে নিঃশব্দে ফুরিয়ে যাচ্ছে ভারতের জাতীয় পশু। ২০২৫ সাল সম্ভবত ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে মধ্যপ্রদেশে বাঘের মৃত্যুর সংখ্যা ৫৫ ছুঁয়েছে। ১৯৭৩ সালে 'প্রজেক্ট টাইগার' চালু হওয়ার পর থেকে গত বাহান্ন বছরে বাঘের অপমৃত্যুর এমন ভয়াবহ পরিসংখ্যান আর দেখা যায়নি।

সদ্যই বুন্দেলখণ্ডের সাগর এলাকায় হিলগান গ্রামের কাছে মিলেছে আরও এক পূর্ণবয়স্ক বাঘের দেহ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে মৃত্যু হয়েছে আট বছর বয়সী এই বাঘটির এবং প্রমাণ লোপাটে দেহটি অন্যত্র ফেলা হয়েছে। অথচ, এই সেই মধ্যপ্রদেশ, যাকে গর্ব করে 'টাইগার স্টেট' বলা হত। আজ সেই রাজ্যই বাঘের মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে।

সবচেয়ে বড় পরিহাস হলো সরকারের অগ্রাধিকার। একদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে চিতা এনে পুনর্বাসনের কাজ চলছে, আর অন্যদিকে ঘরের বাঘেরা অরক্ষিত। চিতা আনার জাঁকজমকে কি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বাঘ সংরক্ষণের মূল এজেন্ডা? বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলছেন, কুনোর চিতাদের জন্য যতটা তৎপরতা দেখা যায়, তার সিকিভাগও যদি স্থানীয় বাঘেদের করিডর রক্ষায় দেখা যেত, তবে হয়তো ৫৫টি বাঘকে অকালে প্রাণ হারাতে হতো না।

মূলত ফসলের ক্ষেতে দেওয়া অবৈধ বৈদ্যুতিক বেড়া বা 'ইলেকট্রিক ফেন্সিং' এখন বাঘেদের জন্য মরণফাঁদ। নৌরাদেহী অভয়ারণ্যের মতো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা বাঘেরা যখন নতুন ডেরার খোঁজে বেরোচ্ছে, তখন তারা জড়িয়ে পড়ছে মানুষের পাতা এই ফাঁদে। বনদপ্তরের শীর্ষ কর্তা ভি এন আম্বাড়ে অফিসারদের কড়া চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছেন ঠিকই, কিন্তু মাঠের বাস্তব বলছে অন্য কথা। নজরদারির অভাবেই যে এই মৃত্যুমিছিল, তা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

বিদেশ থেকে অতিথি এনে জঙ্গল ভরানো যায়, কিন্তু ঘরের সম্পদ রক্ষা করতে না পারলে তা কেবল সংরক্ষণ নয়, বরং জাতীয় ব্যর্থতা হিসেবেই গণ্য হবে। ৫৫টি বাঘের মৃত্যু কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি আমাদের অগ্রাধিকারের গালে এক সপাটে চড়।

ফাঁসির জন্য শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ব ■ সত্যমেব ধ্বনি তরুণীর

কুলদীপের জামিনে স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের জামিনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চের এই রায়ের ফলে আপাতত জেল থেকে বেরোতে পারছেন না বহিষ্কৃত ওই বিধায়ক।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তি আর এক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা দিল্লি হাইকোর্টের গত ২৩ ডিসেম্বরের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিচ্ছি।'

গত মঙ্গলবার কুলদীপের জামিন মঞ্জুর করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। তারপর জামিন মঞ্জুরের নির্দেশের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। শীর্ষ আদালত হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নির্যাতিতার পরিবার ও মানবাধিকার কর্মীরা।

আদালতের এদিনের রায়ের পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন উন্নাওয়ের নির্যাতিতা। তিনি এই রায়কে ন্যায়বিচারের পথে এক বড় জয় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আজকের এই রায় প্রমাণ করল যে এই দেশে এখনও আইন বেঁচে আছে এবং অপরাধী যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, সে আইনের ঊর্ধ্বে নয়। দিল্লি হাইকোর্টের জামিনের নির্দেশের পর আমি এবং আমার পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলাম।

> দিল্লি হাইকোর্টের জামিনের নির্দেশের পর আমি এবং আমার পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমাদের লড়াই কি বৃথা যাবে? কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আজ ফের সাহস ফিরে পেলাম। সত্যমেব জয়তে।
>
> **নির্যাতিতা**

মনে হচ্ছিল, আমাদের লড়াই কি বৃথা যাবে? কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আজ ফের সাহস ফিরে পেলাম। সত্যমেব জয়তে।' নির্যাতিতা আরও বলেন, 'সেঙ্গার বাইরে থাকলে তাঁর ও তাঁর সাক্ষীদের প্রাণের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যেত।' তাঁদের লড়াই থামছে না জানিয়ে তরুণী বলেন, 'যতদিন না ওর (কুলদীপের) ফাঁসি হচ্ছে, ততদিন লড়ে যাব।' তরুণীর মা বলেন, 'সব আদালতের ওপরই আমাদের আস্থা ছিল, আছে। সুপ্রিম কোর্টের ওপর তো আছেই।'

শুনানির পর সুপ্রিম কোর্টের বাইরে আইনজীবীরা। সোমবার।

সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতার পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবীরা। তাঁরা আদালতকে জানান, সেঙ্গার অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তাঁর বাইরে থাকা মানেই সাক্ষীদের প্রভাবিত করা। আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'হাইকোর্ট যে যুক্তিতে জামিন দিয়েছিল, তা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সুপ্রিম কোর্ট আজ সেই ভুল সংশোধন করেছে। এটি নির্যাতিতার নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।' মানবাধিকার কর্মী কবিতা কৃষ্ণান বলেন, 'উন্নাও মামলাটি ক্ষমতার অপব্যবহারের একটি চরম উদাহরণ। প্রভাবশালী রাজনীতিকদের অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সুপ্রিম কোর্টের এই হস্তক্ষেপ তার মূলে আঘাত হানল।' কংগ্রেস নেত্রী নারী অধিকার কর্মী মমতাজ প্যাটেল বলেন, 'কুলদীপের ফাঁসি হওয়া উচিত। আশা করছি, সেই ন্যায়বিচারও নিশ্চয়ই পাব।'

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক সাহসী মেয়ের লড়াই আজ সুপ্রিম কোর্টে স্বীকৃতি পেল। উন্নাওয়ের মেয়ের পাশে গোটা দেশ আছে।' তৃণমূল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির তরফেও বলা হয়েছে, বিজেপি সরকার অপরাধীদের প্রশ্রয় দিলেও আদালতই শেষ ভরসা। রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি অলকা লাম্বা প্রমুখ।

২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে ২০১৯ সালে কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। পরবর্তীতে নির্যাতিতার গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কা এবং তাঁর বাবার মৃত্যুর মামলাতেও সেঙ্গার দোষী সাব্যস্ত হন। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্ট তাঁর সাজার ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে জামিন মঞ্জুর করেছিল, যা আজ খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। জানুয়ারিতে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে শীর্ষ আদালত। আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে প্রাক্তন এই বিধায়ককে।

আমি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত
খোলা চিঠি কুলদীপ-কন্যার

উন্নাও, ২৯ ডিসেম্বর : উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দোষী ও জেলবন্দি কুলদীপ সিং সেঙ্গারের সাজা বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ের পর দীর্ঘ আট বছরের নীরবতা ভেঙে এক আবেগতাড়িত খোলা চিঠি লিখেছেন সেঙ্গারের কন্যা ঈশিতা সেঙ্গার। চিঠিতে তিনি দাবি করেছেন, দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই আইনি লড়াই ও সামাজিক গঞ্জনায় তিনি এবং তাঁর পরিবার আজ ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত।

ঈশিতার মতে, গত আট বছর ধরে তাঁদের পরিচয় কেবল 'এক অপরাধীর পরিবার' হিসাবেই। তাঁর আক্ষেপ, 'মানুষের তৈরি করা

হুজুগ আর সমাজমাধ্যমের ট্রায়াল আমাদের মানবিকতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।' সত্য গোপন রেখে কেবল 'বিজেপি বিধায়কের কন্যা' তকমা দিয়ে তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে বলেও অনুযোগ তাঁর।

চিঠিতে ঈশিতা লিখেছেন, এই দীর্ঘ সময়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে প্রতিনিয়ত ধর্ষণ ও খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতার দাপট নয়, বরং বিচারব্যবস্থার ওপর ভরসা করেই তাঁরা এতদিন চুপ ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে জনরোষ আর ভুল তথ্যের চাপে প্রকৃত তথ্য ও প্রমাণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

ঈশিতার আবেদন, বিচার হোক কেবল আইনি প্রমাণের ভিত্তিতে, জনমতের চাপে নয়। দেশের সংবিধানের প্রতি আস্থা রেখে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, জনরোষ কি তবে প্রমাণের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে? প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উদ্দেশে লেখা এই চিঠিতে এক কন্যার আর্তনাদ নতুন করে আইনি ও সামাজিক বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

ইংরেজি নতুন বছরের আগে স্বর্ণমন্দিরের সামনে পর্যটকদের ভিড়। সোমবার অমৃতসরে।

কুকুর গণনায় শিক্ষক, সাফাই দিল দিল্লি সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসরুমে পড়াবেন না কি রাস্তায় পথ-কুকুর গুনবেন? দেশের রাজধানীতে এই প্রশ্ন ঘিরেই সোমবার শুরু হয়েছে নজিরবিহীন বিতর্ক। দিল্লির শিক্ষা অধিদপ্তর স্কুল শিক্ষকদের কুকুর গণনার কাজে মোতায়েন করার একটি তালিকা প্রকাশ করতেই শোরগোল পড়ে যায় শিক্ষা মহলে। উত্তর-পশ্চিম দিল্লির অন্তত ১১৮ জন শিক্ষকের নাম সম্বলিত সেই তালিকা ঘিরে বিতর্ক বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত আসরে নামতে হয় দিল্লি সরকারকে। প্রশাসনের তরফে তড়িঘড়ি স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শিক্ষকদের দিয়ে সরাসরি রাস্তায় কুকুর গণনার কাজ করানো হবে না।

ঘটনার সূত্রপাত, সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশকে কেন্দ্র করে। ৭ নভেম্বর শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, স্কুল, হাসপাতাল এবং জনবহুল এলাকা থেকে পথ-কুকুরদের সরিয়ে নির্দিষ্ট আশ্রয়ে পাঠাতে হবে। সেই নির্দেশ পালনের 'টপ প্রায়োরিটি' কাজ হিসেবেই শিক্ষকদের নাম জড়ায়। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে বলা হয়েছিল, নোডাল অফিসার হিসেবে শিক্ষকদের এই কাজে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু শিক্ষক সংগঠনগুলি প্রশ্ন তোলে, প্রাণীবিকাশ বা বন দপ্তর থাকতে কেন শিক্ষকতার মতো মহৎ পেশার মানুষদের এই কাজে নামানো হচ্ছে? শালিমারবাগের এক শিক্ষিকা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আমাদের কোনও বিকল্প না দিয়েই এই নির্দেশ মানতে বাধ্য করা হচ্ছিল।'

অবস্থা বেগতিক দেখে বিকেলে পালটা বিবৃতি দেয় দিল্লি সরকার। জানানো হয়, শিক্ষকরা মাঠে নেমে কুকুর গুনবেন না। শুধুমাত্র প্রশাসনিক সমন্বয়ের জন্য প্রতি স্কুল থেকে একজন 'নোডাল অফিসার' মনোনীত করা হবে। তাঁদের নাম ও নম্বর স্কুলের বাইরে টাঙানো থাকবে যাতে কুকুর সংক্রান্ত কোনও সমস্যায় দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। উত্তরপ্রদেশ বা কর্ণাটকেও এই ধরনের প্রশাসনিক সমন্বয়ের জন্য শিক্ষাকর্মীদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছে প্রশাসন। তবে সরকার পিছু হটলেও, শিক্ষকদের দিয়ে 'অ-শিক্ষক' সুলভ কাজ করানোর এই মানসিকতা নিয়ে ক্ষোভ কমছে না রাজধানীর শিক্ষক মহলে।

নীতীশের নয়া প্রশাসনিক নীতি

পাটনা, ২৯ ডিসেম্বর : বিহারে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণে এবার সরাসরি অংশ নেবেন সাধারণ মানুষ। বিধায়ক বা আমলারা নন, রাজ্য কীভাবে চলবে তার দিশা দেখাবে খোদ আমজনতা। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার 'সাত নিশ্চয়-৩' প্রকল্পের অধীনে এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মূল লক্ষ্য, ২০২৫ থেকে '৩০ সালের মধ্যে বিহারকে উন্নত রাজ্যে পরিণত করা।

সরকারের এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, 'সবাইকে শ্রদ্ধা, জীবনযাত্রাকে সহজ করা'। এর মাধ্যমে সরকারি পরিষেবাগুলিকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথিপত্র বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, প্রবীণ নাগরিকদের হোম নার্সিং বা বিশেষ যত্ন, চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকায় পথচারীদের জন্য নিরাপদ রাস্তা তৈরির মতো বিষয়ে নাগরিকদের কাছ থেকে মতামত চেয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিতে সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইছে প্রশাসন।

এই উদ্যোগকে 'ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক পরীক্ষা' হিসেবে দেখছেন সরকারি আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, এর ফলে নাগরিকরা শুধু প্রকল্পের উপভোক্তা হয়ে থাকবেন না, বরং সরকারি যোজনা তৈরিতে সরাসরি অংশীদার হবেন।

আগ্রহী ব্যক্তিরা কিউআর কোডের মাধ্যমে অনলাইনে অথবা ৪ জানুয়ারি, ২০২৬-এর মধ্যে ডাকযোগে পাটনার ৪, দেশরত্ন মার্গে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে নিজেদের প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন। প্রতিটি গঠনমূলক পরামর্শ খতিয়ে দেখে তা বাস্তবায়নের জন্য ধাপে ধাপে পরিকল্পনা তৈরি করবে নীতীশ সরকার।

৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি

কিভ, ২৯ ডিসেম্বর : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে শান্তি প্রক্রিয়ার রূপরেখা স্পষ্ট করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর জেলেনস্কি সাফ জানিয়েছেন, শান্তিচুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইউক্রেনের মানুষ সমর্থন করছে কি না সেজন্য 'গণভোট' নিতে হবে। 'যুদ্ধবিরতি' হতে হবে অন্তত ৬০ দিনের জন্য।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের মতে, কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর আগে দেশবাসীর মত নেওয়া দরকার। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্ভব হতে পারে যদি দু-মাস যুদ্ধ বন্ধ থাকে। জেলেনস্কি ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তাতে ডনবাস, জাপোরিঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ক্রেমলিন জেলেনস্কির প্রস্তাবে কিছুটা অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে। রাশিয়ার মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছেন, শান্তি চাইলে ইউক্রেনকে ডনবাসের বিতর্কিত অঞ্চলগুলি থেকে সেনা সরাতে হবে। শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হতে জেলেনস্কি দেরি করলে ভূখণ্ড হারাতে হবে

শান্তিচুক্তি : প্রস্তাব জেলেনস্কির

ইউক্রেনকে। এই প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারিও দিয়েছে মস্কো।

ইউক্রেন-রাশিয়া সংকট মেটাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়েছেন ট্রাম্প। পুতিন ও জেলেনস্কির সঙ্গে তাঁর আলোচনার পর খুব তাড়াতাড়ি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এখন জেলেনস্কির গণভোটের দাবি পুতিন মানেন কি না, সেটাই দেখার।

চন্দ্রচূড় সেজে প্রতারণা, ৩ কোটিরও বেশি গেল বৃদ্ধার

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সেজে এক বৃদ্ধাকে প্রতারিত করলেন এক ব্যক্তি। প্রতারক বৃদ্ধা ডিজিটালি অ্যারেস্ট হয়েছেন দেখান। গ্রেপ্তারি এড়াতে প্রতারকের কথা মেনে ৩ কোটিরও বেশি খোয়ালেন বৃদ্ধা। তিনি সাইবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পশ্চিম আন্ধেরির বাসিন্দা পুলিশকে জানিয়েছেন, চলতি বছরের অগাস্টে তাঁর কাছে বিভিন্ন নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করা হয়। বলা হয়, তাঁর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে ৬ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। বৃদ্ধার বিরুদ্ধে সিবিআই লোগো যুক্ত অভিযোগ দেওয়া হয় তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে। দেখানো হয় তিনি ডিজিটালি অ্যারেস্ট হয়েছেন। হুমকি দেওয়া হয় পরিজনদের। ওই সময় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সেজে এক ব্যক্তি তাঁকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে মিউচুয়াল ফান্ড ভাঙাতে ও রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্টের মাধ্যমে টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করতে বলেন। পুলিশি পদক্ষেপের ভয়ে বৃদ্ধা ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করেন।

শিল্পোৎপাদনে জোয়ার নভেম্বরে

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : উৎসবের মরশুম মিটলেও অর্থনীতির চাকা যে শ্লথ হয়নি, বরং আরও গতি পেয়েছে, তার প্রমাণ মিলল সোমবার। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের সদ্য প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের নভেম্বরে ভারতের শিল্পোৎপাদন সূচক বা আইআইপি ৬.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৫ মাসের মধ্যে এই হার সর্বোচ্চ। ২০২৩ সালের অক্টোবরের (১১.৯ শতাংশ) পর শিল্পের এমন দাপট আর দেখা যায়নি। অর্থনীতির জন্য এটি নিঃসন্দেহে 'অক্সিজেন', বিশেষ করে যখন অক্টোবরে এই বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১.৮ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যানের গভীরে তাকালে দেখা যায়, এই উত্থানের মূল নায়ক 'ম্যানুফ্যাকচারিং' বা উৎপাদন শিল্প। নভেম্বরে এই ক্ষেত্রটি ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত ২৫ মাসে সর্বোচ্চ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গত বছর নভেম্বরেও এই ক্ষেত্রটি ৫ শতাংশের মজবুত 'বেস' বা ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। অর্থাৎ, কেবল পরিসংখ্যানগত সুবিধাই নয়, কারখানার চিমনি যে সত্যিই ধোঁয়া ছাড়ছে, তা স্পষ্ট।

তবে সাধারণ মানুষের পকেটের স্বাস্থ্যের আসল খবর দিচ্ছে ভোগ্যপণ্য বা কনজিউমার গুডস-এর তথ্য। দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্য—উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। যথাক্রমে ১০.৩ শতাংশ এবং ৭.৩ শতাংশ বৃদ্ধি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, গ্রাম ও শহরের বাজারে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস ফিরছে। বিশেষ করে দৈনন্দিন পণ্যের চাহিদা ২৫ মাসের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো গ্রামীণ অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর বড় সংকেত। তবে

২৫ মাসের রেকর্ড ভাঙল

এই উজ্জ্বল ছবির মধ্যেও একটি 'কালো দাগ' বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। নভেম্বরে একমাত্র এই ক্ষেত্রটিতেই ১.৫ শতাংশ সংকোচন দেখা গেছে, যেখানে গত বছর এখানে ৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধি ছিল। শিল্পের চাকা ঘুরলে বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়ার কথা, সেখানে এই পতন কিছুটা ধোঁয়াশাপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে, নভেম্বরের এই পরিসংখ্যান অর্থনীতির জন্য এক বড় স্বস্তি। তবে এটি নিছকই উৎসব-পরবর্তী রেশ, নাকি দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির শুরু—তা নিশ্চিত হতে আমাদের আগামী কয়েক মাসের তথ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

মনোনয়নপত্র জমা তারেকের

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার বগুড়া-৭ আসন থেকে খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন তাঁর উপদেষ্টা হেলালুজ্জামান তালুকদার। তবে মনোনয়পত্রে সই করার বদলে খালেদা জিয়ার আঙুলের ছাপ (টিপ ছাপ) ব্যবহার করা হয়েছে। কৌশলগত কারণে বগুড়া-৭ আসনে মোরশেদ মিল্টনকে খালেদার বিকল্প প্রার্থী হিসেবে রাখা হয়েছে। তারেকের পক্ষে ঢাকা-১৭ আসনের মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম। এছাড়া তিনি বগুড়া-৬ আসন থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

কেন্দ্রের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী ললিত

লন্ডন, ২৯ ডিসেম্বর : লন্ডনে বিজয় মালিয়ার ৭০তম জন্মদিনের পার্টিতে নিজেদের 'ভারতের সবচেয়ে বড় পলাতক' বলে মজা করার পর প্রবল সমালোচনার মুখে শেষপর্যন্ত ক্ষমা চাইলেন প্রাক্তন আইপিএল চেয়ারম্যান ললিত মোদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ভারত সরকারকে উপহাস করার অভিযোগ ওঠে ললিত, বিজয়ের বিরুদ্ধে। এক্সে ললিত লিখেছেন, 'যদি আমি কারও অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকি, বিশেষ করে ভারত সরকার, যাদের প্রতি আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে, তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমার বক্তব্যটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভিডিওতে যা দেখে যা মনে হচ্ছে, তেমন কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি আবারও আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।'

এর আগে মোদি লিখেছিলেন, 'ভারতে ইন্টারনেটে আবার শোরগোল ফেলা যাক। শুভ জন্মদিন বন্ধু বিজয় মালিয়া।' ভিডিওতে ললিতকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা দু-জন পলাতক, ভারতের সবচেয়ে বড় পলাতক', যা শুনে মালিয়াকে হাসতে দেখা যায়। নেটিজেনদের ভারতের বিচারব্যবস্থা ও সরকারের প্রতি সরাসরি অবমাননা বলে অভিহিত করে বলেন, 'দেশের টাকা লুঠ করে বিদেশে বসে এমন পরিহাস অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' বিদেশমন্ত্রক মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমরা এই পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে। আইনি প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। মামলায় অনেকগুলি আইনি ধাপ থাকে, যা আমরা অনুসরণ করছি।'

দেরাদুনে 'চিনা' অপবাদে খুন ত্রিপুরার অ্যাঞ্জেল

দেরাদুন, ২৯ ডিসেম্বর : দেরাদুনের রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছিলেন ২৪ বছরের তরুণ অ্যাঞ্জেল চাকমা। তাঁর অপরাধ? তাঁর চেহারার গড়ন তথাকথিত মূল ভূখণ্ডের ভারতীয়দের মতো নয়। তাঁকে শুনতে হয়েছিল 'চিনা', 'মোমো'র মতো কদর্য জাতিবিদ্বেষী টিপ্পনী। ফরাসি বহুজাতিক সংস্থায় সদ্য চাকরি পাওয়া, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা এক তরুণের জীবনপ্রদীপ নিভে গেল নিছকই গায়ের চামড়া আর চোখের গড়নের 'অপরাধে'। ত্রিপুরার উনকোটি জেলার এই তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যু আবারও প্রশ্ন তুলে দিল—'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর স্লোগান কি আসলে রাজনীতির মঞ্চেই সীমাবদ্ধ?

গত ৯ ডিসেম্বর দেরাদুনে ভাই মাইকেলের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেল। সেখানেই একদল দুষ্কৃতী তাঁদের লক্ষ্য করে 'চিনা' এবং 'মোমো' বলে কটূক্তি শুরু করে। অ্যাঞ্জেল প্রতিবাদ করেছিলেন। চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আমি চিনা নই, আমি ভারতীয়, ত্রিপুরার বাসিন্দা।' কিন্তু তাঁর সেই আর্তনাদ উন্মত্ত ভিড়ের কানে পৌঁছায়নি। জাতিবিদ্বেষের বিষ তখন এতটাই তীব্র যে, তাঁকে ছুরিকাঘাত করে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। ১৭ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানেন বিএসএফ জওয়ানের এই ছেলে।

ঘটনাটি কেবল একটি খুন নয়, এটি ভারতের সামাজিক কাঠামোর এক গভীর অসুখের লক্ষণ। রাহুল গান্ধি এই ঘটনাকে 'ভয়াবহ হেট ক্রাইম' বা ঘৃণা-প্রণোদিত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত

সমাজে গভীর অসুখ, মন্তব্য রাহুলের

করেছেন। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, দেশে অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, যা এই ধরনের ঘটনাকে 'স্বাভাবিক' করে তুলেছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমরা কি এমন এক মৃত সমাজে পরিণত হচ্ছি, যেখানে চোখের সামনে সহনাগরিক আক্রান্ত হলেও আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকি?'

রাহুলের এই অভিযোগকে নিছক রাজনৈতিক বুলি বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। পরিসংখ্যান আর বাস্তব বলছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষদের ওপর এই ধরনের হামলা নতুন নয়। দিল্লিতে নিডো তানিয়াম থেকে শুরু

> আমরা কি এমন এক মৃত সমাজে পরিণত হচ্ছি, যেখানে চোখের সামনে সহনাগরিক আক্রান্ত হলেও আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকি?
>
> **রাহুল গান্ধি**

করে বেঙ্গালুরু, পুনে—বারবার 'চিনকি', 'করোনা', 'মোমো'র মতো শব্দবাণে বিদ্ধ হতে হয়েছে পাহাড়ি ভাই-বোনদের। অলিম্পিকে পদক জিতলে যাঁরা 'গর্বিত ভারতীয়' হন, রাস্তায় বেরোলে তাঁরাই হয়ে যান 'বহিরাগত'।

অ্যাঞ্জেলের মৃত্যুর পর পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, ঘটনার পর এফআইআর নিতেই গড়িমসি করেছিল দেরাদুন পুলিশ। বিএসএফ জওয়ানের ছেলে হয়েও যদি বিচার পেতে এই হয়রানি হতে হয়, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? যদিও পরে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যে মানসিকতা একজন ভারতীয়কে তাঁর নিজের দেশেই পরবাসী করে তোলে, তার বিচার কে করবে?

মে

সিঁদুরেই প্রতিশোধ ভারতের

৭ মে : পহলগামে সন্ত্রাসী হামলার জবাবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুর চালায়। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা করে সেগুলি ধ্বংস করে দেয় ভারত।

জানুয়ারি

মহাকুম্ভে বিপর্যয়

২৯ জানুয়ারি : মৌনী অমাবস্যায় অমৃতস্নানের ভিড়ে হুড়োহুড়ির মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়। আহতের সংখ্যা ছিল কয়েকগুণ বেশি। ত্রিবেণির মূল অংশে সকলে একসঙ্গে স্নান করতে নামাতেই বিপর্যয় ঘটে। মধ্যরাতে ত্রিবেণি সংগম থেকে ১ কিলোমিটার দূরের ব্যারিকেড ভেঙে গিয়ে পুণ্যার্থীদের একাংশ মাটিতে পড়ে যান। ব্যারিকেডের আগে যাঁরা বিশ্রাম করছিলেন তাঁদের পদদলিত করে ভিড় ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

ফেব্রুয়ারি

আয়করে চমক

৬ ফেব্রুয়ারি : কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মোটের ওপর এক দশকের ধারাবাহিকতা বজায় থাকল নির্মলা সীতারামন চমক দিয়েছেন আয়কর ছাড়ে। বছরে ১২ লক্ষ টাকা আয় পর্যন্ত কর দিতে হবে না। বাজেট পেশের আগে অধিকাংশ বিরোধী দল অধিবেশন বয়কট করেছিল।

ভিড়ের চাপে মৃত ১৫

১৫ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে ফের মৃত্যুমিছিল। ভিড়ের চাপে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৫ জন। আহত অসংখ্য যাত্রী। ঘটনাস্থল নয়াদিল্লি স্টেশন। রাজধানীর বুকে এমন ঘটনায় রেলের অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মার্চ

সুনীতার প্রত্যাবর্তন >>

১৯ মার্চ : দীর্ঘ ৯ মাস আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস) আটকে থাকার পর স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুলে সওয়ার হয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস সহ নাসার তিন বিজ্ঞানী বুচ উইলমোর, আলেকজান্ডার গরবুনফ ও নিক হেগ।

এপ্রিল

পহলগামে জঙ্গিহানা

২২ এপ্রিল : বৈসরণ ভ্যালিতে জঙ্গিহানায় ২৭ পর্যটকের মৃত্যু। সেনার পোশাক পরে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় সন্ত্রাসবাদীরা। সবুজে ঘেরা ভ্যালি ভরে যায় লাল রক্তে। দায় স্বীকার করে লস্কর-ই-তৈবার ঘনিষ্ঠ সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। <<

প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস

<< **২১ এপ্রিল** :১৪০ কোটি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর আধ্যাত্মিক নেতা পোপ ফ্রান্সিস মারা যান ৮৮ বছর বয়সে। দীর্ঘদিন নিউমোনিয়ায় ভুগে ভ্যাটিকানের বাসভবন ক্যাসা সান্টা মার্টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জুলাই

প্রথম ভারতীয়

১৫ জুলাই : ১৮ দিন মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরলেন ভারতের শুভাংশু শুক্লা সহ চার মহাকাশচারী। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পা রাখা প্রথম ভারতীয় তিনি। <<

মৃত্যুপুরী বিজয়নগরী

৪ জুন : ১৮ বছরের প্রতীক্ষা শেষে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৩ জুন ট্রফি জেতে। প্রথমবার আইপিএল জেতার স্বাদ পান বিরাট কোহলি। পরদিন বিজয়োৎসবের মঞ্চ যেন হাড়িকাঠে পরিণত হল। জয়ের উৎসবের সাক্ষী হতে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খলায় পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমীর মৃত্যু হয়।

পৃথিবীর উচ্চতম রেলসেতু

^^ **৬ জুন** : ৬ জুন কাশ্মীরের চেনাব বা চন্দভাগা নদীর ওপর নবনির্মিত রেলসেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় তৈরি এই সেতু পৃথিবীর উচ্চতম রেল ও আর্চ ব্রিজ। এটি রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প সইতে পারবে। এমনকি হিমাঙ্কের নীচে থাকা তাপমাত্রাও সহ্য করতে পারবে।

জুন

বিমান দুর্ঘটনা

১২ জুন : আহমেদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমানটি ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আহমেদাবাদের মেঘানিনগরের বিজে মেডিকেল কলেজের হস্টেলের উপর ভেঙে পড়ে। সবমিলিয়ে মৃত ২৭৯। বিমানে সওয়ার ২৪২ জনের মধ্যে মাত্র একজন যাত্রী অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে যান।

অগাস্ট

শুল্ক বেড়ে ৫০ শতাংশ

৬ অগাস্ট : রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ না করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুল্ক আরও বাড়ানোর হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঠিক সেই সময়সীমার মধ্যে একতরফা শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা এল ট্রাম্পের কাছ থেকে। ২৫ থেকে একলাফে বেড়ে ৫০ শতাংশ। ভারতীয় পণ্যের ওপর রাতারাতি দ্বিগুণ শুল্ক বৃদ্ধি।

সেপ্টেম্বর

নেপালে নৈরাজ্য

৪ সেপ্টেম্বর : জেন জেড-এর সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে নেপাল। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় সংসদ ভবন। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে অন্তত ১৯ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। মাত্র দু'দিনের বিক্ষোভে ভেঙে পড়ে সরকার। ইস্তফা দিতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। কয়েকদিনের মধ্যে নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন সুশীলা কার্কি।

অক্টোবর

এসআইআর ঘোষণা

২০ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় যাবতীয় তোড়জোড়।

দুবাইয়ে তেজস বিভ্রাট

২১ নভেম্বর : দুবাইতে এয়ার শো চলাকালীন ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান তেজস। ঘটনায় মৃত বায়ুসেনার পাইলট উইং কমান্ডার নমাংশ সায়াল। তিনি হিমাচলপ্রদেশের কাংরার বাসিন্দা ছিলেন।

নভেম্বর

দিল্লিতে বিস্ফোরণ

১০ নভেম্বর : লালকেল্লার কাছে সন্ধ্যার সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে মানুষের দেহাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশপাশের বহু বাড়িঘর কেঁপে ওঠে। ঘটনায় মৃত ১৩, আহতের সংখ্যা ২০-র ওপর। ওই দিন সকালেই ফরিদাবাদে ২৯০০ কিলো বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। তদন্তে উঠে আসে আল-ফালাহ বলে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম। গ্রেপ্তার একাধিক। <<

হাসিনার মৃত্যুদণ্ড

১৭ নভেম্বর : গত বছর জুলাই-অগাস্ট অভ্যুত্থানে অপসারিত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মানবজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ', গণহত্যা সহ একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয় সেদেশের ইন্টারন্যাশনাল অপরাধ ট্রাইবিউনাল। হাসিনা ছাড়াও সে দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। নির্বাসনে থেকে এই শাস্তিকে নস্যাৎ করেছেন শেখ হাসিনা। পাশাপাশি বহু আন্তর্জাতিক সংগঠনও এই রায়ের সমালোচনা করেছে। >>

তারাদের দেশে

প্রয়াত ধর্মেন্দ্র

^^ **২৪ নভেম্বর** : দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত 'বলিউডের হিম্যান' ধর্মেন্দ্র। অসুস্থতার কারণে বেশ কয়েকদিন মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তারপর তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ৮৯ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় তাঁর।

শিবুর জীবনাবসান

৪ অগাস্ট : প্রয়াত ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা সুপ্রিমো এবং ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন। স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

প্রয়াত জুবিন

১৯ সেপ্টেম্বর : সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় দেশের খ্যাতনামা গায়ক জুবিন গর্গের (৫২)। ৪০টি ভাষায় প্রায় ৪০ হাজার গান গাওয়ার রেকর্ড রয়েছে জুবিনের। দেহ তাঁর নিজের রাজ্য অসমে আনা হয় শেষকৃত্যের জন্য। শেষযাত্রায় লক্ষাধিক মানুষ সঙ্গ দেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেয় অসম সরকার। কিছুদিনের মধ্যেই জুবিনকে হত্যার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইন্ডিগো বিপর্যয়

৪ ডিসেম্বর : দেশজোড়া বিপর্যয়ের মুখে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। একাধিক বিমান বাতিল। দেরিতে চলছে আরও অনেক বিমান। সমস্যায় যাত্রীরা।

ভারতে পুতিন >>

৪ ডিসেম্বর : ২০২১-এর পর ২০২৫। দীর্ঘ চার বছর পর দু'দিনের ভারত সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পালাম বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পুতিনের ভারত সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

ডিসেম্বর

শান্তি পুরস্কার ট্রাম্পের

৫ ডিসেম্বর : অবশেষে 'শান্তি'। প্রথমবারের জন্য ফিফা শান্তি পুরস্কার পেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নো ইনফ্যান্তিনো পুরস্কার তুলে দিলেন তাঁকে।

ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ

১৮ ডিসেম্বর : ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশে। ঢাকায় আক্রান্ত হল প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার দপ্তর। শাহবাগ মোড় অবরোধ করে চলল বিক্ষোভ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে ভাষণে ওসমানের স্মৃতিতে শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করলেও ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। জনতার ক্ষোভে আগুনে মৃত্যুর খবরও মিলেছে।

ছোট্ট তারা

মালদা শহরের জুবিলি রোড এলাকার আদ্যিয়াসা মণ্ডল বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। চারুকলায় নিপুণ সে। একাধিক প্রতিযোগিতায় নজর কেড়েছে।

পুরোনো সেই লেপের কথা

শীত পড়লেই একসময় বাঙালির ঘরে ঘরে দেখা মিলত এদের। শীত শুরুর আগে তার গায়ে রোদ মাখানো, পৌষের শুরুতেই ব্যবহার শুরু করা থেকে শীত শেষে আবার রোদে দিয়ে তুলে রাখা ছিল বাঙালির শীতকালীন রুটিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই চিত্র বদলেছে। শহুরে ব্যস্ত জীবন, ছোট ফ্ল্যাট আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঐতিহ্যবাহী লেপ আজ কার্যত স্মৃতির পাতায়। লিখলেন পঙ্কজ মহন্ত।

বেরোতে হবে যুদ্ধ করে

পরীক্ষায় ধরুন আপনাকে প্রশ্ন করা হল ‘অভিমন্যু চক্রব্যূহের ভেতরে ঢোকার উপায় জানত কিন্তু বেরোনোর উপায় জানত না। এরকম আর কোনও উদাহরণ মনে পড়ছে?’ কেউ কেউ এর উত্তর দিতে গিয়ে মাথা চুলকোতেই পারে। কিন্তু শীতকাতুরে বাঙালি বিন্দুমাত্র না ভেবে বলবে, ‘এ তো খুব সহজ, শীতকালে লেপের তলা থেকে বেরোনো।’ কাপড়ের মধ্যে তুলো ঢুকিয়ে তৈরি এই জিনিসের এমনই মাহাত্ম্য, যে শীতকালে একবার এর তলায় ঢুকলে ঘুম যেমন হবে তোফা, তেমনি বেরোনোর জন্য রীতিমতো লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়।

ভরসা ব্ল্যাঙ্কেট

বর্তমানে শহরের অধিকাংশ বাড়িতেই লেপের বদলে জায়গা করে নিয়েছে রংবেরঙের ব্ল্যাঙ্কেট। বাজারে ছোট থেকে বড়, পাতলা থেকে মোটা বিভিন্ন আকার ও আয়তনের ব্ল্যাঙ্কেট সহজেই পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দামের মধ্যে। ব্যবহারেও এগুলি বেশ সুবিধাজনক। লেপের মতো কভার পরানো, রোদে দেওয়া বা বিশেষভাবে সংরক্ষণের ঝামেলা নেই। বছর শেষে একবার ড্রাই ওয়াশ করালেই ব্ল্যাঙ্কেট আবার ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। শহরের ছোট ফ্ল্যাটে লেপ রাখার মতো অতিরিক্ত জায়গার অভাব থাকায় অনেকেই ব্ল্যাঙ্কেটকেই বেছে নিচ্ছেন।

ঝক্কি অনেক

নিউ মার্কেটের ব্ল্যাঙ্কেট ক্রেতা স্বপ্না দাস জানান, তাঁরা দুজনেই কর্মরত। লেপের কভার পরানো, রোদে দেওয়া এসব করার সময় নেই। ব্ল্যাঙ্কেট ব্যবহার করা অনেক সহজ। বছর শেষে একবার ড্রাই ওয়াশ করালেই চলে। তাছাড়া ব্ল্যাঙ্কেটে ডিজাইন ও রঙের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। বাজারে ব্ল্যাঙ্কেটের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন এক ব্ল্যাঙ্কেট বিক্রেতা। তাঁর কথায়, ‘এখন শীত নামলেই ব্ল্যাঙ্কেটের বিক্রি হুহু করে বাড়ে। ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকার মধ্যে বিভিন্ন মান ও সাইজের ব্ল্যাঙ্কেট পাওয়া যাচ্ছে। শহরের মানুষ ঝামেলাহীন জিনিসই বেশি খুঁজছেন, তাই ব্ল্যাঙ্কেটই এখন প্রথম পছন্দ।’

শেষ হয়নি চাহিদা

তবে লেপের চাহিদা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি বলেই জানালেন গীতাঞ্জলির লেপ বিক্রেতা জাভেদ ইয়াসিন। তাঁর কথায়, ‘সিন্থেটিক কালো তুলো দিয়ে লেপ বানাতে ৬৫০ টাকা নেওয়া হয়। আর কার্পাস তুলো দিয়ে লেপ তৈরি করলে খরচ পড়ে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। আগের তুলনায় চাহিদা কিছুটা কমেছে ঠিকই। কিন্তু বিয়ের মরশুমে এখনও ভালো অর্ডার আসে। লেপ এখনও বিয়ের সামগ্রী হিসেবে তৈরি হচ্ছে।’

আবেগের বিষয়

প্রবীণদের কাছে লেপ এখনও আবেগের বিষয়। খাদিমপুরের প্রবীণ বাসিন্দা নৃপেন সরকার বলেন, ‘ব্ল্যাঙ্কেট যত দামি হোক, লেপের ওম তার মধ্যে নেই। কার্পাস তুলোর লেপ শরীরকে ভেতর থেকে গরম রাখে। এখন আর নতুন লেপ বানাই না, কিন্তু পুরোনো লেপটাই যত্ন করে রেখে ব্যবহার করি।’ আধুনিকতার দাপটে লেপের ব্যবহার কমলেও, শহর ও শহরতলিতে এখনও ধুনকরদের দেখা মেলে। যাঁরা হাতে তুলো ধুনে লেপ বানিয়ে চলেছেন। ঝামেলাহীন ব্ল্যাঙ্কেটের জনপ্রিয়তার মাঝেও শীতে বাঙালির কাছে লেপ আজও রয়ে গিয়েছে এক বিশেষ আবেগ ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের আউটডোরে লাইন। সোমবার।

২৪ ঘণ্টায় মেডিকেলে ভর্তি ১২ শিশু

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে ১২ জন শিশু। তাদের প্রত্যেকেরই জ্বর-সর্দিকাশির মতো উপসর্গ রয়েছে বলে খবর। অধিকাংশ শিশু রায়গঞ্জ মহকুমার কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, রায়গঞ্জ, ইটাহার, করণদিঘি গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা।

করোনা অতিমারি অতীত। তবে সেই ভয়াবহ সময়ের স্মৃতি এখনও জনমানসে তাজা। ফলে শীতের মরশুমে জ্বর-সর্দিকাশির খবরে আঁতকে ওঠেন অনেকে। যদিও চিকিৎসকদের বক্তব্য, আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। চিকিৎসা চলছে।

এদিকে, শীত পড়তেই শিশুদের ঠান্ডা লাগা অধিকাংশ অভিভাবকের কাছেই সমস্যার বিষয়। আর খুদেদের ঠান্ডা লাগা মানে খাওয়াদাওয়ায় অনীহা ও কান্নাকাটি। ফি বছর এমনই সমস্যায় ভোগেন অভিভাবকদের একটা বড় অংশ। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই শিশু চিকিৎসকদের কাছে ভিড় বাড়ছে অভিভাবকদের। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি, শরীর সুস্থ রাখতে ‘ভিটামিন সি’ কার্যকর। শীতের সবজি যেমন কড়াইশুঁটি থেকে ব্রোকোলি, কমলালেবু, স্ট্রবেরি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে। তাই শিশুদের বেশি করে শাকসবজি খাওয়াতে হবে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক নারায়ণচন্দ্র পাল বলেন, ‘শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যদিও এখন যা অবস্থা তাতে শিশুরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে সংক্রামিত হচ্ছে। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।’ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘শিশুদের পরিমিত গরম জামা পরাতে হবে। হালকা গরম জল খাওয়াতে হবে। খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর রাখতে হবে। বাইরে বেরোলে মাস্ক আবশ্যক।’

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, ‘এই সময় শিশুদের জ্বর, সর্দিকাশি হয়ই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২ জন শিশু সহ ২৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।’ বিশেষজ্ঞদের দাবি, শীতের সময়ে অনেক অভিভাবক জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। তবে, জোরাজুরি না করে, নতুন ধরনের রেসিপি বানিয়ে অল্প খাওয়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। মাথায় রাখতে হবে খাবারে যেন উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন থাকে। ফাস্ট ফুড একেবারেই খাওয়ানো চলবে না। যদি এরপরও শিশু সুস্থ না হয় তবে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

ঠান্ডার প্রকোপ

- মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে ১২ জন শিশু
- প্রত্যেকেরই জ্বর-সর্দিকাশির মতো উপসর্গ রয়েছে বলে খবর
- খুদেদের ঠান্ডা লাগা মানে খাওয়াদাওয়ায় অনীহা ও কান্নাকাটি
- ফি বছর এমনই সমস্যায় ভোগেন অভিভাবকদের একটা বড় অংশ
- শিশুদের বেশি করে শাকসবজি খাওয়াতে হবে, পরামর্শ চিকিৎসকদের

পুরাতন মালদায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা

রাজ্য সড়ক আটকে উৎসবের আয়োজন

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২৯ ডিসেম্বর : বড়দিনের আবহে মালদার মানুষ যখন কার্নিভালে মেতেছেন তখন পুরাতন মালদার কার্নিভালকে ঘিরে ফের দেখা দিল নতুন বিতর্ক। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে পুরাতন মালদা শহরের মঙ্গলবাড়ি বিবেকানন্দ মোড়ে শুরু হচ্ছে তিনদিনব্যাপী ‘বর্ষবরণ উৎসব ও কার্নিভাল’। ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা এই বর্ণাঢ্য উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্তমানে তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক বিতর্ক। একসময়ের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের (বর্তমানে রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনস্থ রাস্তা) একাংশ আটকে এই উৎসবের আয়োজন করায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারাও। বিষয়টিকে ঘিরে রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে। মূল রাস্তার ওপর মঞ্চ ও কার্নিভালের আয়োজন করায় তীব্র যানজট ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিকল্পনাহীন আয়োজনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। একেই দীর্ঘ প্রায় ২৩ দিন পুরসভার চেয়ারম্যান না থাকায় এবারের কার্নিভাল সময়ের থেকে পরে হচ্ছে। তার মধ্যে আবার নতুন এই বিতর্ক কানিভালকে ঘিরে।

বিষয়টিতে পুরাতন মালদা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদী সরাসরি পুরসভাকেই বিঁধেছেন। তিনি বলেন, ‘রাস্তা বন্ধ করে উৎসব করার কোনও মানে হয় না। শহরে অনেক ফাঁকা মাঠ ছিল, সেখানে আয়োজন করলে ভালো হত। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায় পুরসভাকেই নিতে হবে।’

এমনকি উৎসবের আমেজ থাকলেও নিরাপত্তার অভাব নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় বাসিন্দারাও। স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘আমরা চাই উৎসব হোক, কিন্তু উৎসবের আনন্দ যেন নিরানন্দে পরিণত না হয়। পুলিশ ও পুরসভাকে উৎসব চলাকালীন অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে। কারণ দুর্ঘটনা তো আর বলে-কয়ে আসে না।’ আরেক স্থানীয় উত্তম নন্দী বিষয়টিকে জনগণের নজর ঘোরানোর কৌশল হিসেবে দেখছেন। তাঁর অভিযোগ, চেয়ারম্যান বদলের ডামাডোলে মানুষ সঠিক পুর পরিষেবা পাননি, সেই ব্যর্থতা ঢাকতেই তড়িঘড়ি কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই এই উৎসব হচ্ছে।

বিরোধী নেত্রী বিজেপির বাসন্তী রায় বলেন, ‘রাস্তার একাংশ আটকে দিয়ে বর্ষবরণ উৎসব করলে যান চলাচল ব্যাহত হবে। সর্বোপরি জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। উৎসব যদি করতে হয় তাহলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে জোরদার হয়। এটি প্রশাসনকে খেয়াল রাখতে হবে।’ কিন্তু বিতর্ক ও আশঙ্কা থাকলেও পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন ও পুর কর্তৃপক্ষ।

পুর চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, ‘আমরা পরিকল্পনা করেই এগোচ্ছি। যানজট নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।’ মালদা থানার পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, উৎসব চলাকালীন যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশবাহিনী সদা সতর্ক থাকবে। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এবং ভিড় সামলাতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। রাস্তার একাংশ বন্ধ থাকলেও বিকল্প রাস্তা খুলে দেওয়া হবে।

এই রাস্তার উপরেই হবে বর্ষবরণ উৎসব।

চিন্তার কারণ

- এক সময়ের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ আটকে এই উৎসবের আয়োজন হচ্ছে
- যে কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারাও
- মূল রাস্তার ওপর মঞ্চ ও কার্নিভালের আয়োজন করায় তীব্র যানজট ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে
- এই পরিকল্পনাহীন আয়োজনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা

শিবির

বালুরঘাট, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের তরুণ প্রজন্মকে নেতৃত্বের পাঠ দিতে শুরু হল তিনদিনব্যাপী আবাসিক ফিউচার ইউথ লিডার্স বুটক্যাম্প। বালুরঘাটের দীপালিনগরে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের তৃতীয় তলায় এই আয়োজন করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রকের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ‘মেরা যুবা ভারত’-এর উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা যুব কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় শিবির শুরু হয়। এদিন ক্যাম্পের সূচনা করেন তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু।

তিনদিন ধরে ‘হার্টফুলনেস’ মেডিটেশন পদ্ধতি-র প্রশিক্ষক, অভিজ্ঞ যুব নেতা, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। নেতৃত্বের গুণাগুণ, সামাজিক দায়িত্ব, ব্যক্তিত্ব গঠন এবং জাতীয় ভাবনায় যুবসমাজের ভূমিকা নিয়ে চলবে আলোচনা ও কর্মশালা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ‘মেরা যুবা ভারত’-এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা যুব আধিকারিক সৌরভ বর্মন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট রাজেন্দ্র দাস প্রমুখ।

শিলান্যাস

গঙ্গারামপুর, ২৯ ডিসেম্বর : ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গারামপুর শহরের একাধিক ওয়ার্ডে সোমবার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। ৭, ৮, ৯, ১০ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা, নর্দমা সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ হবে।

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : পৃথক রাজ্য সহ একাধিক দাবিতে সোমবার জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিয়েছে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি। কর্ণজোড়ায় জেলা শাসকের কার্যালয় পর্যন্ত একটি মিছিলও হয়। উপস্থিত ছিলেন কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির সভাপতি অমিত রায়, সংগঠনের জেলা সভাপতি রমেশচন্দ্র সিনহা প্রমুখ। পাঁচজনের প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে ভিড়। মালদার কার্নিভালে।

উঠছে না টোটো ভাড়াও

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার ছিল দশদিনব্যাপী সৃষ্টিশ্রীমেলার চতুর্থ দিন। কিন্তু মেলায় মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। মোট ৮০টি স্টলের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ক্রেতাশূন্য। তার মধ্যে টেরাকোটার দুটি স্টলে এই ক’দিনে তেমন ক্রেতার দেখা মেলেনি বলে স্টলকর্ত্রীদের অভিমত।

টেরাকোটাশিল্পী নমিতা সরকারের কথায়, ‘মেলায় পোড়ামাটির প্রদীপ, জগ, মাটির খুঁটি, থালা, বাটি, গ্লাস, মোমদানি, ম্যাজিক প্রদীপ, কয়েল প্রদীপের পসরা সাজিয়ে বসেও বিক্রি প্রায় শূন্য। প্রায় ১২ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এই মেলায় এসে যাতায়াতের টোটো ভাড়াটুকু উঠছে না।’ কিন্তু ক্রেতারা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? জবাবে তিনি জানান, হয়তো পছন্দ হচ্ছে না। তাছাড়া কয়েকদিন শীত জাঁকিয়ে বসতেই মেলাতেও মানুষ কম আসছেন। কিন্তু, তাঁদের স্বর্ণজয়ন্তী দলের পক্ষ থেকে মেলায় প্রতিদিন আসতেই হচ্ছে।

কালিয়াগঞ্জের মোস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুনোরের হাটপাড়ায় প্রায় ৮০টি পরিবার পোড়ামাটির শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধু রাজ্যেই নয়, কয়েক বছর হল এই পোড়ামাটির শিল্প দেশ ছেড়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। সুখ্যাতি কুড়িয়েছে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, রাশিয়াতে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও এই শিল্পকলা জনমানসের মন জয় করেছে। বিশেষ করে দীপাবলির আগে এই এলাকার প্রদীপের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। ভিনরাজ্যের মহাজনরা এসে বসে থাকেন এই কাজ লুফে নিতে। তবে, নিজের এলাকার সৃষ্টিশ্রীমেলায় সেই টেরাকোটা শিল্প কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। আরেক টেরাকোটাশিল্পী শোভা রায় জানান, গতকাল মেলায় মাত্র ৫০ টাকার জিনিস বিক্রি হয়েছিল। আজ মাত্র ১০০ টাকার বিক্রি হয়েছে। মাটির বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রদীপের মূল্য ৬০ থেকে ১০০ টাকার মতো দাম। এছাড়া কাপডিশ মিলিয়ে ১২০ টাকা। থালা, বাটি, গ্লাস ২৫০ টাকা দরে দাম রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘মাটির দাম এখন বাড়ন্ত। তার উপর ঠান্ডার মধ্যে দৈহিক পরিশ্রমও রয়েছে। বাড়িতে এসে পোড়ামাটির সামগ্রী কিনলে দাম একটু কম পড়ে। মেলায় একটু দামটা বেশি ধরা হয়। দেখি, প্রয়োজন বোধে বিক্রির হার থেকে দাম কমাতেও পারি।’

কিন্তু কেন কিনছেন না ক্রেতারা টেরাকোটার জিনিস? মেলায় আগত ক্রেতা শিল্পী দেবশর্মা বলেন, ‘আসলে পোড়ামাটির কানের দুল, চুলের কাঁটার খোঁজ করলাম। কিন্তু, পেলাম না। স্টলে রাখা পোড়ামাটির সামগ্রীগুলো অধিকাংশ আগেই কিনেছি। নিত্যনতুন টেরাকোটার সামগ্রী খোঁজ করলাম। কিন্তু, পেলাম না।’ হাটপাড়ার টেরাকোটা শিল্পের মূল ধারক ও বাহক দুলালচন্দ্র রায়। তাঁর কথায়, ‘পা ভেঙে বাড়িতে পড়ে রয়েছি। তাই মেলায় স্টল দিতে পারিনি। মহিলাদের মনপসন্দ টেরাকোটার সামগ্রী না রাখলে বিক্রি তো তলানিতে ঠেকে যাবেই। আমি এই বছর থাকতে না পারায় বিক্রির হার এতটা কমে গিয়েছে। দেখি, বিক্রি বাড়াতে কিছু করা যায় নাকি।’

টেরাকোটার পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছেন বিক্রেতা। সোমবার কালিয়াগঞ্জে।

টেরাকোটায় বিষাদ

- সোমবার ছিল দশদিনব্যাপী সৃষ্টিশ্রীমেলার চতুর্থ দিন
- কিন্তু মেলায় মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম
- মোট ৮০টি স্টলের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ক্রেতাশূন্য, তার মধ্যে টেরাকোটার দুটি স্টলে এই ক’দিনে তেমন ক্রেতার দেখা মেলেনি বলে খবর
- নিত্যনতুন জিনিসের খোঁজ নেই, অভিমত ক্রেতাদের

জঙ্গলে আত্মগোপনের পর প্রাণ বাঁচিয়ে মুর্শিদাবাদে

ফের ওডিশায় আক্রান্ত পরিযায়ী

পরাগ মজুমদার

ভগবানগোলা, ২৯ ডিসেম্বর : বাংলা ভাষায় কথা বলায় 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' সন্দেহে দিনকয়েক আগে মুর্শিদাবাদের সুতির বাসিন্দা জুয়েল রানাকে ওডিশায় কয়েকজন দুষ্কৃতী পিটিয়ে খুন করে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একবার বিজেপি শাসিত ওডিশায় আক্রান্ত হলেন মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার ভগবানগোলার পরিযায়ী শ্রমিক রফিকুল শেখ। ভুবনেশ্বরে একদল দুষ্কৃতী ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে বেধড়ক মারধর করেছে বলে অভিযোগ। প্রাণঘাতী আক্রমণের মুখে পড়ে তিনি কোনওরকমে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এরপর দিনদুয়েক গা-ঢাকা দিয়ে সোমবার রেলপথে শিয়ালদা হয়ে নিজের বাড়িতে পৌঁছান। তাঁর শরীরে মারধরের একাধিক চিহ্ন রয়েছে। তাঁকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করায় পরিবার। প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়িতে ফিরলেও রফিকুলের চোখেমুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক। দেখানো হচ্ছে তাঁর আঘাত।

এদিকে, লাগাতার ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ও মারধরের প্রতিবাদে ভগবানগোলায় একটি বিক্ষোভ মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। রফিকুলের বাড়িতে যান স্থানীয় বিধায়ক রিয়াত হোসেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি আদতে বাঙালি বিদ্বেষী দলে পরিণত হয়েছে। ফলে ভিনরাজ্যে বাংলা বললেই অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। মর্মান্তিক ঘটনা। ভাগ্য ভালো ওই শ্রমিক প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন। তবে পরিবারের সকলেই আতঙ্কিত।' একইসঙ্গে, বিধায়ক আক্রান্ত শ্রমিকের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

সম্প্রতি এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে রফিকুল ওডিশার ভুবনেশ্বরে চন্দ্রশেখরপুর এলাকায় পাড়ি দেন। সেখানে একটি নির্মাণ সংস্থার অধীনে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। বাড়িতে ফেরার পর রফিকুল বলেন, 'তিনদিন আগে রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোচ্ছিলাম। আচমকা একদল দুষ্কৃতী ঘরে ঢুকে হামলা চালায়। যৌনাঙ্গে ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করে। সেখান থেকে পালিয়ে জঙ্গলে চলে যাই। দুইদিন লুকিয়ে থাকার পর ট্রেনে করে বাড়ি ফিরলাম।' কিন্তু কেন তাঁকে মারধর করা হল? রফিকুল পরিষ্কার বলেন, 'বাংলাদেশি সন্দেহে আমাকে মারধর করা হয়।'

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিযায়ী কল্যাণ দপ্তরের সদস্য সোহেল আহমেদ বলেন, 'দিনের পর দিন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে মার খাচ্ছেন। বাংলা বলার অপরাধে খুন হতে হচ্ছে। এই ঘটনা বরদাস্ত করা যায় না। তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।'

রফিকুল বাড়িতে ফিরলেও পরিবারের সদস্যরা খুবই আতঙ্কিত। এলাকার আরও অনেকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ওডিশায় রয়েছেন। তাঁদের পরিবারও ভয়ার্ত। এক পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের সদস্য সালমা বিবি বলেন, 'আমাদের বাড়ির ছেলেরা সারা বছর অন্য রাজ্যে পড়ে থাকে টাকা আয় করার জন্য। কিন্তু এইভাবে যদি মার খেয়ে বাড়িতে ফিরতে হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের অনাহারে মরতে হবে।'

পাশে তৃণমূল

- ভুবনেশ্বরে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিককে বেধড়ক মারধর, যৌনাঙ্গে আঘাত
- পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয়, দিন দুয়েক গা-ঢাকা দিয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন
- বাংলাদেশি সন্দেহে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওই পরিযায়ী শ্রমিকের
- আক্রান্ত পরিযায়ীর বাড়িতে যান বিধায়ক রিয়াত হোসেন, ভগবানগোলায় বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল

জিএনএলএফ ভেঙে নয়া দল

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : বিধানসভা ভোটের আগে পাহাড়ের রাজনীতিতে নয়া মোড়। পাহাড়ের পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম সুবাস ঘিসিং প্রতিষ্ঠিত গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা জিএনএলএফে ভাঙন ধরেছে। প্রায় একই নামে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল জিএনএলএফ (সুবাসবাদী)। দলের প্রথম সারির নেতা ভানু লামার নেতৃত্বে দার্জিলিংয়ে সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই নয়া পার্টি আত্মপ্রকাশ করে।

ভানু লামার কথায়, 'আমাদের একমাত্র দাবি ষষ্ঠ তপশিল। এই দাবি নিয়েই আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি নেব। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে ষষ্ঠ তপশিলের দাবিতে দরবার করব।' তবে জিএনএলএফ-এর মহাসচিব তথা দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা বলেছেন, 'ভানু লামা সহ যাঁদের আজ নয়া পার্টির অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে, তাঁরা কেউই দলে সক্রিয়ভাবে ছিলেন না। এই পার্টি আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

দীর্ঘদিন ধরে জিএনএলএফ বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সে (এনডিএ) রয়েছে। প্রতিটি ভোটে সরাসরি অংশ না নিয়ে বিজেপিকেই সমর্থন করছে। যার জেরে নির্বাচন কমিশন দু'মাস আগে জিএনএলএফের রেজিস্ট্রেশন খারিজ করে দিয়েছে। ফলে একদা সুবাস ঘিসিং প্রতিষ্ঠিত এই পার্টির এখন অস্তিত্ব সংকটে।

ছোটদের পিকনিক... বালুরঘাট ব্লকের সেওয়াই গ্রামে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

টুকরো খবর

সংঘর্ষ

পতিরাম, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার বিকেলে পতিরাম ডাকবাংলা এলাকায় একটি স্কুটি ও একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। একটি লরিকে ওভারটেক করার সময় স্কুটি ও বাইকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছেন। যার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরুতর জখম ব্যক্তির নাম শংকর শীল। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করেন এবং তাঁদের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বন্ধ জুয়া

বহরমপুর, ২৯ ডিসেম্বর : জুয়ার আসরে হানা দিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা লালগোলা এলাকায় হানা দিয়ে জুয়ার আসর থেকে চারজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি পুলিশ বোর্ডমানি ১,২০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে ধৃত আসাদুল শেখ, মহম্মদ রাজেশ আলি, হানিফ শেখ ও মজিদ শেখকে জামিন দিয়েছে লালবাগ মহকুমা আদালত। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'একটি বাগানের আড়ালে ওই জুয়ার আসর বসেছিল। এমন অভিযান লাগাতার চলবে।'

রক্তদান শিবির

হিলি, ২৯ ডিসেম্বর : হিলি থানার পূর্ব মুস্তাফাপুর সংগ্রামী সংঘের ও দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। সোমবার দুপুরে ওই ক্লাব প্রাঙ্গণে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে রক্তদান শিবিরের সূচনা করা হয়। ওই রক্তদান শিবিরে ২২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। জেলা হাসপাতালের রক্তসংকট দূর করতে ওই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

মাংসভাত

সামসী, ২৯ ডিসেম্বর : বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে সোমবার চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাদেবী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলে সমস্ত পড়ুয়াদের মাংসভাত খাওয়ানো হয়েছে। সঙ্গে ছিল পাঁচমিশালি সবজি, পাঁপড় ও চাটনি। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখ কলিমুদ্দিন জানিয়েছেন, এদিন ১২০ জন পড়ুয়া উপস্থিত ছিল।

বিক্ষোভ সমাবেশ

হিলি, ২৯ ডিসেম্বর : টোটো রেজিস্ট্রেশন ফি কমানো সহ পাঁচ দফা দাবিতে হিলি বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দিল ইউটিইউসি। সোমবার বিকেলে বামফ্রন্ট সমর্থিত টোটোচালকরা মিছিল করে বিডিও অফিসে পৌঁছে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। তারপরে বিডিও'র কাছে দাবিপত্র জমা দিয়ে ওই পাঁচ দফা দাবিতে সোচ্চার হন।

ফ্ল্যাগ মিটিং

হিলি, ২৯ ডিসেম্বর : হিলির ডুমরন সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানো নিয়ে বিএসএফ ও বিজিবির বিবাদ নিষ্পত্তি করতে ফ্ল্যাগ মিটিং হল। সোমবার দুপুরে দুই দেশের শূন্যরেখায় বিএসএফের ১২৩ ব্যাটালিয়নের আধিকারিক ও জয়পুরহাটের ২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আধিকারিকেরা শান্তি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবি শান্তি বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। রবিবার সকালে হিলি থানার ডুমরন গ্রামের উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়।

ফিডিং জোন

প্রথম পাতার পর

সোমার বাড়ি মালদা শহরের সুকান্তপল্লিতে। পুরো পরিবারের নামেই শুনানির জন্য সমন এসেছে। তাঁদের দাবি, ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাকি তাঁদের কারও নাম ছিল না। তারপর থেকে রয়েছে। রয়েছে বাকি সব নথিও। সোমা অভিযোগ তোলেন, 'মাথার উপর ছাউনি নেই। নেই কোনও ফিডিং জোন। অথচ সরকার এখন ফিডিং জোন বাধ্যতামূলক করেছে। এখন দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলেও ফিডিং জোন থাকে। আর নির্বাচন কমিশন ফিডিং জোন করল না, এটা ভাবতেই অবাক লাগে।' এই ভোগান্তি নিয়ে চুপ নেই সিপিএমও। দলের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের মন্তব্য, 'প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছি, এসআইআর নিয়ে চরম অব্যবস্থা চলছে। সর্বদলীয় বৈঠকগুলিতেও আমরা সোচ্চার হয়েছি। কেন মায়েদের জন্য ফিডিং জোন থাকবে না? দায়টা প্রশাসনকেই নিতে হবে।'

উত্তরে এসসি মোর্চার নেতা

১৭ তপশিলি কেন্দ্রে নজর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর : ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় আশানুরূপ ফল হয়নি। সে কথা মাথায় রেখে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে বিজেপি। আর এই 'মিশন বেঙ্গল'-এ গেরুয়া শিবিরের প্রধান হাতিয়ার রাজ্যের দুটি অত্যন্ত প্রভাবশালী সম্প্রদায়, রাজবংশী ও মতুয়া ভোটব্যাংক। দলীয় সূত্রে খবর, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই জনজাতিগুলির ভোট টানতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। রাজ্যের সর্বত্র কর্মীদের এমনই বার্তা দিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি। বিজেপি-র এসসি মোর্চার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ভোলা সিং রাজ্যে এসে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর নির্দেশিকা পেয়েই কাজে নেমে পড়েছেন নেতা-কর্মীরা। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে নজর দেওয়া হচ্ছে। উত্তরে ১৭টি এসসি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। পাশাপাশি ১৯টি এমন বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে কোথাও ৩০ শতাংশ, তো কোথাও ৫০ শতাংশ এসসি ভোটব্যাংক আছে। এই প্রসঙ্গে ফালাকাটার বিধায়ক তথা বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন বলেন, 'তপশিলি জাতি এবং আদিবাসীরা সবসময় আমাদের সঙ্গেই আছেন। তাঁরা জানেন, একমাত্র বিজেপিই তাঁদের ভালো চায়।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০১৯ ও ২০২১ সালে বিজেপির উত্থানের পেছনে এই দুই সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল। কিন্তু ২০২৪-এর ফলাফলের পর দেখা গিয়েছে, সেই সমর্থনে কিছুটা ভাটা পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোচবিহার ও উত্তর ২৪ পরগনার মতো শক্ত ঘাঁটিগুলিতে ভোট পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া পদ্ম শিবির। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করছে, বাংলায় ক্ষমতায় আসতে হলে শুধু মোদি ম্যাজিকের ওপর ভরসা করে থাকলে চলবে না। উত্তরবঙ্গ বিজেপির কাছে বরাবরই উর্বর জমি। এখানকার রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ, পৃথক রাজ্যের দাবি বা সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি, এই বিষয়গুলিকে বিজেপি গুরুত্ব দিয়েছে। অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠানো সেই কৌশলেরই অংশ।

কৌশল

- রাজ্যে ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৬৮টি এসসি সংরক্ষিত
- পাশাপাশি ৮৯টি আসন এমন, যেখানে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ এসসি ভোট রয়েছে
- সব মিলিয়ে মোট ১৫৭টি কেন্দ্রে জয় নির্ভর করে এসসি সম্প্রদায়ের ভোটের ওপর
- এদিকে, সরকার গঠনের জন্য ম্যাজিক ফিগার ১৪৮

জামিন হুমায়ুন-পুত্রের

বহরমপুর, ২৯ ডিসেম্বর : ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেলেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডেড ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ছেলে ও বেলডাঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গোলাম নবি আজাদ। বিধায়ক বাবার পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার (পিএসও) জুম্মা খানকে রবিবার মারধরের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানার পুলিশ।

যদিও সোমবার এখান থেকেই তিনি পিআর বন্ডে জামিন পান। অন্যদিকে, জেলা পুলিশের একটি দল বিধায়কের বাড়ি থেকে ওই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংক্রান্ত ডিভিআর সংগ্রহ করে এদিনই বহরমপুরের সাইবার সেলের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠায়। যদিও পুলিশের ডিভিআর সংগ্রহের আগেই ছবি নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বিধায়ক-পুত্রের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখার জন্যই ডিভিআর সংগ্রহ করা হয়েছে। বেলডাঙ্গার এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন, 'ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য ডিভিআর সংগ্রহ করে তা সাইবার বিশেষজ্ঞদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তথ্যপ্রমাণ কীভাবে নষ্ট করা হয়েছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে গুরুত্ব সহকারে।'

জেলা কমিটি গঠন

গঙ্গারামপুর, ২৯ ডিসেম্বর : সোমবার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার দলীয় কার্যালয়ে ৪৮ জনের জেলা কমিটি ঘোষণা করেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি নামিজুর রহমান। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলকে শক্তিশালী করতে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন শ্রমিক নেতা।

শীতল মালদা

প্রথম পাতার পর

চকভবানী বাজারে বাজার করতে এসেছিলেন সুশান্ত সরকার। বললেন, 'এই ঠান্ডায় খুব দরকার না হলে বেরোতে মন চায় না। এদিন তো বাধ্য হয়েই এসেছি। বাজারেও লোক কম, মনে হচ্ছে সবাই বাড়িতেই থাকছে।'

মঙ্গলপুর থেকে রঘুনাথপুরের উদ্দেশে টোটো নিয়ে যাচ্ছিলেন চালক রাজু কর্মকার। তাঁর কথায়, 'রাস্তায় লোকজনই নেই। লোক না থাকায় যাত্রীও নেই। ঠান্ডায় রোজগার মার খাচ্ছে।'

পৌষের কড়া শীতে রায়গঞ্জ শহরও এদিন ছিল জবুথবুই। চাপ্রেমী বাঙালিদের কেউ কেউ সকালবেলা পছন্দের চায়ের দোকানে গিয়ে ধোঁয়া ওঠা ভাঁড় বা কাগজের কাপে চুমুক দিয়ে উষ্ণতার খোঁজ করেছেন। তবে চা বিক্রেতারা বলছেন, দোকানে ভিড় নাকি অন্যদিনের তুলনায় কমই ছিল। কারণ শীতের জন্য খুব প্রয়োজন ছাড়া এদিন লোকজন রাস্তায় বের হয়নি বললেই চলে। গোপাল সাহা নামের এক চা বিক্রেতার কথায়, 'প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে দশটার মধ্যে একশোর বেশি কাপ চা বিক্রি হয়। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তীব্র ঠান্ডায় কেউ আসতে চাইছেন না। খুব বেশি হলে পনেরো থেকে কুড়ি কাপ চা বিক্রি হচ্ছে।'

অন্যান্য দিন সকাল ৬টায় উঠে হাঁটতে বের হন অশোক রায়। তবে নিজেই জানালেন, গত দুয়েকদিন ধরে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। বললেন, 'শীত আরও বাড়লে সকালে বেরোনো বন্ধ করে দেব।'

রায়গঞ্জ শহরে ঠান্ডা ও গরম দুটোই বেশ কড়া। এখন কেউ কেউ ভাবছেন, হয়তো গ্রীষ্মকালটাই ছিল ভালো। কোয়েল ঘোষ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'শীতে নাজেহাল অবস্থা। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কিছু কেনাকাটার দরকার থাকলে অনলাইনে অর্ডার করে আনিয়ে নিচ্ছি।'

তথ্য সহায়তায় কল্লোল মজুমদার, পঙ্কজ ঘোষ ও রাহুল দেব

পৃথিবীর পাঠশালা

দাদুর দাদুর দাদু হাঙর

মানুষ বড়জোর ১০০ বা ১১০ বছর বাঁচে। কচ্ছপ বাঁচে ১৫০ বছর। কিন্তু গ্রিনল্যান্ড শার্ক বা গ্রিনল্যান্ডের হাঙরদের আয়ু শুনলে চমকে উঠবেন। বিজ্ঞানীরা এমন এক হাঙরের খোঁজ পেয়েছেন, যার বয়স ৪০০ থেকে ৫০০ বছর!

আর্কটিক মহাসাগরের ঠান্ডা জলে ধীরগতিতে চলা এই হাঙরগুলো বছরে মাত্র ১ সেন্টিমিটার করে বাড়ে। কার্বন ডেটিং করে দেখা গিয়েছে, বর্তমানে জীবিত কোনও কোনও হাঙর হয়তো শেক্সপিয়রের জন্মের আগেও সাগরে সাঁতার কাটত! এরা ১৫০ বছর বয়সের আগে প্রজননক্ষমই হয় না— অর্থাৎ এদের কৈশোরই কাটে দেড়শো বছর ধরে। টাইটানিক ডোবা বা বিশ্বযুদ্ধ—সবই এদের 'চোখের সামনে' ঘটেছে। বার্ধক্যকে বুড়ো আঙুল দেখানো এই প্রাণীগুলো সত্যিই জীবন্ত ফসিল।

মমি দিয়ে রঙের খেলা

শিল্পীরা ছবি আঁকতে নানা রং ব্যবহার করেন। কিন্তু ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীরা এমন এক খয়েরি রং ব্যবহার করতেন, যা তৈরি হত আসল মিশরের মমি গুঁড়ো করে! এই বিশেষ রঙের নাম ছিল 'মমি ব্রাউন'।

শুনতে গা ঘিনঘিন করলেও, সেই সময় মিশরের হাজার হাজার বছরের পুরোনো মমি কবর থেকে তুলে ইউরোপে আনা হত। তারপর সেগুলোকে পিষে পাউডার বানিয়ে তেলরং তৈরি হত। এই রং নাকি ছবির শেড বা ছায়ার কাজ খুব ভালো ফুটিয়ে তুলত। বহু বিখ্যাত ক্লাসিক পেন্টিংয়ে অজান্তেই মানুষের দেহাংশ মিশে আছে। ১৯০০ সালের পর যখন শিল্পীরা জানলেন এই রঙের উৎস আসলে মানুষের মৃতদেহ, তখন তাঁরা এটি ব্যবহার বন্ধ করেন। তবে শিল্পের খাতিরে মানুষের এই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের পাতায় এক কালো অধ্যায়।

পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম স্থান

আপনি যদি পৃথিবীর সব মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে পালাতে চান, তবে আপনাকে যেতে হবে 'পয়েন্ট নিমো'-তে। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানের এই বিন্দুটি হল স্থলভাগ থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান।

এখানে পৌঁছালে আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষটি থাকবে প্রায় ২,৬৮৮ কিলোমিটার দূরের কোনও দ্বীপে। মজার ব্যাপার হল, পয়েন্ট নিমোতে অবস্থান করলে আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষ আসলে পৃথিবীর কেউ নন, বরং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) থাকা নভোচারীরা! কারণ মহাকাশ স্টেশন যখন ওপর দিয়ে যায়, তখন তা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৪০০ কিলোমিটার উঁচুতে থাকে। অর্থাৎ, ডাঙার মানুষের চেয়ে মহাকাশের মানুষ তখন আপনার অনেক বেশি কাছে। নিঃসঙ্গতার এমন ভৌগোলিক সংজ্ঞা আর হয় না!

হিরের খনি যখন পার্ক

হিরে পেতে হলে খনিতে নামতে হয়, এটা সবার জানা। কিন্তু আমেরিকার আরকানসাস রাজ্যের 'ক্রেটার অফ ডায়মন্ডস' পার্কে গেলে আপনি মাটির ওপরেই হিরে কুড়াতে পারেন! এটি বিশ্বের একমাত্র হিরের খনি যা সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত।

এখানে নিয়ম হল— 'ফাইন্ডার্স কিপার্স', অর্থাৎ যা পাবেন তা-ই আপনার। সামান্য টিকিট কেটে পার্কে ঢুকে কপাল ঠুকে মাটি খুঁড়তে শুরু করুন। ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পর্যটকরা এখান থেকে ৩৩,০০০-এর বেশি হিরে খুঁজে পেয়েছেন। কেউ কেউ তো কয়েক ক্যারাটের বিশাল হিরেও পেয়েছেন, যার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ছুটির দিনে পিকনিক করতে গিয়ে যদি পকেটে একটা চকচকে হিরে নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়, তবে মন্দ কী?

আগের রায়ে স্থগিতাদেশ

প্রথম পাতার পর

গত ২০ নভেম্বরের রায়টিও দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। তবে তখন প্রধান বিচারপতির পদে ছিলেন বিআর গাভাই।

কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রক প্রস্তাব করেছিল, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নয়, বরং আশপাশের এলাকার চেয়ে ১০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতার ভূখণ্ডকেই কেবলমাত্র আরাবল্লি পাহাড় বলে গণ্য করা হোক। কিন্তু ওই সংজ্ঞা সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করায় দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। রাজস্থান ও হরিয়ানার বাসিন্দা এবং পরিবেশবিদরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তাঁদের অভিযোগ ছিল, এই নতুন সংজ্ঞায় আরাবল্লি পাহাড়ের বিশাল অংশ আইনি সুরক্ষা হারাবে এবং যথেচ্ছ খনি খননের পথ প্রশস্ত হবে। তাছাড়া বিস্তীর্ণ এলাকার বাস্তুতন্ত্রে মারাত্মক আঘাত আসবে। কেননা, ওই পর্বতমালা থর মরুভূমির সম্প্রসারণ আটকাতে প্রাচীরের মতো কাজ করে। খননের ফলে সেই প্রাচীর বিপন্ন হলে দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানায় ধুলোর ঝড় বইবে। এলাকার নদীগুলি শুকিয়ে যাবে, এমনকি প্রভাব পড়বে গঙ্গা অববাহিকায়। ওই পর্বতমালার মাত্র ৯ শতাংশ এলাকা ১০০ মিটারের চেয়ে উঁচু। ১০০ মিটারের কম উচ্চতার ৯১ শতাংশের মতো এলাকা আগের রায়ে খননের জন্য খুলে যেত। সোমবারের রায় সেই সম্ভাবনাকে আপাতত আটকে দিল।

হিন্দু বাড়িতে আগুন

প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশে সব ধর্মের মানুষ নিরাপদ। সেই প্রতিক্রিয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পিরোজপুরের ঘটনা ঘটে গেল। এতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাকে গুরুতর প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল। হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিজ-এর রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, চলতি বছরের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অন্তত ৭১টি হিংসার ঘটনা ঘটেছে।

চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, খুলনা ও কুমিল্লা সহ ৩০টি জেলায় সংখ্যালঘু নিগ্রহের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনটির মতে, এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। দীপু দাসের ক্ষেত্রেও ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তোলা হয়। পরে অবশ্য প্রশাসন মেনে নেয়, ওই অভিযোগ সত্যি নয়।

ভারতের মুসলিম নেতা তথা এআইএমআইএম-এর প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি দীপু হত্যার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'দীপুচন্দ্র দাসের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী। প্রতিবেশী দেশে স্থিতিশীলতা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।' একদিকে চড়া সুরে ভারত বিরোধিতা, অন্যদিকে সংখ্যালঘু নিগ্রহের এই বাড়বাড়ন্ত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

ইতিমধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির খুনিদের সাহায্যের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে খবর ছড়িয়েছে। বাংলাদেশ বা হাদির নাম উল্লেখ না করে পত্রপাঠ সেই দাবি সোমবার খারিজ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। রাজ্য পুলিশের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'সামাজিক মাধ্যমের কিছু পোস্টে আমরা লক্ষ করেছি, প্রতিবেশী দেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনায় জড়িত সেখানকার কয়েকজন নাগরিককে হেপাজতে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স)। এই খবরটি পুরোপুরি ভিত্তিহীন। দয়া করে এধরনের গুজবে প্রভাবিত হবেন না।'

নতুন বছরে সংবিধান বাঁচবে- এই আশায়

প্রথম পাতার পর

হিমের রাতে পরিবারটির কথা শুনেছেন কেবল রাহুল আর সোনিয়া। এরপর নেহাত মুখ বেজার করে উচ্চ আদালতে গিয়েছে সিবিআই। শেষপর্যন্ত অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট সেঙ্গরের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। তাঁর সাজা বহাল রেখেছে, জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু উন্নাওয়ের সেই দলিত নির্যাতিতার কাহিনী তো তাতে শেষ হয় না। বরং ওই কাহিনী মোটা দাগের বলিউডের ছবিকেও হার মানায়।

২০২৫ শেষে একবার মনে করা যাক ২০১৭ সালের সেই ঘটনা। মেয়েটি আদালতে গোপন জবানবন্দিতে জানিয়েছিল, ২০১৭ সালের ৪ জুন গণধর্ষিতা হয়েছিল সে। মূল অভিযুক্ত উন্নাওয়ের তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। এরপর তার পরিবার থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলে স্পষ্ট অভিযোগ ছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লেখে সেই দলিত কিশোরী। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে ধর্নায় বসে নির্যাতিতা ও তার পরিবার। কেউ কর্ণপাত করেনি। তখন প্রকাশ্য রাজপথেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে নির্যাতিতা। তখন কোথাও কোথাও সামান্য নাড়াচাড়া হয়। তবে ওই ঘটনার পর উলটে নির্যাতিতার বাবাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে পুলিশ হেপাজতে মৃত্যু হয় নির্যাতিতার বাবার। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। সেঙ্গরের ভাই বেরাদররা বেদম পিটিয়েছিল তাঁকে। অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি যোগী-রাজ্যের পুলিশ। কিশোরী জানিয়েছিল, চাকরি দেওয়ার নাম করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেঙ্গরের বাড়িতে। সেখানে গণধর্ষণ করা হয় তাকে।

সেই বয়ান রেকর্ড করার সময় পুলিশ তাকে কারও নাম বলতে বারণ করেছিল বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য কুলদীপের ভাইকে আটক করে পুলিশ। হাফ ডজন পুলিশকর্মী সাসপেন্ড হয়। এত কাণ্ডের পর শেষপর্যন্ত এফআইআর হয় সেঙ্গরের নামে। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিবিআই-কে। এই ঘটনা নিয়ে ওই নির্যাতিতার কাকা হইচই বাধালে তাঁকে আঠারো বছরের পুরোনো অস্ত্র আইনের মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

না, কাহিনী এখানেই শেষ নয়। ওই কিশোরী তার দুই আত্মীয়ার সঙ্গে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই দুর্ঘটনায় পড়ে। তাদের গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। তাতে কিশোরীর উকিল মারাত্মক জখম হন। মারা যান দুই আত্মীয়া। আদালতের আদেশে যে পুলিশকর্মীদের পাহারা দেওয়ার কথা ছিল, তারা তখন ঘটনাস্থলের ত্রিসীমানায় ছিলেন না। এবং অদ্ভুতভাবে সেই ট্রাকের নম্বর প্লেট ছিল কালো রঙে ঢাকা। দেশজুড়ে অভিযোগ ওঠে, সাক্ষীদের খতম করতে নেমে পড়েছে পুলিশ।

ওই বছর ডিসেম্বর মাসে দোষী সাব্যস্ত হন কুলদীপ। ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তার। কিশোরীর বাবাকে হত্যার চেষ্টা, হত্যার ষড়যন্ত্র করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় কুলদীপকে। এ মাসের ২৩ তারিখে দিল্লি হাইকোর্ট সেই 'মহামান্য'কে কিছু শর্তে জামিন দিয়েছে। আর তারপর থেকে ভয়ে মরছে দলিত কিশোরী। তার কাছে সবটাই অন্ধকার। নিজের জীবন থেকেই সে শিখেছে, দলিতদের পাশে কেউ নেই, কিছু নেই। এই অমৃতকালে ঘাড়ে চেপে বসা হৃদয়হীন রাষ্ট্র আর ততোধিক নিষ্ঠুর শাসকের ক্ষমতার উল্লাস মিলে ভয়ংকর দমবন্ধ করা পরিবেশ তৈরি করেছে।

নতুন বছরে পড়ব আমরা। সেই বছরটা কোনও নতুন আশা নিয়ে আসবে কি? ন্যায় পাবে নির্যাতিতারা? সংবিধান যেসব অধিকার দিয়েছে আমাদের, সেসব অক্ষত থাকবে তো? সেঙ্গার, আশারাম বাপু, রাম রহিমদের বদলে জামিনে মুক্তি পাবে কি বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে বন্দি উমর খালিদ, শারজিল ইমাম, সোনম ওয়াংচুকরা। অসহায় আমরা শুধু আশা করতে পারি, যেমন করে এসেছি এতদিন।

রেলের বিরুদ্ধে ফিরছেন বিরাট

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : বিরাট কোহলি ভক্তদের জন্য সুখবর।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে আরও একটা ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিং কোহলি। প্রাথমিকভাবে দুটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। খেলেওছেন। দেড় দশক পর বিজয় হাজারেতে খেলতে নেমে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ১৩১ রানের স্পেশাল ইনিংস উপহার দেন। গুজরাটের বিরুদ্ধে ৭৭ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস।

দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) তরফে সোমবার বিরাটের তৃতীয় ম্যাচ খেলার কথা জানানো হয়েছে। ডিডিসিএ'র সভাপতি রোহন জেটলি বলেছেন, 'বিরাট তৃতীয় ম্যাচ খেলার জন্য সম্মতি জানিয়েছে। ওকে পরের ম্যাচে পাওয়া যাবে।' অর্থাৎ, ৬ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে শুরু রেলওয়েজের বিরুদ্ধেও মাঠে নামবেন কোহলি।

বিজয় হাজারেতে প্রত্যাবর্তনের জোড়া ম্যাচে রানের পাশাপাশি একাধিক নজির গড়েছেন বিরাট। 'লিস্ট এ' ক্রিকেটে দ্রুততম ১৬ হাজার রান করেন। ৩৩০তম ইনিংসে ১৬ হাজারে পা রেখে পিছনে ফেলেন শচীন তেন্ডুলকারকে (৩৯১ ইনিংস)। ১১ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু। বিজয় হাজারের তৃতীয় ম্যাচ খেলেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বিরাট।

এদিকে, এদিন হওয়া বিজয় হাজারের ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি বিশ্রাম নিলেও মুম্বই, দিল্লি নিজ নিজ ম্যাচে জিতেছে।

বিজয় হাজারেতে জুরেলের ১৬০

বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের ৩২০/৭ স্কোরের চ্যালেঞ্জের মুখে দিল্লিকে উতরে দেন প্রিয়াংশ আর্য (৪৫ বলে ৭৮), তেজস্বী সিং দাহিয়া (৫৩), হর্ষ ত্যাগীরা (৪৯)। ঋষভ পন্থ (২২) বড় রান না পেলেও চাপের মুখে ২৯ বলে অপরাজিত ৩৪ করে ম্যাচের সেরা নভদীপ সাইনি (৩ উইকেটও নেন)।

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে লো স্কোরিং ম্যাচে মুম্বইয়ের জয়ের কারিগর অধিনায়ক শার্দূল ঠাকুর (১৩/৪)। শার্দূলের পেস-সুইংয়ে ১৪২ রানে গুটিয়ে যায় প্রতিপক্ষ। ৯ জন ব্যাটারই দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থ। জবাবে ১ উইকেট খুইয়ে জয় তুলে নেয় মুম্বই। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ৬৮ ও সিদেশ লাড ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

দাপুটে জয় পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ। ধ্রুব জুরেলের ১০১ বলে অপরাজিত ১৬০ রানের ইনিংসের দৌলতে ৩৬৯/৭ স্কোর তোলে তারা। অধিনায়ক রিঙ্কু সিং করেন ৬৩। জবাবে অধিনায়ক ক্রুনাল পান্ডিয়া (৮২), শাশ্বত রাওয়াতরা (৬০) চেষ্টা চালালেও ৩১৫ রানে আটকে যায় বরোদা। ঘরোয়া ক্রিকেটে ঝাড়খণ্ডের দাপটও অব্যাহত। পুদুচেরিকে ১৩৩ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। ঝাড়খণ্ডের জয়ের কারিগর কুমার কুশাগ্রা (১০১), অনুকূল রায় (অপরাজিত ৯৮)।

৬ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আবার দেখা যাবে বিরাট কোহলিকে।

মেলবোর্নের পিচ 'অসন্তোষজনক'

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে টেস্ট মাত্র দুইদিনে শেষ হওয়ার মাশুল গুনল ঐতিহাসিক মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড। আইসিসি ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো অ্যাসেজের এই পিচকে 'অসন্তোষজনক' আখ্যা দিয়েছেন। ফলে আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী ভেনু হিসেবে ১টি ডিমেরিট পয়েন্ট জুটল এমসিজি-র কপালে।

একনজরে

- **শাস্তি :** ১টি ডিমেরিট পয়েন্ট
- **রেকর্ড :** ২ দিনে পতন ৩৬ উইকেট
- **ক্ষতি :** প্রায় ১০ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার
- **কারণ :** পিচে ১০ মিমি ঘাস রাখা

ম্যাচ রেফারির রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, পিচে ব্যাট ও বলের লড়াইয়ে ভারসাম্য ছিল না এবং বোলাররা অতিরিক্ত সুবিধা পেয়েছেন। মাত্র ১৪২ ওভারে খেলার ফয়সালা হয়। প্রথম দিনে ২০টি এবং দ্বিতীয় দিনে ১৬টি উইকেট পড়ে, যেখানে কোনও ব্যাটার অর্ধশতরানও করতে পারেননি। কিউরেটর ম্যাট পেজ তীব্র গরমে পিচ ফেটে যাওয়ার ভয়ে ১০ মিলিমিটার ঘাস রেখেছিলেন, যা শেষপর্যন্ত বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

টানা তিন বছর 'ভেরি গুড' রেটিং পাওয়ার পর এই অবনমনে হতাশ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। সিএ-র ক্রিকেট প্রধান জেমস অলসপ তৃতীয় ও চতুর্থ দিনের টিকিটধারী দর্শকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। দুইদিনে ম্যাচ শেষ হওয়ায় প্রায় ১০ মিলিয়ন অস্ট্রেলীয় ডলার ক্ষতির মুখে বোর্ড। সিএ সিইও টড গ্রিনবার্গ পিচ তৈরিতে বোর্ডের হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দিলেও, অজি কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড কিউরেটরের স্বাধীনতাই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, এমন ভুল অনিচ্ছাকৃত, এর জন্য কিউরেটরকে ভয় দেখানো ঠিক নয়।

জ্যাক ক্রলির মতো দুই দলের ব্যাটাররাই মেলবোর্নে বলের বাউন্স সামলাতে সমস্যায় পড়েছেন।

নেটে বিধ্বংসী মেজাজে স্পিনারদের ছক্কা হাঁকালেন অভিষেক শর্মা।

নেটে ৪৫ ছক্কা অভিষেকের

জয়পুর, ২৯ ডিসেম্বর : টি২০ ক্রিকেটে তিনি এখন বিশ্বসেরা। আইসিসি ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে থাকা অভিষেক শর্মা এবার ওয়ান ডে ফরম্যাটে নিজের জায়গা পাকা করতে মরিয়া। আর সেই লক্ষ্যেই বিজয় হাজারে ট্রফির প্রস্তুতিতে নেটে যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন পাঞ্জাবের এই বাঁহাতি ওপেনার, তা রীতিমতো চর্চার বিষয়।

রবিবার পাঞ্জাবের অনুশীলনে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাট করেন অভিষেক। রিপোর্ট অনুযায়ী, স্পিনিং ট্র্যাকে স্পিনারদের বিরুদ্ধে বেছে বেছে বড় শট খেলার প্র্যাকটিস করেন তিনি এবং এই স্বল্প সময়েই হাঁকান প্রায় ৪৫টি ছক্কা! কেবল গায়ের জোর নয়, গেম রিডিংয়েও মুনশিয়ানা দেখান অভিষেক। সতীর্থ বোলার গৌরব চৌধুরীকে 'ফিল্ড কেয়া হ্যায়?' জিজ্ঞেস করে কাল্পনিক ফিল্ডিং অনুযায়ী শট খেলেন তিনি। ব্যাট হাতে ঝড়ের পাশাপাশি প্রায় ৪০ মিনিট নেটে বাঁহাতি স্পিন বলও করেন। সোমবার উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অবশ্য বড় রান পাননি অভিষেক। ২৬ বলে ৩০ রান করে আউট হন পাঞ্জাব অধিনায়ক। ভারতীয় ওয়ান ডে দলে জায়গা পাওয়া তাঁর জন্য সহজ হবে না। রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলের ওপেনিং জুটি সেট, আর সম্প্রতি গিলের চোটের সুযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে নিজের দাবি আরও জোরালো করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে বিশ্রামে বুমরাহ-হার্দিক?

অন্যদিকে, আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে সম্ভবত বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে জসপ্রীত বুমরাহ এবং হার্দিক পান্ডিয়াকে। ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপ ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত হবে, তাই তার আগে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজেই এই দুই অভিজ্ঞ তারকাকে পূর্ণশক্তিতে চায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। হার্দিক চলতি বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের পর আর ওয়ান ডে খেলেননি এবং বুমরাহ ২০২৩ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে ৫০ ওভারের ফরম্যাটের বাইরে। হার্দিক অবশ্য বরোদার হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির শেষ দুটি লিগ ম্যাচে মাঠে নামতে পারেন।

এদিকে, চোট সারিয়ে শ্রেয়স আইয়ার মুম্বই দলে ফিরবেন কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। আগামী ৪ বা ৫ জানুয়ারি দল ঘোষণা হতে পারে। ওয়ান ডে সিরিজের ম্যাচগুলি হবে ভদোদরা, রাজকোট এবং ইন্দোরে।

শুভমান বিরাট নয় : পানেসর

রনজিতে কোচিং করাও, 'খোঁচা' গম্ভীরকে!

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর : সাদা বলে ঠিকঠাক, কিন্তু লাল বলে কোচিং এখনও রপ্ত করে উঠতে পারেননি। ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্টে বাড়তে থাকা ব্যর্থতার বহরে বারবার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে গৌতম গম্ভীরকে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও টেস্ট দলের জন্য নতুন কোচের সন্ধানে।

কোচ গম্ভীরের টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে এহেন টানাপোড়েনের মাঝেই খোঁচা মন্টি পানেসরের। গম্ভীরকে লাল বলের কোচিংয়ের পাঠ নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন এই স্পিনারের মতে, রনজি ট্রফিতে কোচিং করুক গম্ভীর। টেস্ট দল পরিচালনায় সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে ভারতীয় দলের হেডকোচের।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত পানেসর বলেছেন, 'রনজিতে কোচিং করালে উপকৃতই হবে গম্ভীর। রনজিতে যাঁরা কোচিং করাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলা উচিত। তাহলে কীভাবে লাল বলের ক্রিকেটে দল তৈরি করতে হয়, সেই সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে। ভারতীয় টেস্ট দলের দায়িত্ব সামলাতে যা সাহায্য করবে।'

পানেসর আরও বলেছেন, 'সাদা বলের ক্রিকেটে গম্ভীর যথেষ্ট দক্ষ কোচ এবং সফল। তবে টেস্টে এই মুহূর্তে দুর্বল দেখাচ্ছে ভারতকে। ক্রিকেটাররা প্রস্তুত নয়। বাস্তবটা অস্বীকার করা মুশকিল। তিনজন বড় তারকা (বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন) একসঙ্গে অবসর নিয়েছে। শূন্যস্থান পূরণের জন্য বাকিদের রাতারাতি প্রস্তুত করা সহজ নয়। নতুন করে দল গড়ে তুলতে ধৈর্য প্রয়োজন। তাই রনজিতে কোচিং করালে লাল বলের ক্রিকেটে কীভাবে দল তৈরি করতে হয়, বুঝতে সুবিধা হবে গম্ভীরের।'

গম্ভীরের প্রশিক্ষণে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড (৩-০), দক্ষিণ আফ্রিকার (২-০) হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ভারতীয় টেস্ট দল। হেরেছে অস্ট্রেলিয়া সফরেও। ব্যর্থতার মধ্যে সাফল্য বলতে ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ ২-২ করে আসা। ফলাফল ছাপিয়ে সমালোচনার মুখে গম্ভীরের টিম কম্বিনেশন, টেস্ট স্ট্র্যাটেজি। পানেসর কার্যত তির্যক মন্তব্যে সেই বিতর্কই উসকে দিয়েছেন।

শুভমান গিলকে 'অল ফরম্যাট প্লেয়ার' তৈরির ভাবনারও বিরোধী পানেসর। তাঁর মতে, বিরাট কোহলি নয় শুভমান। মাঠে নেমে যে তাগিদ নিয়ে খেলে বিরাট, তা শুভমানের মধ্যে দেখা যায় না। 'অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার শুভমান। কিন্তু শুরুর দিকে অলস শট খেলে। বিরাট প্রতিটি ফরম্যাটেই তাগিদ, এনার্জি নিয়ে খেলে। সেই আগুনটা নেই গিলের মধ্যে। বিরাটের মতো ফিটও নয়। তার ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হচ্ছে শুভমানের ওপর। ও কোনওভাবে তিন ফরম্যাট প্লেয়ার নয়, তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক তো নয়ই,' স্পষ্ট দাবি পানেসরের।

লাল বলের ক্রিকেটে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্নের মুখে গৌতম গম্ভীর।

টেস্ট খেলার যোগ্য ওয়েদারল্ড : হেড

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : অ্যাসেজ সিরিজে ব্যাট হাতে সময়টা ভালো যাচ্ছে না অজি ওপেনার জেক ওয়েদারল্ডের। চার টেস্টে তাঁর গড় মাত্র ২০.৮৫। স্কোরবোর্ডে তাঁর রান যথাক্রমে ০, ২৩, ৭২, অপরাজিত ১৭, ১৮, ১, ১০ এবং ৫। উইকেটে সেট হয়েও বারবার বড় রান করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। তবে এই কঠিন সময়ে সতীর্থের পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন ট্রাভিস হেড।

হেড মনে করেন রান না পেলেও ওয়েদারল্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য উপযুক্ত। সাতটি ইনিংসে ওয়েদারল্ডের সঙ্গে ব্যাট করা হেডের মন্তব্য, 'আমি মনে করি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মতো যথেষ্ট দক্ষতা ওর আছে। প্রথম চার টেস্টে ও নিজের প্রতিভার ঝলক দেখিয়েছে।' হেড আরও মনে করিয়ে দেন, সব সময় পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে না। তাঁর কথায়, 'আমাদের প্রজন্মের সেরা ব্যাটাররাও কেরিয়ারের শুরুতে চাপে ছিলেন। শুরুটা কঠিন হতেই পারে, কিন্তু ওয়েদারল্ডের যা খেলা, তাতে ও টেস্টের জন্য একদম সঠিক।' কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াই করলেও বড় রান না আসাটাই এখন ওয়েদারল্ডের একমাত্র কাঁটা।

প্রাক-মরশুমে মেসি বনাম ইকুয়েডরের বার্সেলোনা

মায়ামি, ২৯ ডিসেম্বর : ২০২৬ সালের মেজর লিগ সকার মরশুমের প্রস্তুতিতে কোমর বাঁধছে ইন্টার মায়ামি। সম্প্রতি ক্লাব তাদের প্রাক-মরশুম সূচি ঘোষণা করেছে, যেখানে লিওনেল মেসিদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম সেরা ক্লাব বার্সেলোনা এসসি।

নামের মিল থাকলেও এটি মেসির পুরোনো স্প্যানিশ ক্লাব নয়, বরং ইকুয়েডরের ঐতিহ্যবাহী দল। আগামী ২৪ জানুয়ারি মায়ামির চেস স্টেডিয়ামে এই প্রীতি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও মায়ামি তাদের প্রাক-মরশুম প্রস্তুতিতে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনার ক্লাব সান লরেঞ্জো এবং উরুগুয়ের ক্লাব পেনিয়ারোলের।

গত মরশুমের সাপোর্টার্স শিল্ড জয়ী মায়ামির লক্ষ্য এবার এমএলএস কাপ। সেই লক্ষ্যেই লুইস সুয়ারেজ, সের্জিও বুসকেটসদের নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকান পাওয়ার হাউসদের বিরুদ্ধে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে চাইছেন কোচ টাটা মার্টিনো। প্রতিপক্ষ স্প্যানিশ বার্সেলোনা না হলেও, ইকুয়েডরের 'বার্সেলোনা'র বিরুদ্ধে মেসির জাদুকরি বাঁ পায়ের কারিকুরি দেখতে মুখিয়ে ফুটবল বিশ্ব।

জিতল বাগান, সেরা নন্দন

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৮ যুব লিগের ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জয়সূচক গোলটি করে আদিত্য মণ্ডল। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছে মোহনবাগান গোলরক্ষক জলপাইগুড়ির ছেলে নন্দন রায়। আপাতত ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট পেয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে সবুজ-মেরুন।

জয়ের হ্যাটট্রিক করাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : টানা দুই ম্যাচ জিতে মহিলাদের জাতীয় লিগ আইডব্লিউএলে দুরন্ত সূচনা করেছে ইস্টবেঙ্গল।

মঙ্গলবার তৃতীয় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খেলবে সেসা ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিচ্ছেন লাল-হলুদ কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। তিনি বলেছেন, 'সেসা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে তিনজন বিদেশির পাশাপাশি বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ভারতীয় ফুটবলার রয়েছে। তার ওপর গত ম্যাচে হারলেও ওদের রক্ষণভাগ দারুণ ফুটবল খেলেছে। মঙ্গলবার ওদের রক্ষণ ভেঙে গোল তুলে নেওয়াটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে।' মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলকে চিন্তায় রাখবে ফুটবলারদের ক্লান্তি। সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম ছাড়া একটানা খেলে চলেছেন তাঁরা। তবে ক্লান্তি কাটিয়ে আপাতত জয়ের হ্যাটট্রিকেই নজর লাল-হলুদ শিবিরের। এদিকে আইডব্লিউএলের অপর ম্যাচে বাংলার আরেক দল শ্রীভূমি এফসি খেলবে সেতু এফসি-র বিরুদ্ধে।

আফ্রিকান কাপে ড্র-যুদ্ধ

মারাকেশ, ২৯ ডিসেম্বর : আফ্রিকান নেশনস কাপে দুই হেভিওয়েটের লড়াই শেষ হল সমতায়। রবিবার আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল ক্যামেরুন। ম্যাচের ৫১ মিনিটে আমাদ ডিয়ালো গোল করে আইভরি কোস্টকে এগিয়ে দিলেও, মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে জুনিয়ার চামাদেউর গোলে সমতা ফেরায় ক্যামেরুন। এই ফলাফলের জেরে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এফ'-এর শীর্ষে দুই দলই। তবে কপাল পুড়ল গ্যাবনের, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল তারা।

ইন্দোনেশিয়ায় সন্তান-সহ মৃত ভ্যালেন্সিয়া কোচ

জাকার্তা, ২৯ ডিসেম্বর : স্প্যানিশ ফুটবলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ইন্দোনেশিয়ায় ছুটি কাটাতে গিয়ে মর্মান্তিক নৌকাডুবিতে প্রাণ হারালেন ভ্যালেন্সিয়া সিএফ-এর মহিলা দলের (রিজার্ভ টিম) কোচ ফার্নান্দো মার্টিন। হৃদয়বিদারক ঘটনা হল, বাবার সঙ্গে সলিল সমাধি হয়েছে তাঁর তিন নাবালক সন্তানেরও।

ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র কোমোডো ন্যাশনাল পার্কের কাছে। জানা গিয়েছে, স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে একটি ট্যুরিস্ট বোটে করে কোমোডো থেকে পাদার আইল্যান্ডে যাচ্ছিলেন ৪৪ বছর বয়সি মার্টিন। মাঝসমুদ্রে ইঞ্জিনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় এবং উত্তাল ঢেউয়ের দাপটে নৌকাটি ডুবে যায়। উদ্ধারকারী দল মার্টিনের স্ত্রী আন্দ্রেয়া এবং এক মেয়েকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও, মার্টিন এবং তাঁর বাকি তিন সন্তানকে (যাদের বয়স ১২, ১০ ও ৯) বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

শনিবার ভ্যালেন্সিয়া ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই দুঃসংবাদ নিশ্চিত করা হয়। রিয়াল মাদ্রিদ সহ লা লিগার একাধিক ক্লাব এই ঘটনায় শোকবার্তা পাঠিয়েছে। ফুটবলের ময়দানে যিনি তরুণ প্রতিভাদের দিশা দেখাতেন, প্রকৃতির রোষে সেই কোচের এমন মর্মান্তিক প্রয়াণে স্তম্ভিত গোটা বিশ্ব।

৮ উইকেট নিয়ে সোনম ইয়েশে।

টি২০-তে ৮ উইকেট!

গেলিফু, ২৯ ডিসেম্বর : টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ভুটানের সোনম ইয়েশে। প্রথম বোলার হিসেবে টি২০ ম্যাচে এক ইনিংসে ৮ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন ২২ বছর বয়সি এই বাঁহাতি স্পিনার। শুক্রবার মায়ানমারের বিরুদ্ধে ৪ ওভারে মাত্র ৭ রান খরচ করে ৮ উইকেট তুলে নেন তিনি। মায়ানমার মাত্র ৪৫ রানে গুটিয়ে যায় এবং ৮২ রানে জয় পায় ভুটান। এর আগে বিশ্বরেকর্ড ছিল ৭ উইকেটের।

সাতাশের অ্যাসেজেও খেলবেন স্টার্ক, বিশ্বাস কোচের

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর : চলতি অ্যাসেজে প্রথম চার ম্যাচে আগুন ঝরিয়েছেন। ঝোলায় ২৬টি উইকেট। প্যাট কামিন্স (১টি ম্যাচ খেলেছেন), জোশ হ্যাজেলউডদের অভাব বুঝতে দেননি। কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের বিশ্বাস, ২০২৭ পরবর্তী অ্যাসেজেও বাইশ গজে মিচেল স্টার্কের 'আগুন' বজায় থাকবে। পরের অ্যাসেজে স্টার্কের বয়স সাঁইত্রিশ পেরিয়ে আটত্রিশ ছুঁইছুঁই হবে। যদিও অজি হেডকোচের দাবি, বয়স বাধা হবে না স্টার্কের।

ম্যাকডোনাল্ডের ভবিষ্যদ্বাণী যদি মিলে যায় রে লিন্ডওয়ালের প্রায় সাত দশকের পুরোনো নজির ভাঙার হাতছানি থাকবে স্টার্কের সামনে। ১৯৬০-এ ভারতের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে টেস্টের সময় লিন্ডওয়ালের বয়স ছিল ৩৮। পরবর্তী প্রায় সাত দশকে আর কোনও অজি ফাস্টবোলারের সেই কৃতিত্ব নেই। বর্তমান হেডকোচের ধারণা, স্টার্ক অবশেষে যে নজির স্পর্শ করতে চলেছেন। ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, 'অনেকে হয়তো বলবেন, বর্তমানে অজি ফাস্টবোলারদের পক্ষে এই নজির গড়া কার্যত অসম্ভব। কিন্তু আমার প্রশ্ন মিচেল স্টার্কের পক্ষে কি সম্ভব নয়?'

বিশ্বকাপ দলে হয়তো কামিন্সরা

ক্রিকেটারদের ফিট রাখার ক্ষেত্রে মেডিকেল টিমকেও কৃতিত্ব দিচ্ছেন। ট্রাভিস হেডদের 'হেডস্যর' বলেছেন, 'আমাদের মেডিকেল টিম, প্লেয়ার, কোচরা মিলিতভাবে দারুণ কাজ করছে। সিরিজের টেস্ট খেলতে নামবে সিডনিতে। গুরুত্ব অনুযায়ী স্টার্ককে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলতি অ্যাসেজে পঞ্চম টেস্ট খেলতে নামবে সিডনিতে। নিশ্চিতভাবে একজন পেসারের জন্য যা কৃতিত্বের।'

প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজে দায়িত্ব সামলে প্রশংসিত মিচেল স্টার্ক।

টি২০ বিশ্বকাপের ভাবনায় অজি শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর। দলের দুই তারকা পেসার প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডকে সম্ভবত মেগা আসরে পাওয়া যাবে। বিশ্বকাপে গ্রুপ 'বি'-তে শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবোয়ে, ওমানের সঙ্গে রয়েছে অজিরা। টিম সূত্রের খবর, অনিশ্চয়তার মেঘ না কাটলেও কামিন্সকে রেখেই সম্ভবত ১৫ জনের বিশ্বকাপ দল গড়তে চলেছে নির্বাচন কমিটি।

চোট সারিয়ে অ্যাসেজে তৃতীয় টেস্টে ফিরেছিলেন কামিন্স। কিন্তু ফের চোটে মাঠের বাইরে। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু বিশ্বকাপের আগে সপ্তাহ পাঁচেক হাতে রয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্টের বিশ্বাস, তার আগে পিঠের চোট কাটিয়ে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন কামিন্স। হ্যাজেলউডও প্রায় নিশ্চিত টি২০ বিশ্বকাপে।

> আমাদের মেডিকেল টিম, প্লেয়ার, কোচরা মিলিতভাবে দারুণ কাজ করছে। সিরিজের গুরুত্ব অনুযায়ী স্টার্ককে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলতি অ্যাসেজে পঞ্চম টেস্ট খেলতে নামবে সিডনিতে। নিশ্চিতভাবে একজন পেসারের জন্য যা কৃতিত্বের।
> -অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড

কোচ ম্যাকডোনাল্ডের চোখ আপাতত সিডনি টেস্টের প্রথম একাদশে। টড মার্ফি, বিউ ওয়েবস্টারদের প্রথম একাদশে রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মেলবোর্নে হারলেও সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জয় ইতিমধ্যেই নিশ্চিত। ফলে সুযোগ রিজার্ভ বেঞ্চকে ঝালিয়ে নেওয়ার। ম্যাকডোনাল্ডের কথায়, দল নির্বাচন 'স্বস্তিদায়ক' মাথাব্যথা। ক্রিকেটপ্রেমীরা দল নিয়ে আলোচনা করবে। বিতর্ক হবে। তবে ওয়েবস্টারের মতো প্লেয়ারদের দেখে নেওয়াও জরুরি।

এদিকে, ইংল্যান্ডের জন্য খারাপ খবর। মেলবোর্নের দুইদিনের বহু চর্চিত টেস্টে জয়ের খুশির মধ্যে জল ঢেলেছে গাস অ্যাটকিনসনের চোট। মেলবোর্ন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের বোলিংয়ের সময় অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। স্ক্যান রিপোর্টে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট ধরা পড়েছে। যার ধাক্কায় ৪ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু 'নিউ ইয়ার টেস্টে' অ্যাটকিনসনকে পাচ্ছেন না বেন স্টোকসরা।

ভাঙলেন মুকেশ, জেতালেন অভিষেক

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে মুকেশ কুমার। রাজকোটে সোমবার।

চণ্ডীগড়-৩১৯ (৪৮.২ ওভারে)
বাংলা-৩২০/৪ (৪৭.৪ ওভারে)

রাজকোট, ২৯ ডিসেম্বর : রাজকোটে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন বাংলার।

বরোদার বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ব্যাটিং ভরাডুবির খেসারত দিতে হয়েছিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দলকে। সোমবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে সেই ভুলত্রুটি শুধরে স্বমেজাজে বাংলা। পাঁচ শিকারে প্রতিপক্ষের স্কোরকে নাগালের মধ্যে আটকে রাখেন মুকেশ কুমার। মুকেশের যে প্রয়াস ব্যর্থ হতে দেননি ব্যাটাররাও।

৩২০ রানের জয় লক্ষ্যে খেলতে নেমে তিন নম্বর ম্যাচে ৬ উইকেটে চণ্ডীগড়কে হারিয়ে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দ্বিতীয় জয় তুলে নিল বাংলা। ওপেন করতে নেমে ৮৪ বলের ইনিংসে ১০৬ রানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয়ের রাস্তা মসৃণ করেন অভিষেক পোড়েল। একজোড়া বাউন্ডারি ও দুটি বিশাল ছক্কায় সাজানো ইনিংসে ব্যবধান গড়ে দেন দুই দলের মধ্যে।

অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (২৫) নিয়ে ওপেনিং জুটিতে ৮৮ রান যোগ করেন অভিষেক। সুদীপকুমার ঘরামি (১৭) রান না পেলেও অনুষ্টুপ মজুমদার-অভিষেকের হাফ সেঞ্চুরি জুটি বাংলাকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয়। অভিষেকের শতরানি ইনিংসে যখন ইতি পড়ে বাংলা ১৮৬/৩ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছে। অভিষেক ফেরার পর অনুষ্টুপ (৩৩) ও শাহবাজ আহমেদের (৬১ বলে অপরাজিত ৭৬) জুটি জয় নিশ্চিত করে দেয়। চতুর্থ উইকেটে জুটিতে ৯২ রান যোগ করেন দুইজনে। শাহবাজের সঙ্গে অপরাজিত থেকে ম্যাচে ইতি টেনে দেন সুমন্ত গুপ্ত (২২)।

অলরাউন্ড শোয়ে নতজানু চণ্ডীগড়

এর আগে টসে জিতে রাজকোটের নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়ামে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলা। যদিও অধিনায়ক মনন ভোরার ১২২ রানের কাঁধে চড়ে লক্ষ্মীরতন শুক্লাদের চাপ বাড়াচ্ছিল চণ্ডীগড়। টপ অর্ডারে মোটামুটি বাকিরাও কমবেশি রান পাওয়ায় ইনিংসের গতি ভালোই ছিল। সন্যাম সাইনি ৬৩ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন।

একসময় চণ্ডীগড়ের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ২৩৫। এখান থেকেই ডেথ ওভারে ম্যাচের রাশ মুকেশ কুমারের (৫৯/৫) দুরন্ত স্পেলে বাংলার প্রত্যাঘাত, ঘুরে দাঁড়ানো। একসময় যে স্কোরটা সাড়ে তিনশো মনে হচ্ছে, মুকেশের পাঁচ শিকারে তা ৩১৯-এ থমকে যায়। মহম্মদ সামি ৩টি এবং শাহবাজ ২টি উইকেট নেন।

আজকের চণ্ডীগড়-বধে তিন ম্যাচে জোড়া জয় ৮ পয়েন্টে পৌঁছে গেল বাংলা। যার সুবাদে গ্রুপ 'বি'-তে পাঁচ নম্বরে ঈশ্বরণরা। বাকি ম্যাচগুলিতেও যে বিজয়রথ ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর হেডকোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। লক্ষ্যপূরণে টিমগেম, দলগত সংহতিতে জোর দিচ্ছেন। তিন ম্যাচে ১২ পয়েন্টে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর বাংলার পরের ম্যাচ দ্বিতীয় স্থানে থাকা জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে।

বাংলাকে জিতিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মুকেশ কুমার।

এবার এএফসির অনুমোদন চাইবে ফুটবল ফেডারেশন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : ক্লাব প্রতিনিধিরা লিগ করার বাজেট প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিল। এদিন সেই বাজেট আলোচনাই শুরু করলেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের গড়া কমিটির তিন সদস্য এবং সহ-মহাসচিব এম সত্যনারায়ণন।

কলকাতার তিন প্রধান ছাড়া অন্যান্য কিছু ক্লাবের সঙ্গে এদিনই আলোচনা

বাজেট নিয়ে আলোচনা ক্লাবগুলির সঙ্গে

হয় তাঁদের। জানা গেল, মঙ্গলবারের মধ্যেই সব ক্লাবের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন কমিটির সদস্যারা। সেক্ষেত্রে মঙ্গলবারই হয়তো বাজেট রিপোর্ট তৈরি করে তাঁরা জমা দিয়ে দেবেন। এরপরেই এএফসির কাছে বাজেট এবং কতগুলি দল খেলতে আগ্রহী সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে। আশা করা হচ্ছে, এই মরশুমকে বিশেষ ধরে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন তাদের প্রতিযোগিতায় খেলার অনুমতি দিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহেই হয়তো লিগের ঘোষণা করা হতে পারে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে। আপাতত কলকাতা ও গোয়া, দুইটি ভেন্যু ধরেই বাজেট করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতায় শহরের তিন প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়া আছে ইন্টার কাশী, জামশেদপুর এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। বাকি দলগুলি খেলবে গোয়ায়। এদিন সম্ভবত এই সব সম্পর্কই জানাতে ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের সঙ্গে দেখা করেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। যদিও এই বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। এখন দেখার শেষপর্যন্ত ফেডারেশনের তৈরি করা বাজেটে ক্লাবগুলি সায় দেয় কিনা। যা পরিস্থিতি তাতে এফএসডিএলের অঙ্গুলি হেলন ছাড়া বেশকিছু ক্লাব রাজি লিগ খেলতে রাজি হয় কিনা, সেটাও দেখার।

এদিকে, এসবের মাঝে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের কর্মীদের ছুটি বাতিল হয়ে গিয়েছে বলে খবর। শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে এফএসডিএল কর্তাদের আইএসএল নিয়ে এক দফা কথাবার্তা হয়েছে। আগামী ৫ জানুয়ারি দেশের শীর্ষ আদালতের সামনে রিপোর্ট পেশ করবে ক্রীড়ামন্ত্রক। তারপরেই হয়তো চিত্রটা পরিষ্কার হবে। যদিও মোটামুটিভাবে যা জানা যাচ্ছে তাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ বা শেষ সপ্তাহের আগে লিগ শুরু হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এফএসডিএল নাকি আত্মবিশ্বাসী, ওই সময়ে শুরু হলেও লিগ শেষ করতে তাদের কোনও সমস্যা হবে না। ফলে সকলেই প্রায় আশাবাদী, লিগ এবার হবেই। তবে কবে থেকে এবং ফরম্যাট কী হবে, তা নিয়েই রয়েছে ধোঁয়াশা।

পয়েন্ট নষ্ট রয়্যাল সিটির

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি-র জয়ের রথ থামিয়ে

দিল এফসি মেদিনীপুর। সোমবার অ্যাওয়ে ম্যাচে রবি হাঁসদারা গোলশূন্য ড্র করেছে মেদিনীপুরের বিরুদ্ধে। আপাতত এই ম্যাচের পর ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পেয়েছে রয়্যাল সিটি এফসি। সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসিও ১৩ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় রয়্যাল সিটি এফসি লিগশীর্ষে রয়েছে।

মঙ্গলবার টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে নামছে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। তাদের সামনে এখনও পর্যন্ত লিগে অপরাজিত থাকা সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। যারা ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে।

বেঙ্গল সুপার লিগে মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হবে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড ও সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। সোমবার প্রাক্ ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেডের সহকারী কোচ সুলে মুসা ও সুন্দরবনের কোচ মেহতাব হোসেন।

ক্যারাটে ক্যাম্পে ট্রেকিং

চালসা, ২৯ ডিসেম্বর : চালসায় ২৭ ডিসেম্বর থেকে চলছে জাতীয় আশিহারা ক্যারাটে ডু গাসুকু উইন্টার ক্যাম্প। সোমবার সকালে ক্যাম্পের অঙ্গ হিসেবে অংশগ্রহণকারী পাঁচশোরও বেশি ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে প্রায় ৫ কিমি হেঁটে ট্রেকিং করা হয়। এদিন চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ থেকে ফ্ল্যাগ অফ করে ট্রেকিং শুরু হয়ে শেষ হয় মহাবাড়ি ফুটবল ময়দানে। ক্যাম্পে পশ্চিমবঙ্গ সহ ঝাড়খণ্ড, অসম, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহারের খেলোয়াড়রা অংশ নিয়েছে। উদ্যোক্তা কমিটির তরফে দীপক ভুজেল বলেছেন, 'ক্যারাটের শীতকালীন শিবিরের অঙ্গ হিসেবে এদিন ট্রেকিং করানো হয়।'

ভারত বনাম **শ্রীলঙ্কা**
পঞ্চম টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : তিরুবনন্তপুরম
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

জয়ী জেডিএস

বারবিশা, ২৯ ডিসেম্বর : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সোমবার ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জেডিএস একাদশ ৩২ রানে হারিয়েছে রিভেঞ্জার মালবাজারকে। প্রথমে জেডিএস ১৯ ওভারে ১৫০ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা আরকে ৩১ রান করেন। সন্তোষ রায় ২২ রান নিয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে রিভেঞ্জার ১৯.৪ ওভারে ১১৮ রানে গুটিয়ে যায়। অনির্বাণ দাসের অবদান ৪৩ রান। গেম চেঞ্জার আয়ান খান ১৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। মঙ্গলবার সপ্তম প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে বিহারের সনু একাদশ কাটিহার এবং শিলিগুড়ির পান্ডে একাদশ।

জিতল ২০১৭-'১৯

জামালদহ, ২৯ ডিসেম্বর : জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে সোমবার ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ৫৭ রানে হারিয়েছে ২০২০-'২১ ব্যাচকে। ২০১৭-'১৯ প্রথমে ৯.৪ ওভারে ১৩০ রানে অল আউট হয়। হিরন্ময় রায় মাঝি ৩০ রান করেন। জয়দেব রায় ডাকুয়া ও বিক্রম বর্মন পেয়েছেন ৪ উইকেট। ২০২০-'২১ জবাবে ৮.৩ ওভারে ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়। বিক্রম বর্মন ৪৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা অমিতেশ রায় ডাকুয়ার শিকার ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা অমিতেশ রায় ডাকুয়া। ছবি : প্রতাপকুমার ঝাঁ

জয়ী থানা একাদশ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এক প্রীতি ক্রিকেটে সোমবার ঘোকসাডাঙ্গা থানা একাদশ ৭৩ রানে হারিয়েছে শিক্ষক একাদশকে। থানা একাদশ প্রথমে ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৯ তোলে। জবাবে শিক্ষক একাদশ ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৬ রানে থামে। ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি কাজল দাস ৬১ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

শতরান করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে দীপায়ন দাস (বাঁয়ে) ও সঞ্জিত পাল। ছবি : তাপস মালাকার

সঞ্জিত, দীপায়নের শতরান

নিশিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : খেজুরতলা নিশিময়ী হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে সোমবার ২০২৩ ফিয়ারলেস ফ্যালকনস ৮ উইকেটে ২০২২ রাইজিং স্টারকে হারিয়েছে। প্রথমে রাইজিং ৮.৫ ওভারে ৯৯ রান করে। জবাবে ফ্যালকনস ৬.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১০১ রান তুলে নেয়। অপরাজিত ৫৮ রান করে ম্যাচের সেরা দীপ মালাকার। দ্বিতীয় ম্যাচে ২০১৭ স্করপিয়ন্স ৪৯ রানে জিতেছে ২০২১ ফিনিক্স রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে। প্রথমে স্করপিয়ন্স ৩ উইকেটে ১৬৪ রান করে। জবাবে ফিনিক্স ৯ উইকেটে ১১৫ রানে আটকে যায়। স্করপিয়ন্সের সঞ্জিত পাল অপরাজিত ১০১ রান করে ম্যাচের সেরা হন। দিনের শেষ ম্যাচে ২০১২ হান্টার্স ৯ উইকেটে ২০১৬ স্কাই রাইডার্সকে হারিয়েছে। প্রথমে রাইডার্স ৪ উইকেটে ১৮৪ রান করে। জবাবে হান্টার্স ৯.৩ ওভারে ১ উইকেটে ১৮৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দীপায়ন দাস অপরাজিত ১১৮ রান করেন।

অভিযাত্রীর জয়

বালুরঘাট, ২৯ ডিসেম্বর : নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের নীলংকর সরকার ও অনুপ মজুমদার ট্রফি নকআউট ক্রিকেটে সোমবার অভিযাত্রী ক্লাব ৭ উইকেটে নব যুবক ড্রামাটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। নেতাজির মাঠে নব যুবক ২১.৪ ওভারে ৯৪ রানে অল আউট হয়। বাবুন বসাক ২০ রান করেন। প্রদুন্য সরকার ১৭ ও সায়ন সাহা ২২ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে অভিযাত্রী ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রদুন্য ২৮ রান করেন। শুভজিৎ দাস ২৩ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন প্রদুন্য সরকার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ম্যাচের সেরা অভিজিৎ সেন (বাঁয়ে) ও শুভদীপ রায়। ছবি : রাহুল দেব

জয়ী প্রতিবাদ, রূপাহার

রায়গঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেটে সোমবার কালিয়াগঞ্জ প্রতিবাদ ক্লাব ১০০ রানে জিতেছে কাঞ্চনপল্লি জাগৃতি সংঘের বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রতিবাদ প্রথমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৮ রান তোলে। টুটুন রায় করেন ৫০ রান। অরিজিৎ চন্দ ৩৩ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে জাগৃতি ১৮.২ ওভারে ৭৮ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা শুভদীপ রায় ৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ভালো বোলিং করে পাপাই দাসও (২৫/৪)।

পরে রূপাহার যুব সংঘ ৬ উইকেটে হারিয়েছে ভারত সেবক সমাজকে। প্রথমে ভারত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩১ রান করে। আনোয়ার মহম্মদ ২৯ রান করেন। অভিজিৎ সেন ২০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রূপাহার ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ সেন ৫৭ রান করেন। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে নেতাজি পাঠাগার-হাইওয়ে ইয়ুথ ক্লাব এবং রয়্যাল যুব সংঘ-কালিয়াগঞ্জ প্রতিবাদ ক্লাব।

সেরা চরণধুতী

কুশমণ্ডি, ২৯ ডিসেম্বর : দাসবাড়ি আদিবাসী যুব সংঘের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইটাহার চরণধুতী এফসি। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-০ গোলে হারিয়েছে গাজোল তিনমূর্তি দলকে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল ট্রফির সঙ্গে আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে।

প্লেয়ার্সের ক্রিকেট শুরু আজ

বালুরঘাট, ২৯ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়কুমার সাহা ট্রফি টি২০ ক্রিকেট বালুরঘাট স্টেডিয়ামে শুরু হবে মঙ্গলবার। ১২ দলীয় এই প্রতিযোগিতা চলবে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। যেখানে জেলার একটি দলের পাশাপাশি চন্দননগর, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, কাটিহার, ভুবনেশ্বর, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, ওড়িশা ছাড়াও নেপালের দল অংশ নেবে। উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর ও চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব।

Notice Inviting e-Tender
The Pradhan Surjapur-I Gram Panchayat invite following e-NIT 296/(1/8)/S-I/2025 e-NIT No-3/2025-26 Dated : 24/12/2025 15th FC Tied
299/(1/8)/S-I/2025 e-NIT No-4/2025-26 Dated : 26/12/2025 15th FC Un-Tied
Technical Opening date-19/01/2026
Sd/- Pradhan
Surjapur-I Gram Panchayat
Goalpokher-II Dev Block, U.D.

সেরা পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ ডিসেম্বর : গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিত্তিক খেলায় সেরা হওয়ার পর ফের মেখলিগঞ্জ চক্রস্তরের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হল চ্যাংরাবান্ধা পানিশালা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়। সোমবার চ্যাংরাবান্ধা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত মেখলিগঞ্জ চক্রস্তরের খেলায় তারা ৬টি প্রথম পুরস্কার, ৩টি দ্বিতীয় পুরস্কার এবং ২টি তৃতীয় পুরস্কার জেতে। এছাড়া মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ চক্রের খেলা হেলপাকড়ি মোড় ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। দুই স্তরের প্রথম স্থানাধিকারীদের নিয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমাস্তরের ক্রীড়া ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মেখলিগঞ্জ ধবল সতী মৃগীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

হৃষীকেশের ৬৩

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে সোমবার সিকিম জয়সওয়াল ব্রাদার্স ৭ উইকেটে বিহারের শেখপুরা ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে জিতে শেখপুরা ১৯.৫ ওভারে ১৬৪ রানে অল আউট হয়। শিবম অশ্বিনী কুমার ৪৩ রান করেন। বিজয় শর্মা নিয়েছেন ২২ রানে ৩ উইকেট। জবাবে জয়সওয়াল ১৪.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হৃষীকেশ তিওয়ারি ৬৩ রান করেন।

ম্যাচের সেরা হয়ে হৃষীকেশ তিওয়ারি। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জিতল টাইটান

নিশিগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর : কোচবিহার-১ ব্লকের পেটভাতা উচ্চ বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে দ্বাদশ টাইটান ২০১২-'১৩ ব্যাচ ৫ উইকেটে হারিয়েছে রয়্যাল ওয়ারিয়র্স ২০১৮-'২০ ব্যাচকে। রয়্যাল প্রথমে ৪ উইকেটে ৭৯ রান করে। জবাবে টাইটান ৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ৮২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হন গৌরাঙ্গ সরকার।

ম্যাচের সেরা হয়ে গৌরাঙ্গ পাল। ছবি : তাপস মালাকার

মইনুলের ৪ শিকার

মাথাভাঙ্গা, ২৯ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল রিইউনিয়ন কাপ ক্রিকেটে সোমবার ২০১৮ ব্যাচ ১০ উইকেটে হারিয়েছে ২০০৯ ব্যাচকে। ২০০৯ প্রথমে ৯ ওভারে ৫৬ রানে অল আউট হয়। মইনুল হক ১০ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে ২০১৮ ব্যাচ বিনা উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। উৎসব পালের অবদান ৪২ রান।

পরে ২০০৫ ব্যাচ ৯ উইকেটে হারিয়েছে ২০১৪ ব্যাচকে। ২০১৪ প্রথমে ১২১ রান তোলে। বিশ্বজিৎ বর্মন ৬৮ রান করেন। ২০০৫ জবাবে ১ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আবু রায়হান ৪৫ রান করেন। তৃতীয় ম্যাচে ২০১১ ব্যাচ ৮ উইকেটে জয় পেয়েছে ২০২০ ব্যাচের বিরুদ্ধে। ২০২০ প্রথমে ৫১ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা সৌরভ রায়হান ৩ উইকেট নিয়েছেন। ২০১১ জবাবে ৮ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দিনের শেষ ম্যাচে ২০২৩ ব্যাচ ৪ উইকেটে হারিয়েছে ২০০৬ ব্যাচকে। ২০০৬ প্রথমে ৬৬ রান করে। ম্যাচের সেরা বিবেকের শিকার ৩ উইকেট। ২০২৩ জবাবে ৪ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়।

ক্যারাটেতে পদক জিতে সহস্রা গুপ্ত (বাঁয়ে) ও তন্ময় চক্রবর্তী।

পদক সহস্রা, তন্ময়ের

কোচবিহার, ২৯ ডিসেম্বর : ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অল ইন্ডিয়া ইন্টার স্কুল অ্যান্ড সিনিয়ার ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পদক পেল কোচবিহারের দুই ক্যারাটেকা। শনি ও রবিবার আয়োজিত প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে বিভাগে জোড়া রুপো জিতেছেন সহস্রা গুপ্ত। কাতায় ব্রোঞ্জ পেয়েছেন তন্ময় চক্রবর্তী। তাদের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তাদের কোচ তথা এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক রাকেশ সরকার।

ফাইনালে মা কালী

শীতলকুচি, ২৯ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ৮ দলীয় ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল মা কালী বস্ত্রালয় বাউদিয়া বাজার। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে শীতলকুচি একাদশকে। টসে হেরে মা কালী ১৫.৩ ওভারে ৯১ রান তোলে। ২৮ রান করেন সোনু শা। চিনি গুজরাও ২০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে শীতলকুচি ১২.১ ওভারে ৮৮ রানে অল আউট শম্ভুজিৎ বর্মন ১৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল নামবে মাথাভাঙ্গা নবজীবন সংঘ এবং ফ্যান্সি মোবাইল বাজার নলগ্রাম।

বাংলা অনূর্ধ্ব-১৪ হকি দলে সুযোগ পাওয়া ৪ খেলোয়াড়। -রাকেশ শা

বাংলা হকি দলে মাথাভাঙ্গার ৫

ঘোকসাডাঙ্গা ও পারডুবি, ২৯ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ২-৭ জানুয়ারি জাতীয় স্কুল গেমসে অনুষ্ঠিত হবে সাব জুনিয়ার অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের হকি প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় বাংলা স্কুল দলে সুযোগ পেয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের ৪ ছাত্রী -সপ্তম শ্রেণির সুস্মিতা বর্মন, রাখি দাস, সন্তোষী দাস, রাখী বর্মন। পাশাপাশি দলে রয়েছে আঙ্গারকাটা পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মানবী বর্মনও। সুস্মিতার বাবা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। রাখি বর্মনের বাবা রাজমিস্ত্রী। বাকি সকলেই কৃষক পরিবারের মেয়ে। কুশিয়ারবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাস জানিয়েছেন, সোমবার ফালাকাটা থেকে সরাইঘাট এক্সপ্রেসে সুস্মিতারা হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। মঙ্গলবার হাওড়া থেকে তারা গোটা দলের সঙ্গে গোয়ালিয়রে রওনা হবে।